পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 31, Issue 1557, Saturday, 23 December 2023 FREE www.parichoy.com

‘বিএনপি আগুন নিয়ে খেলে’, সিলেটের জনসভা থেকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ হাসিনার

বিস্তারিত ০৯ পাতায়

আরো আছে...

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ‘গাজা প্রস্তাব’ পাস, সরাসরি যুদ্ধবিরতির উল্লেখ নেই - ৫ম পাতায়
- জরিমানা এড়াতে ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও সাবেক নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জুলিয়ানির দেউলিয়া হওয়ার আবেদন-৫ম পাতায়
- ফ্রান্সে নতুন বিল পাস, অভিবাসীদের জন্য দুঃসংবাদ-৫ম পাতায়
- ট্রাম্প কি আরও জ্বলে ওঠার ‘রসদ’ পেলেন - রয়টার্সের বিশ্লেষণ-৬ষ্ঠ পাতায়
- ‘বিজয়’ পাওয়ার ৫২ বছরে কী পেল বাংলাদেশ?-৮ম পাতায়
- বাংলাদেশ সীমান্ত পাহারা দিতে মৌমাছি মোতায়েন করছে ভারত-৮ম পাতায়
- নির্বাচনের পর স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করবে চীন বললেন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন-৮ম পাতায়
- আসন্ন নির্বাচনে দিল্লির প্রভাবে উদ্বিগ্ন জনগণ বললেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী-৮ম পাতায়
- বিএনপিকে নির্মূলে আমরা বদ্ধপরিকর বললেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ-৮ম পাতায়
- ‘একতরফা নির্বাচন দেশে সংকট ও বিপর্যয় ডেকে আনবে’ -আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা-৯ম পাতায়

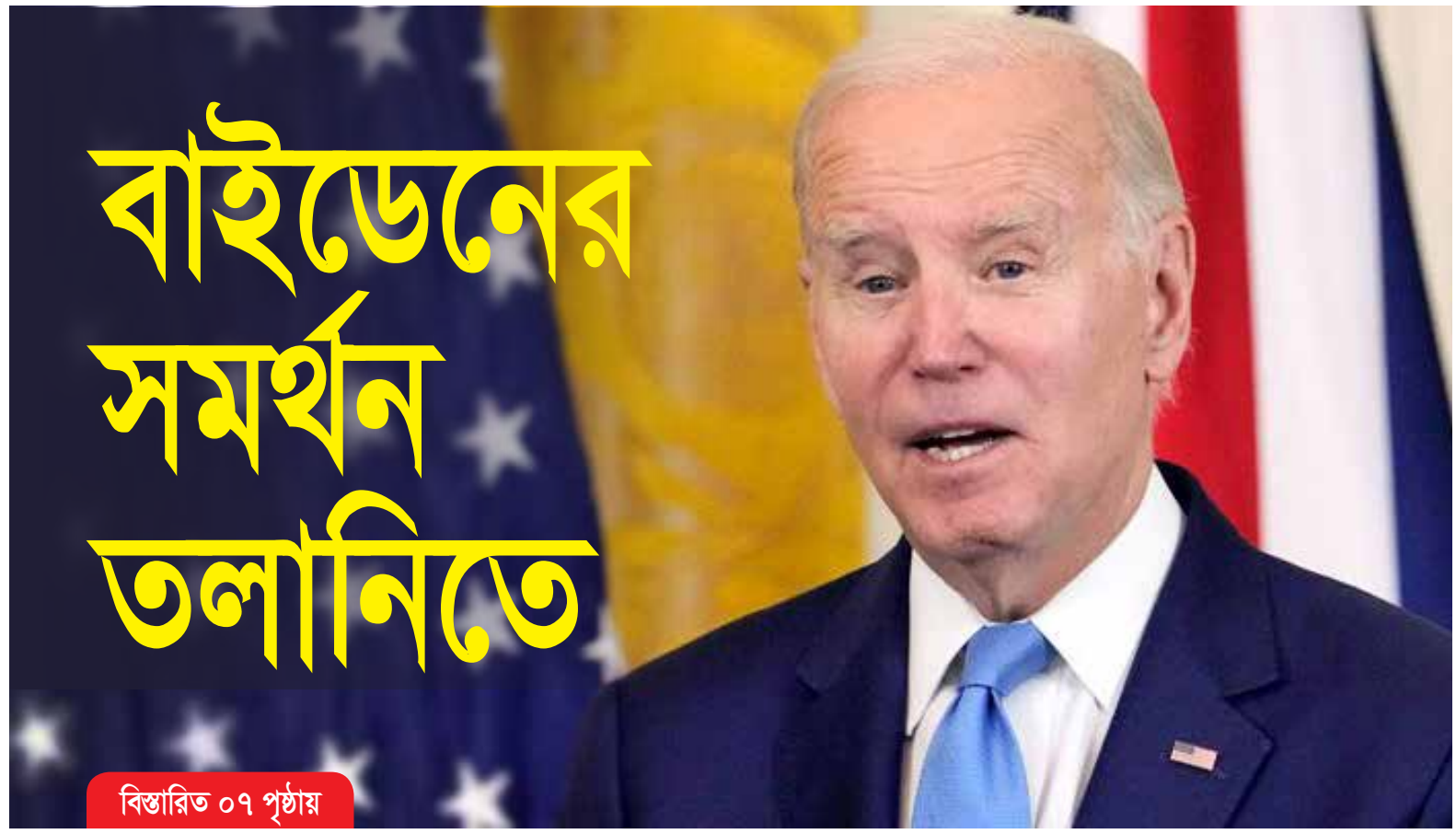

বাইডেনের সমর্থন তলানিতে

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ঋণ অনিয়মে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ৯২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
ফ্রি ফরুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL
VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More +1 917-535-4131
MLS REBNY

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us **1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)** **www.piit.us**

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Timothy Bompart
Attorney at Law

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ঋণ অনিয়মে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ৯২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ জানালো সিপিডি

পরিচয় ডেস্ক: ২০০৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ২৪টি বড় ধরনের ঋণ অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত থেকে ৯২ হাজার কোটি টাকার বেশি আত্মসাৎ হয়েছে বলে জানিয়েছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। ২৩ ডিসেম্বর শনিবার ঢাকার ধানমন্ডিতে সিপিডির নিজস্ব কার্যালয়ে চলতি অর্থবছরে দেশের অর্থনীতি নিয়ে পর্যবেক্ষণ জানাতে প্রতিষ্ঠানটির সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।সিপিডি বলছে, খেলাপি ঋণ (এনপিএল) এখনো অনিয়ন্ত্রিত। এটি আর্থিক খাতের জন্য হুমকি। সুশাসন ও সংস্কারের অভাবে দেশের ব্যাংকিং খাত ধারাবাহিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, ২০০৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন সংকলন করে আর্থিক খাত থেকে ঋণ জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন বলেন, ৫২০০৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতের বড় ঋণ অনিয়মের মাধ্যমে ৯২ হাজার ২৬১ কোটি টাকার বেশি পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের কথা বলা হয়েছে।ন তার মতে, দেশের ব্যাংকিং খাত মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে পড়েছে। তারা আধিপত্য বিস্তারে ব্যাংকগুলোকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

সিপিডি বলছে, খেলাপি ঋণ (এনপিএল) এখনো অনিয়ন্ত্রিত। এটি আর্থিক খাতের জন্য হুমকি। সুশাসন ও সংস্কারের অভাবে দেশের ব্যাংকিং খাত ধারাবাহিকভাবে দুর্বল *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

ফ্রান্সে নতুন বিল পাস, অভিবাসীদের জন্য দুঃসংবাদ

পরিচয় ডেস্ক:এবার অভিবাসীদের দুঃসংবাদ দিল ফ্রান্স। দেশটি অভিবাসীদের নিয়ে নতুন আইন পাস করেছে। যার ফলে অভিবাসীদের প্রতি সরকারের নীতি আরও কঠোর হয়েছে। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) অভিবাসীদের নিয়ে নতুন আইন পাস করেছে ফ্রান্স। এ আইনের ফলে আগের চেয়ে কয়েক গুণ কঠিন হয়েছে দেশটির অভিবাসন আইন। এমনকি কঠোরতা থেকে *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ‘গাজা প্রস্তাব’ পাস, সরাসরি যুদ্ধবিরতির উল্লেখ নেই

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজা প্রস্তাব পাশ হয়েছে। গাজা উপত্যকায় আরও অধিক মানবিক সহায়তা পাঠানোর এ প্রস্তাবটি ১৩-০ ভোটে পাশ হয়েছে। গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। প্রস্তাবটির খসড়ায় গাজায় অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং মানবিক সহায়তা পাঠানোর কথা বলা হয়েছিল। তবে যুদ্ধবিরতির কথা থ াকায় এতে ভেটো দেয় যুক্তরাষ্ট্র। পরে যুদ্ধবিরতির কথা বাদ দিয়ে শুধু মানবিক সহায়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।এক সপ্তাহ ধরে ঝুলে থাকা প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত পাশ হলেও গাজায় যুদ্ধবিরতি বন্ধে এতে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ দেশের মধ্যে ১৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও; যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ভোটদানে বিরত ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্য রাশিয়া বলেছে, এই প্রস্তাব একটি ‘দন্তহীন’ ও ‘অক্ষম’ প্রস্তাব।

জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার দূত ভাসিলি নিবানজিয়া বলেছেন, এই প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতির ব্যাপারে বলা হয়নি। এর বদলে এটির মাধ্যমে ‘মুক্তহস্তে’ ইসরাইলকে তাদের সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গাজায় ইসরাইলের হামলায় ২৩ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গাজার পরিস্থিতিকে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা পৃথিবীর নরক বলে মন্তব্য করেছেন। খবর আলজাজিরা।

জলবায়ুর ক্ষতির হিস্যা পেতে কোন বলয়ে যাবে বাংলাদেশ?

পরিচয় ডেস্ক: উন্নত দেশগুলোর সীমাহীন কার্বন নিঃসরণের কারণে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ভুগছে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। জলবায়ু পরিবর্তনে দায় খুব সামান্য হলেও বাংলাদেশের মতো ছোট ব-দ্বীপ দেশগুলো ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হচ্ছে। অথচ জলবায়ু ক্ষয়ক্ষতির তহবিল থেকে ন্যায্য হিস্যা বুঝে পাচ্ছে না। বাংলাদেশও এই কাতারে রয়েছে। নানা শর্তের বাধা পেরিয়ে এই হিস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জলবায়ুর *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জরিমানা এড়াতে ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও সাবেক নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জুলিয়ানির দেউলিয়া হওয়ার আবেদন

পরিচয় ডেস্ক: দেউলিয়া হওয়ার (চ্যাপ্টার ১১ ব্যাংকক্রাপ্সি) আবেদন করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও সাবেক নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র রুডি জুলিয়ানি। জর্জিয়ার দুই সাবেক নির্বাচন কর্মীকে মানহানি করার দায়ে তাকে প্রায় ১৪৮ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করে জর্জিয়ার একটি আদালত। এর ঠিক কয়েক দিন পরই এই জরিমানা এড়াতে দেওলিয়া হওয়ার আবেদন করেন তিনি। রুডি জুলিয়ানি ট্রাম্পের ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য

জর্জিয়ার দুই সাবেক নির্বাচন কর্মীর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ করেছিলেন। জানা গেছে নির্বাচনের ফলাফলকে পালটে দেওয়ার জন্য ট্রাম্পের আইনি প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রুডি জুলিয়ানি। তিনি দুই নির্বাচন কর্মী রুবি ফ্রিম্যান এবং তার মেয়ে ওয়াস্ট্রিয়া শায়ে মসের একটি ভিডিও পোস্ট করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যালট-গণনার সময় জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগ আনেন এবং তাদের সম্পর্কে আরো অনেক ভিত্তিহীন অভিযোগও করেন। তার এ দাবি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

কে কি বললেন

অবৈধ অভিবাসীরা আমেরিকানদের রক্তকে বিষিয়ে তুলছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শরণার্থীরা অনুপ্রবেশ করছেন আমেরিকায়। - নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডারহ্যামে এক জনসভায়

বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই যেখানে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি।আমরা যদি আবারও সরকার গঠন করতে পারি তাহলে প্রতিটি জেলা ভূমি ও গৃহহীনমুক্ত হবে।- আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আমি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, জয় বাংলার লোক। নির্বাচন ছাড়া সরকার পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। বিএনপি নির্বাচনে না এসে ভুল করেছে। বিএনপিকে এর জন্য কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। - বিএনপি ছেড়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নৌকার প্রার্থী হওয়া মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর বীর উত্তম।

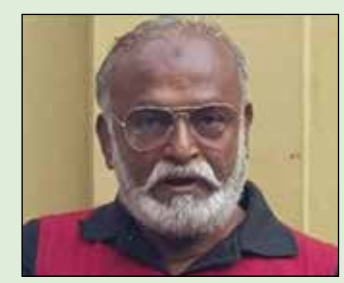

সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না- নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী ও দলটির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার।

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ট্রাম্প কি আরও জ্বলে ওঠার 'রসদ' পেলেন - রয়টার্সের বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারাভিযান সর্বশেষ কলোরাডোয় আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জই সম্ভবত রিপাবলিকান এই নেতাকে তাঁর দলের মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি শক্তির জোগান দেবে।

কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে বলেছেন, আগামী বছর অঙ্গরাজ্যটিতে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাইমারিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অংশ নিতে পারবেন না। এ সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন সংবিধানে থাকা বিদ্রোহসংক্রান্ত একটি ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ৩ নম্বর ধারা। তবে অভূতপূর্ব এ সিদ্ধান্ত রক্ষণশীল নেতৃত্বাধীন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে বাতিল হতে পারে।

ডেমেক্র্যাট ও রিপাবলিকানড়উভয় প্রধান দলের দাতা এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলেছেন, এ রায় ট্রাম্পের রাজনৈতিক ভিত্তিকে বরং পোক্ত করবে। তাঁর সেই যুক্তিতে ইন্ধন জোগাবে, যা তিনি বলে আসছেনড়তিনি পক্ষপাতমূলক আইনি ব্যবস্থার ভুক্তভোগী।

পর্যবেক্ষকদের মতে, ট্রাম্পের প্রচারাভিযানের জন্য দরকারি তহবিল জোগাড়ে সহায়ক হবে আদালতের রায়, যেমনটা এ বছরের শুরুর দিকে হয়েছিল; যখন সাবেক এ প্রেসিডেন্টকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অন্যান্য কথিত অপরাধের মধ্যে ২০২০ সালের নির্বাচনকে উল্টে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য অপরাধের অভিযোগও ছিল। অবশ্য সেগুলোর মধ্যে 'বিদ্রোহ' ছিল না।

ফ্লোরিডার অ্যাটর্নি ও ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মূল তহবিল সংগ্রহকারীর একজন জন মরগান। তিনি বলছেন, ট্রাম্প (আদালতের রায়) উদ্যাপন করছেন। মরগান মনে করেন, এ ঘটনা রিপাবলিকানদের 'তহবিল সংগ্রহের বড় কারণ' হয়ে উঠতে পারে।

কলোরাডোর আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। দেশটির শীর্ষ আদালতের ৯ বিচারপতির মধ্যে ৬ জনই রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীল বিচারপতিদের তিনজন নিয়োগ পেয়েছেন আবার ট্রাম্পের আগের মেয়াদে। অর্থাৎ, ট্রাম্পই তাঁদের নিয়োগ দিয়েছেন। এর ফলে সেখানে রায় ট্রাম্পের অনুকূলে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের প্রচারাভিযানের পক্ষ থেকে সমর্থকদের কলোরাডোর আদালতের 'নৃশংস' এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুদান দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক রয়টার্সইপসোসের এক জরিপ বলছে, ২০২৪এর নির্বাচনের আগে ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্প বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছেন।

অবশ্য কলোরাডোর আদালতের রায় ডেমোক্র্যাটদের অন্যভাবে সাহায্য করতে পারে। স্বাধীন ভোটাররা বরাবরই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ট্রাম্প বিদ্রোহে জড়িত, তাঁদের প্রতি ডেমোক্র্যাটরা নতুন করে বিষয়টি ভেবে দেখার আবেদন জানাতে পারেন।

৫ থেকে ১১ ডিসেম্বর পরিচালিত রয়টার্সইপসোসের করা এক জরিপ অনুযায়ী, ৫৭ শতাংশ স্বাধীন ভোটার বলেছেন, এটি বিশ্বাসযোগ্য যে ট্রাম্প '২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ক্যাপিটলে আক্রমণ করার জন্য জনতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।' জরিপে অংশ নেওয়া মাত্র ৩০ শতাংশ ব্যক্তি বলেছেন, বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এর বিপরীতে প্রায় ৭০ শতাংশ রিপাবলিকান উত্তরদাতারা এ অভিযোগকে 'বিশ্বাসযোগ্য নয়' বলে মনে করেন। যেখানে ২৩ শতাংশ রিপাবলিকান বলেছেন, এটি বিশ্বাসযোগ্য। বাকিরা নিশ্চিত নন বলে জানিয়েছেন।

কলোরাডো আদালতের রায় ঘোষণার পরদিন বুধবার বাইডেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ট্রাম্প একজন বিদ্রোহী কি না। উত্তরে তিনি বলেন, এর স্বপক্ষে প্রমাণ আছে। আপনারা সব দেখেছেন।

'১৪তম সংশোধনী প্রযোজ্য হোক বা না হোক, আমরা আদালতকে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দেব', বলেন বাইডেন। তাঁর ভাষায়, 'তবে তিনি (ট্রাম্প) অবশ্যই একটি বিদ্রোহকে সমর্থন করেছিলেন। এটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। একেবারেই নেই, শূন্য এবং মনে হচ্ছে, তিনি এটিকে (বিদ্রোহ) দ্বিগুণ করছিলেন।'

প্রাইমারিতে ধাক্কা : রিপাবলিকানদের মধ্যে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কলোরাডোর বাধা এর কোনো হেরফের ঘটাবে না। যে অঙ্গরাজ্যে গণতান্ত্রিক প্রবণতা বাড়ছে, আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনে সেটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হিসেবে দেখা হচ্ছে না।

আগামী ১৫ জানুয়ারি আইওয়া থেকে রিপাবলিকানদের মনোনয়নপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। এর এক মাসের কম সময় আগে আদালতের এ সিদ্ধান্ত এল, যখন ট্রাম্প তাঁর ওপর 'স্পটলাইট' ফেরানোর চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের মনোনয়নদৌড়ে থাকা জাতিসংঘের সাবেক রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি যখন কিছুটা পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন। ফ্লোরিডাভিত্তিক রিপাবলিকান বিশ্লেষক ফোর্ড ও'কনেলের ভাষায়, ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছেন, তিনি রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনি প্রক্রিয়ার শিকার হয়ে আসছেন। আদালতের এ রায় ট্রাম্পের এমন বয়ানকেই বরং শক্তিশালী করবে। এতে করে সিদ্ধান্তহীন রিপাবলিকান ভোটারদের তাঁর (ট্রাম্প) দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ও'কনেল বলেন, যদি অভিযোগের বিষয়টি ট্রাম্পকে প্রাইমারিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে দেয়, তবে ২০২৪ সালের রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী কে হবেন, সে সম্পর্কে তৃণমূলের মধ্যে সব ধরনের বিতর্কের অবসান ঘটাবে।

ট্রাম্পের আগের মামলাগুলোর সময়ও যেমনটা দেখা গেছে, এবারও রিপাবলিকান থেকে মনোনয়নের দৌড়ে থাকা ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বীরা কলোরাডোর আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং তাঁর প্রতিরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, বামপন্থীরা 'গণতন্ত্র'কে তার ক্ষমতার ব্যবহারের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান, এমনকি যদি জাল আইনি ভিত্তিতে একজন প্রার্থীকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিচারিক ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়, তাতেও তাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন হয় না।

নিকি হ্যালি আদালতের এ রায়কে 'সত্যিই অকল্পনীয়' বলে অভিহিত করেন। ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, 'আমি নিজেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করতে যাচ্ছি।' তাঁর ভাষায়, 'তাঁকে (ট্রাম্প) ব্যালট থেকে সরানোর জন্য আমার বিচারকের দরকার নেই।'

কলোরাডোর সুপ্রিম কোর্ট সাত বিচারপতির বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের (৪-৩) ভিত্তিতে রুল দিয়ে বলেছেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যোগ্য প্রার্থী নন। আদালত বলেন, ভয় বা অনুগ্রহ ছাড়া এবং আইন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করে, জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।রয়টার্স

২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের বাধা দেওয়ার অডিও ফাঁস

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফল অনুমোদন না করার জন্য মিশিগানের দুই নির্বাচন কর্মীকে চাপ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটি করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ২০২০ সালের নির্বাচনে। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম দ্য ডেট্রয়েট নিউজ আউটলেট ট্রাম্পের একটি অডিও ক্লিপ ফাঁস করে খবরটি জানিয়েছে। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের বেশ কয়েকটি মামলা থাকা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন ট্রাম্প, তখনই সামনে এসেছে এ অভিযোগ। ডেট্রয়েট নিউজ আউটলেট দ্বারা প্রকাশিত ফোনকল রেকর্ডিংয়ে ট্রাম্প মিশিগান কাউন্টিতে ভোটের ফলের অনুমোদনপত্রে স্বাক্ষর না করার জন্য দুই স্থানীয় কর্মকর্তাকে চাপ দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

ওয়েইন কাউন্টি বোর্ড অব ক্যানভাসারের দুই রিপাবলিকান সদস্য মনিকা পালমার ও উইলিয়াম হার্টম্যানকে তিনি বলেছিলেন, আমাদের দেশের জন্য লড়াই করতে হবে' এবং 'এই লোকগুলো আমাদের দেশটা কেড়ে নিয়ে যাক তা হতে দিতে পারি না।' ফোনকলটিতে আরও ছিলেন মিশিগানের বাসিন্দা ও রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির চেয়ার রোনা ম্যাকড্যানিয়েল।

একপর্যায়ে তিনি রিপাবলিকান দুই কর্মীকে বলেন, আপনারা যদি আজ রাতে বাড়ি যেতে পারেন, তবে (অনুমোদনপত্রে) স্বাক্ষর করবেন না। আমরা আপনাদের আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলব।' ট্রাম্প এই কথায় সম্মতি দিয়ে বলেন, 'আমরা বিষয়টি দেখব'।

২০২০ সালের ৩ নভেম্বরের নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পর ফোনকলটি করা হয়েছিল। নির্বাচনে মিশিগান রাজ্যে জো বাইডেনের কাছে হেরেছিলেন ট্রাম্প। সেই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বাইডেনের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ভোটের ফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আগামী বছরের মার্চে ওয়াশিংটনে ৭৭ বছর বয়সি ট্রাম্পের বিচার হবে।ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার হোয়াইট হাউসের নথি সরানোর মামলায় অভিযুক্ত

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে আরও এক পৃথক মামলায় অনেকটা একই ধরনের অভিযোগের মুখোমুখি ট্রাম্প। রেকর্ড করা এক ফোনকলে জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্র্যাড রাফেনস্পারগারকে ১১ হাজার ৭৮০ ভোট খুঁজে বের করার জন্য ট্রাম্প চাপ দিচ্ছেন বলে শোনা গেছে। সেই ভোটগুলো খুঁজে পেলে অঙ্গরাজ্যটিতে বাইডেনের কাছে তার পরাজিত হওয়ার ফল পাল্টে দেওয়া যেত বলে চাপ দিচ্ছিলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বারবার দাবি করে আসছেন যে, ২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনের পক্ষে কারচুপি করা হয়েছিল।

নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রচারণার মুখপাত্র স্টিভেন চেউং ইতোমধ্যে বলেছেন, কারচুপির অভিযোগের তদন্তসহ নির্বাচনের অখণ্ডতা নিশ্চিতে তার (স্টিভেন চেউং) দায়িত্বের অংশই হচ্ছে ট্রাম্পের বিভিন্ন পদক্ষেপ।

বোস্টনে শয়তানের উপাসক সম্মেলন

পরিচয় ডেস্ক: বোস্টনের শহরতলীতে ম্যারিয়ট হোটেলে এ বছরের এপ্রিলে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, সম্ভবত সেটি ছিল শয়তানের পূজারিদের সবচেয়ে বড় সম্মেলন। শয়তানের উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য আলাদা করা ছিল একটি রুম, যেটিতে শুধু মোমবাতি জ্বলছিল। ঘরের এক কোনায় একটি বেদী আর মেঝেতে পেন্টাগনের চিহ্ন। এখানে যে আনুষ্ঠানিকতা পালন হয় সেটিকে বলা হয় 'আনব্যাপ্টিসম', অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার উল্টো প্রক্রিয়া। শৈশবে ধর্মীয় দীক্ষা নেওয়ার সময় যেসব রীতি পালন করতে হয়, এখানে অংশগ্রহণকারীরা সেই রীতিগুলো প্রতীকীভাবে বর্জন করার অনুষ্ঠান পালন করে।

এখানকার সবার পরনেই ছিল গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কালো আলখাল্লা, মাথায় হুড আর কালো মুখোশ। সবার হাতই ছিল দড়ি দিয়ে বাঁধা, যা পরে খুলে ফেলা হয় 'মুক্তির' প্রতীক হিসেবে। বিভিন্ন জায়গায় বাইবেলের ছেঁড়া পাতা রেখে বোঝানো হয়েছে খ্রিষ্টধর্ম থেকে বের হয়ে আসার শপথ।

'স্যাটানিক টেম্পল' *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

হিটলারের 'মাইন ক্যাম্ফ' আমি কখনো পড়িনি বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখনো জার্মান নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলারের বই 'মাইন ক্যাম্ফ' পড়েননি।অভিবাসীদের আক্রমণের জন্য তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে মঙ্গলবার ট্রাম্প এ কথা বলেছেন।তবে সমালোচনার মুখে পড়েও ট্রাম্প অভিবাসীদের বিরুদ্ধে তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বিগুণ করেছেন।

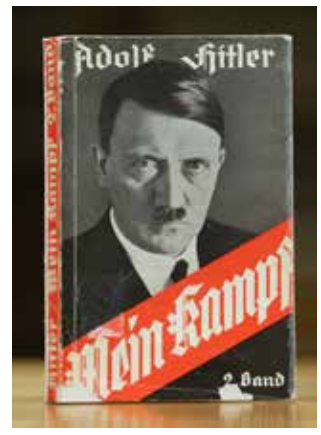

ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যে এক সমাবেশে বলেছেন, 'এটা সত্য যে তারা আমাদের দেশের রক্তকে দূষিত করছে। এটাই তারা করছে। তারা আমাদের দেশকে ধ্বংস করছে।'

ট্রাম্প সপ্তাহান্তেও একই মন্তব্য করেছিলেন। তার এ ধরনের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

ট্রাম্পের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফ্যাসিস্ট ও সহিংস শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করার জন্য অভিযুক্ত করেন। এছাড়া ট্রাম্প তার রাজনৈতিক বিরোধীদের 'কীট' হিসেবে অভিহিত করায় তাকে হিটলারের কথার প্রতিধ্বনির জন্য গত মাসে অভিযুক্ত করেছিলেন বাইডেন।

ট্রাম্প অবশ্য হিটলারের সাথে তাকে মেলানোর বিষয়টি মঙ্গলবার রাতে প্রত্যাখ্যান করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি কখনই মাইন ক্যাম্ফ পড়িনি।'

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে পরাজিত করেছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন। ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারো এই দু'জন মুখোমুখি হতে পারেন। ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাওয়ার দৌড়ে ট্রাম্প স্পষ্টভাবে এগিয়ে আছেন।

এদিকে ট্রাম্পের এসব বক্তব্য রিপাবলিকান দলের নেতাদেরও অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছে। শীর্ষ রিপাবলিকান সিনেটর মিচ ম্যাককনেল প্রকাশ্যে ট্রাম্পের মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন।

ট্রাম্প তার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারকালে ২০১৫ সালে বলেছিলেন, মেক্সিকো থেকে আসা অভিবাসীদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে অপরাধী ও ধর্ষক প্রবেশ করছে।

পরে তিনি অভিবাসী ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো সীমান্তে বিশাল প্রাচীর নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সীমান্তে শত শত কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর তৈরিও করা হয়েছে। তবু যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী আসা বেড়েই চলছে।

বাইডেনের সমর্থন তলানিতে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ১০ জনে তিনজন তথা ৩১ শতাংশ ভোটার বিশ্বাস করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাদের অর্থনীতির জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন না। অন্যদিকে মাত্র ৩৪ শতাংশ ভোটার প্রেসিডেন্টের সার্বিক কাজে সন্তুষ্ট। ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর তার জনপ্রিয়তা ছিল ৬১ শতাংশ।

সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে এমন তথ্যই উঠে এসেছে।জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬৫ শতাংশই মনে করে বাইডেনের পদক্ষেপ অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রার্থিতা বিবেচনায়ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকে জনপ্রিয়তায় পিছিয়ে আছেন বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি এবং অভিবাসন সংকটে ভুগছে। জরিপ বলছে, মাত্র ২৬ শতাংশ মানুষ বাইডেনের অভিবাসন নীতি নিয়ে সন্তুষ্ট। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ২৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মোটামুটি সন্তুষ্ট। যুক্তরাষ্ট্র যে অর্থনৈতিক সংকটে আছে, সে চিত্রও উঠে এসেছে জরিপে। শতকরা ৪৪ জন বলছে তারা নির্বিঘ্নে জীবন নির্বাহ করতে পারছে না।

মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জরিপটির প্রধান নির্বাহী প্যাট্রিক মুরে বলছেন, করোনা-পরবর্তী সময় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সংকটে ভুগছে। সম্প্রতি এ সংকট তীব্রতর হয়েছে। দেশটির মাত্র ১২ শতাংশ নাগরিক তাদের জীবনধারার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করেছে জরিপে। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও পিছিয়ে আছেন জরিপে।

জরিপে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজন মনে করে তাদের রাজনীতিকরা সঠিক পথে আছেন। এটা গত বছরের চেয়ে প্রায় ৮ শতাংশ পয়েন্ট কম। অন্যদিকে তারা ভুলপথে আছেন বলে মনে করে ৬৯ শতাংশ মানুষ।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে যেতে রাজি হননি বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাইডেন রাজি হননি। বাইডেনের পরিবর্তে দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সম্মত হয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখো।

আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো দিল্লিতে এবারও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে। দেশজুড়ে পালিত হবে ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস। গত জুলাইয়ে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফ্রান্সের জাতীয় দিবস অর্থাৎ বাস্তিল দিবস উদ্যাপনে অতিথি হয়েছিলেন তিনি।

সেপ্টেম্বরে দিল্লি থেকে ঘুরে গিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাঁখো। জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বৈঠকও হয়েছিল।

পরে মোদি জানান, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের সময় *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

নিকারাগুয়া, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস ও এল সালভাদরের ১৪ নাগরিককে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: দুর্নীতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগে মধ্য আমেরিকার চার দেশের ১৪ ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশগুলো হলোর্ডুনিকারাগুয়া, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস ও এল সালভাদর। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তদের মধ্যে চারজন নিকারাগুয়ার, চারজন গুয়েতেমালার, তিনজন হন্ডুরাসের ও তিনজন এল সালভাদরের। বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া ১৪ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণের অভিযোগ আনা হয়েছে। তালিকাভুক্ত এসব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়া ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই ১৪ জনের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড স্টেটস-নর্দার্ন ট্রায়াঙ্গেল এনহেঞ্চড এনগেজমেন্ট অ্যাক্টের ৩৫৩ নম্বর ধারায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তারা সবাই জেনেশুনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠানকে অবমূল্যায়ন করেছেন ও উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছেন। পাশাপাশি গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া ও এল সালভাদরে দুর্নীতির তদন্তে বাধা দিয়েছেন।

১২ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা ও গণতন্ত্রবিরোধী সহিংস কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন্ডুরাসের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় নিহত আমেরিকানের মৃত্যুর খবরে মর্মাহত বাইডেন

হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় নিহত আমেরিকানের মৃত্যুর খবরে মর্মাহত বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের গত ৭ অক্টোবর চালানো হামলায় গ্যাড হাগাই নামের এক মার্কিন নিহত হয়েছেন। এ খবর শোনার পর ঘটনাটিকে 'হৃদয়বিদারক' বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গতকাল শুক্রবার তিনি এ কথা বলেন।

হাগাই ইসরায়েলি বংশোদ্ভূত আমেরিকান। তাঁর বয়স ৭৩ বছর। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, হামলার পরে হামাস স্ত্রীসহ তাঁকে জিম্মি করেছে। হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, '৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় মার্কিন নাগরিক গ্যাড হাগাই নিহত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এ খবর শুনে আমি ও জিল বাইডেন মর্মাহত। আমরা গ্যাড হাগাইয়ের স্ত্রী জুডিথ ওয়েনস্টেইন যাতে নিরাপদে ফিরতে পারেন, সে জন্য প্রার্থনা করছি।'

ইসরায়েলি গণমাধ্যম হারেৎজের খবর অনুসারে, হাগাইয়ের স্ত্রী জুডিথকে গাজায় এখনো জিম্মি করে রাখা হয়েছে।

বিবৃতিতে বাইডেন বলেন, 'আজ আমরা হাগাইয়ের চার সন্তান, সাত নাতি-নাতনি ও অন্য প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করছি।'

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তবর্তী শহর কিবুতজিমে ও একটি সংগীত উৎসবে হামলা চালায় হামাস। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

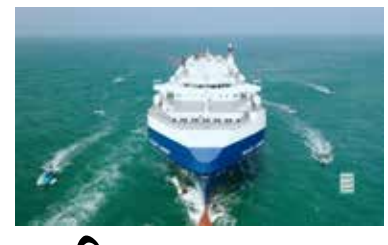

লোহিত সাগরে জাহাজে হুতিদের হামলায় ইরান জড়িত বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনায় ইরান 'ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত' বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের দাবি, জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করতে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের জন্য ইরানের গোয়েন্দা তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

গত শুক্রবার ২২ ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এসব কথা বলা হয়েছে। তবে লোহিত সাগরে জাহাজে হুতিদের হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা ইরান অস্বীকার করেছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত শুরুর পর থেকে হুতি *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জামাল খাসোগির স্ত্রীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটের ভেতর খুন হওয়া সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগির স্ত্রী হানান এলাতর। ২০১৮ সালের অক্টোবরে খুন হন জামাল খাসোগি। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের ধারণা, এই হত্যার পেছনে সৌদি আরবের যোগসাজশ রয়েছে। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত খাসোগির স্ত্রী হানান এলাতর ২০২০ সালের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখেছে, গত ২৮ নভেম্বর হানান এলাতরকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমরা জয়ী হয়েছি। তারা জামালের জীবন কেড়ে নিয়েছে, আমার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা জয়ী হয়েছি।'

হানান এলাতর যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

‘বিজয়’ পাওয়ার ৫২ বছরে কী পেল বাংলাদেশ?

পরিচয় ডেস্ক: বিজয় বা স্বাধীনতার ৫২ বছরে কি পেল বাংলাদেশ? শনিবার বাংলাদেশের ৫৩ তম বিজয় দিবস উদযাপনের পর এমনই প্রশ্ন উঠছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না পেলেও নিঃসন্দেহে কমেছে দারিদ্র্যের হার। গড় আয়ু, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ছাড়াও অর্থনীতির নানা সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে এই দেশটি। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে হাসিনা সরকার। তবে আগামী বছর থেকে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য ও দুর্নীতি কমানোই বড় চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, করোনা মহামারি আর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মতো বৈশ্বিক সংকট সামাল দিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ঠিকই ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, আর্থ-সামাজিক খাতে উন্নতি করেছে এই দেশ। গত এক দশকে অর্থনীতির বেশ কিছু সূচকেই এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ। এই ধারা অব্যাহত রাখতে হিংসা ও ধ্বংসের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ব্যক্তিগত দুর্নীতি উন্নয়নের বড় বাধা বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। তবেই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্থানে পৌঁছতে পারবে।

হাসিনা সরকারের দাবি, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ। তবে সেটা ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে বলেও দাবি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের। হাসিনা সরকারের মুখপাত্র ও আওয়ামী লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, “মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে বাংলাদেশ পেয়েছি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তা এগিয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ছি। আগামী দিনে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।” ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, “একটা ভিশন নিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তবে অগ্রগতি-সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ। দেশে যে অপশক্তি নির্বাচনের বিরোধিতা করছে ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরা শুধু সাম্প্রদায়িকতা কায়েম করতে চায় না, দেশের রাজনীতি ধ্বংস করাই এদের মূল লক্ষ্য।” এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করে হাসিনা সরকার ও আওয়ামী লিগের তরফে তিনি বলেন, “এই অপশক্তিকে রুখব এটাই আজকের দিনের অঙ্গীকার। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি-বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করব,পরাজিত করব।”

প্রসঙ্গত, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলির একটি। নানা সময়ে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নানা উদ্যোগে বিজয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশের মাথাপিছু আয় ৯৪ থেকে বেড়ে ২৭৮ ডলারে উন্নীত হয়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছাড়ায় নয় শতাংশ।

এবার বিজয়ের ৫৩ বছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৭৬৫ ডলার। মোট জাতীয় উৎপাদনের লক্ষ্য ৭.৫০ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই দেশ এখন ধারাবাহিক উন্নয়নের পথে। এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পদ্মা সেতু, বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল, টানেল-সহ অত্যাধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ হয়েছে, এমনকি মেট্রোরেলের যুগে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশ।

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের কাঁদিপুর অংশে কাঁটাতারের পাশে মৌমাছি চাষ শুরু হয়েছে

ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সীমান্ত পাহারা দিতে মৌমাছি মোতায়েন করছে ভারত

ভারতীয় সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলেই ছুটে আসবে এক ঝাঁক মৌমাছি। সেনা জওয়ানদের পাশাপাশি এবার ‘প্রশিক্ষিত’ মৌমাছিদের সীমান্ত পাহারায় কাজে লাগানোর কথা ভাবছে বিএসএফ। টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে।

বিএসএফের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এই ব্যবস্থার মহড়া চলছে এখন। সফল হলে পুরোপুরিভাবে তা চালু হবে সীমান্তে। এই প্রথম বাংলাদেশ সীমান্তে মৌমাছির বাক্স বসিয়ে ‘জৈব প্রতিরক্ষা’ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে বিএসএফ।

ভারতের নদিয়ায় ২২২ কিলোমিটারজুড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। ওই গোটা এলাকাই এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে বিএসএফ। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনের পর স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করবে চীন বললেন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন

পরিচয় ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বাইরে শান্তি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার বিষয়ে নতুন সরকারের সঙ্গে চীন জোরালোভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ‘বাংলাদেশে চীনের ভাবমূর্তি’ বিষয়ে পরিচালিত একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে চীনা রাষ্ট্রদূত এমনটি জানান।

নির্বাচনের পর বাংলাদেশে তিস্তা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়েও চীন কাজ শুরু করতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ‘সেন্টার ফর অলটারনেটিভস’ স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন।

৩২ জেলায় বিভিন্ন বয়সের পাঁচ হাজার নারী-পুরুষের মধ্যে এ বছর সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়। এর মধ্যে ৮১ ভাগ উত্তরদাতার বয়স ছিল ১৫ থেকে ৩৪ বছর। আর উত্তরদাতাদের ৬৮ ভাগ ছিলেন পুরুষ। ৩২ ভাগ নারী। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৬৪ ভাগের বেশি মানুষ কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী। আর ২১ ভাগ উচ্চমাধ্যমিক পাস। এর আগে একই ধরনের প্রথম সমীক্ষাটি পরিচালিত হয় ২০২২ সালে।

এবারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অধিকাংশ মানুষ মনে করেন তিস্তা নদীর পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান ও বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার বাড়াতে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর ৮৬ ভাগ মানুষ মনে করেন চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকটি সবচেয়ে গুরুত্ববহ। দুই দেশের সম্পর্কে সামরিক খাতেরও গুরুত্ব আছে বলে মনে করেন প্রায় ৪৯ ভাগ লোক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও চীনের গুরুত্ব আছেড়ে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

আসন্ন নির্বাচনে দিল্লির প্রভাবে উদ্বিগ্ন জনগণ বললেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভী

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, অতীতের তিনটি নির্বাচনের মতই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিল্লির প্রকাশ্য প্রভাবে বাংলাদেশের জনগণ উদ্বিগ্ন। শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) বিকালে এক ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

রুহুল কবির রিজভী দাবি করেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসছে দিল্লিতে। বাংলাদেশের নাগরিকদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ বাংলাদেশের নাগরিকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ারই অংশ। যা বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক নয়।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, ভারতীয় কূটনীতিকরা বাংলাদেশে এসে প্রকাশ্যে শেখ হাসিনার একতরফা ডামি নির্বাচনের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন। বিএনপিসহ অধিকাংশ দলবিহীন নির্বাচনে তারা সমর্থন দিচ্ছেন। দিল্লি থেকে বলা হচ্ছে, তারা বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা চান। তার মানে গণতন্ত্র তাদের কাছে এখন অপাংক্তেয়।

রিজভী বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মত দেশটির গণমাধ্যমে বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকেরা যে সব মতামত প্রকাশ করছেন, তা প্রায় সবই তাদের সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। সেখানকার পত্রিকায় লেখা হচ্ছে, মোদীর কৌশলে বাজিমাত করতে সক্রিয় শেখ হাসিনা। আরও বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, তারা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি বহুমত ও সহনশীলতার নীতিকে অগ্রাহ্য করে প্রতিবেশী দেশের স্থিতিশীলতা, অন্য কথায় বর্তমান সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকাকে অপরিহার্য গণ্য করছেন গণতন্ত্রকে বর্জন করে। এক্ষেত্রে স্থিতিশীলতার বাংলা হল স্বৈরতন্ত্র। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিএনপিকে নির্মূলে আমরা বদ্ধপরিকর বললেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, আজকে দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে হাঁটে মাঠে-ঘাটে সব জায়গায় আজ নির্বাচনের আলোচনা। নির্বাচনের ঝড় এখন সমগ্র বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেছে। বিএনপির শত শত নেতা আজকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের নির্বাচন বর্জনের যে ডাক সেটি ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এখন তারা দেশে আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা করছে।

শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া ও *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে না রাশিয়া বললেন রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মান্টিটস্কি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আমেরিকা ও রাশিয়ার রাজধানী থেকে পাল্টাপাল্টি মন্তব্য করে চলেছে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়া কোনো প্রতিযোগিতা করছে না বলে দাবি করেছেন ঢাকায় দেশটির রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মান্টিটস্কি।

গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ঢাকার গুলশানে রাশিয়ার দূতাবাসে ১৯৭২ সালে তৎকালীন সোভিয়েত নৌবাহিনীর দুই সদস্য ভিটালি গুবেঙ্কো ও আলেক্সান্ডার জালতুস্কির ঢাকা সফর উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। সোভিয়েত নৌবাহিনীর এই দুই সদস্য চট্টগ্রাম বন্দর মাইনমুক্ত করার কাজে অংশ নিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে মস্কোয় রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা যে মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত মান্টিটস্কি বলেন, ‘এখানে প্রভাব বিস্তারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমরা (রাশিয়া) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। আমরা শুধু এটাই বলেছি যে, দেখো তারা (আমেরিকা) কী করেছে ও কী করছে।’

এ বিষয়ে মান্টিটস্কি আগেও কথা বলেছেন বলে জানান। মারিয়া জাখারোভা ১৫ ডিসেম্বর বলেন, আমেরিকা ‘আরব বসন্তের’ মতো বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করতে পারে।

রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘দশ বছর আগে ইউক্রেনে কী হয়েছিল, মস্কোতে মুখপাত্র তাঁর বিবৃতিতে সেই তুলনা ঢাকায় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

‘বিএনপি আগুন নিয়ে খেলে’, সিলেটের জনসভা থেকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করলেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। এ দিন সিলেটে মাদ্রাসার মাঠে আওয়ামি লিগের নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল বলে দাবি আমিয়ামি লিগের। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে এই জনসভা থেকে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি-কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন শেখ হাসিনা। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের একাধিক হিংসাত্মক ঘটনার জন্য বিএনপি-কে দায়ী করেছেন তিনি। বলেছেন, “বাংলাদেশে সব ধরনের নাশকতায় বিএনপি জড়িত। এ বিষয়ে সব তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।”

বুধবার (২০ ডিসেম্বর) বিকালে সিলেটের জনসভা থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, “বিএনপি আগুন নিয়ে খেলে। তারা জানে না আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়।” বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “লন্ডনে বসে হুকুম দিয়ে মানুষকে দিয়ে মানুষ পোড়ায়। নাশকতা করে দেশ ধ্বংস করতে চায়। সে উদ্দেশ্য সফল হবে না।” ৩৫ মিনিটের বক্তৃতায় তাঁর সরকার এবং অতীতে বিএনপি-র সরকারে তুলনা টেনে হাসিনা বলেছেন, “দেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা দিয়েছে আমার সরকার। কিন্তু বিএনপি বারবার সংবিধান লঙ্ঘন করে এবং জাতির পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতায় থেকেছে দীর্ঘদিন। দেশের জন্য কোনও কাজ করেনি। ক্ষমতায় থেকে শুধু ভোগ-বিলাস করেছে।”

এর আগে নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে সিলেটে যান। দুপুরে হযরত শাহজালাল ও শাহপরান (রহ.) মাজার জিয়ারত করেন। সিলেট সার্কিট হাউসে কিছুক্ষণ থাকার পর বিকালে জনসভা মঞ্চে পৌঁছন।

দেশজুড়ে বিভিন্ন নাশকতার ঘটনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ছিল সিলেটজুড়ে। সিলেটের একাধিক বাজার সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ট্রেনের আগুনে প্রাণহানি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চায় জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি চলন্ত ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মা ও তার শিশুসহ চারজনের প্রাণহানির ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছে জাতিসংঘ। গত ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফেন ডুজারিক এ কথা বলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি মনে করি, কারা এ হামলা চালিয়েছে তা শনাক্ত করতে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব।’ একই সঙ্গে অগ্নিসংযোগের হামলায় নিহতদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ‘দ্রুত’

উদ্ধার কাজ চালিয়েছে। নাশকতার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন দুজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, তদন্তে দেখা গেছে, এ কাজ পূর্বপরিকল্পিত ছিল, এই মারাত্মক ঘটনার পরিকল্পনা করার জন্য সভা করেছিল। আসন্ন নির্বাচন ও দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এ নাশকতা রাষ্ট্র ও জনগণের ওপর সরাসরি হামলা।

এক প্রশ্নের জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন, তারা বাংলাদেশে ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন, যেখানে জনগণ কোনো ধরনের ভয়ভীতি ছাড়াই ভোট দিতে পারবে। তিনি বলেন, ‘অবশ্যই নির্বাচনের পর আমাদের কিছু বলার আছে; কিন্তু আমাদের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে।’

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতার বিরুদ্ধে ‘দৃঢ় অবস্থান’ নিয়েছে। গতকাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এসব চ্যালেঞ্জ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ও আরব বসন্ত নিয়ে যা বলছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সমর্থনের বিষয়টি আবারো পুনর্ব্যক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি আবারো ব্যক্ত করা হয়। ব্রিফিংয়ে সম্প্রতি ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি ও বাংলাদেশে আরব বসন্তের মতো পরিস্থিতি হতে পারে বলে রাশিয়ার অভিযোগের বিষয়টিও উঠে আসে। ব্রিফিংয়ে এক ব্যক্তি বলেন, আমি দু'টি প্রশ্ন করব, এর মধ্যে একটি বাংলাদেশ সম্পর্কে। ১৯ ডিসেম্বর ঢাকাগামী একটি এক্সপ্রেস ট্রেনের তিনটি বগিতে দুর্বৃত্তরা অগ্নিসংযোগ করলে এক নারী ও তিন বছরের শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছে। বাইডেন প্রশাসন কি এই ধরনের অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

‘একতরফা নির্বাচন দেশে সংকট ও বিপর্যয় ডেকে আনবে’ -আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির মতো বড় রাজনৈতিক দল অংশ না নেওয়ায় দেশে আবারও একটি একতরফা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ফলাফল নির্ধারিত হচ্ছে আসন ভাগাভাগির মাধ্যমে। এর ফলে যে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে, সে জায়গাটা দখল করে নিতে পারে উগ্র ধর্মান্ধরা। এটা দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। এ ছাড়া একতরফা ভোটের কারণে উন্নয়ন অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও শীতল হবে এবং দেখা দেবে সংকট।

গত ২০ ডিসেম্বর বুধবার ঢাকার একটি হোটেলে আয়োজিত ‘ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ: নির্বাচন, অর্থনীতি এবং বহিঃসম্পর্ক’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

লেটস টক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কাছে পেয়ে যা জানতে চাইলেন তরুণরা

চেঞ্জমেকার, ইনফ্লুয়েন্সার, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশ গঠনে কাজ করে যাওয়া তরুণদের মুখোমুখি হয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) আয়োজিত লেটস টক অনুষ্ঠানে শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি এবং তরুণদের নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ বিষয়ে কথা বলেন। এ সময় তরুণ *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনে নেই, ভোটের হার কমানোয় আছে বিএনপি

হারুন উর রশীদ স্বপন: আওয়ামী লীগসহ যেসব দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে টানতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। অন্যদিকে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে না যাবার সিদ্ধান্তে অটল বিএনপি এবং অন্য কিছু দলও মাঠে আছে, তবে তারা আছে অন্যভাবে।

নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি বাড়াতে নির্বাচন কমিশনও মাঠে নেমেছে। রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রশাসন ও জন প্রতিনিধিদের এজন্য কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের কণ্ঠে বিপরীত সুর। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, “৭ তারিখের নির্বাচন তো আগেই হয়ে গেছে। ভাগ করা হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি কোনো ভোটার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

২০২৪ সালেও বাংলাদেশ ২৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাবে বলেছে বিশ্বব্যাংক

রেমিট্যান্সপ্রাপ্তিতে বিশ্বে ৭ম বাংলাদেশ, শীর্ষে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়প্রাপ্তিতে শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে ৭ম অবস্থানে থাকবে বাংলাদেশ। এ বছরে শেষে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। আগামী বছরও একই পরিমাণ রেমিট্যান্স পেতে পারে বাংলাদেশে।

বিশ্বব্যাংক ও নোমাডের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ ৩৯-এ এসব তথ্য উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে, চলতি বছর দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে এখন ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। প্রতিবেদন বলছে, ২০১৫ সালের বাংলাদেশ রেমিট্যান্স পেয়েছিল ১৫ বিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ ২০২২ সালে পেয়েছে ২১.৫ বিলিয়ন ডলার। বছরে শেষে জিডিপির অনুপাতে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স দাঁড়াবে ৫.২ শতাংশে।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৩ সালের শেষেও বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। রেমিট্যান্সের উৎস হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে সৌদি আরব। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড ১২.৪৬ লাখ কর্মী বিদেশে গেছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১১.৩৫ লাখ। কর্মী রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হলেও বিগত দুই পঞ্জিকাবর্ষে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ২২ বিলিয়ন ডলারের আশপাশেই আটকে ছিল।

বৈশ্বিক ঋণদাতা সংস্থাটি পূর্বাভাস দিয়েছে যে আগামী বছর উপসাগরীয় দেশগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। এই দেশগুলো আবার বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক থাকতে পারে। পাশাপাশি তেলের দাম কম হওয়ায় ২০২৪ সালে ওই দেশগুলোতে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুসারে, চলতি বছর শেষে বিশ্বব্যাপী মোট প্রবাসী আয় বেড়ে ৮৬০ বিলিয়ন হবে, যা আগের বছরের চেয়ে ৩ শতাংশ বেশি।

২০২৩ সালের রেমিট্যান্সপ্রাপ্তিতে প্রথম স্থানটি থাকবে ভারতের দখলে। এ বছর দেশটি ১২৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেতে পারে।আর রেমিট্যান্সপ্রাপ্তিতে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে মেক্সিকোড়দেশটি এ বছর মোট ৬৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেতে

পারে। ৫০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়ে এ বছর তৃতীয় স্থানে থাকবে চীন। ফিলিপাইন থাকবে চতুর্থ স্থানে, দেশটি পাবে ৪০ বিলিয়ন ডলার।

রেমিট্যান্সপ্রাপ্তিতে এ বছর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে থাকবে মিসর ও পাকিস্তান। দুটি দেশই এবার ২৪ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাবে। ২৩ বিলিয়ন ডলার নিয়ে রেমিট্যান্সপ্রাপ্তিতে ৭ম স্থানে থাকবে বাংলাদেশ। আর নাইজেরিয়া, গুয়েতেমালা ও উজবেকিস্তান যথাক্রমে ২১ বিলিয়ন, ২০ বিলিয়ন ও ১২.৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স নিয়ে অষ্টম, নবম ও দশম স্থানে থাকবে। - টিবিএস

২০২৪ সালেও বাংলাদেশ ২৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাবে বলেছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। আগামী বছরও বাংলাদেশে একই পরিমাণ রেমিট্যান্স পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি।

গত সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ব্রিফ অনুসারে, সাম্প্রতিক ব্যালান্স অভ পেমেন্ট সংকটের কারণে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এতে বলা হয়েছে, মুদ্রার অবমূল্যায়ন এবং বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা নীতির কারণে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার প্রবাসীরা কালোবাজারের সুবিধা নিতে এবং অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করতে উৎসাহিত করেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,২০২৩ সালে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩ বিলিয়ন ডলার থাকবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুসারে, ২০২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড ১২.৪৬ লাখ কর্মী বিদেশে গেছে। গত বছরে এ সংখ্যা ছিল ১১.৩৫ লাখ।

কর্মী রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হলেও বিগত দুই পঞ্জিকাবর্ষে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ২২ বিলিয়ন ডলারের আশপাশেই আটকে ছিল।

বৈশ্বিক ঋণদাতা সংস্থাটি পূর্বাভাস দিয়েছে যে আগামী বছর উপসাগরীয় দেশগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে পরিবার প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ বেড়েছে জানালো বিবিএস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পরিবারগুলোর গড় ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। ৭ বছরে ঋণ বেড়েছে ৩৬ হাজার ২৩৭ টাকা। যা দ্বিগুণেরও কাছাকাছি।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়। এতে বলা হয়, ২০২২ সালে দেশের পরিবারগুলোর গড় ঋণ দাঁড়িয়েছে ৭৩ হাজার ৯৮০ টাকায়। ২০১৬ সালে এ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭ হাজার ৭৪৩ টাকা। এরমধ্যে ২০২২ সালে গ্রামাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ ৪৪ হাজার ১১১ টাকা ও শহরাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৫৬ টাকা। আর ২০১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার ৩৩২ টাকা ও শহরাঞ্চলে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৯ হাজার ৭২৮ টাকা।

এদিকে বর্তমানে দেশের পরিবারপ্রতি মাসিক গড় আয় ৩২ হাজার ৪২২ টাকা, যা ২০১৬ সালে ছিল ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। এতে ৭ বছরে দেশের পারিবারিক গড় আয় বেড়েছে ১৬ হাজার ৪৩৪ টাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে প্রতিটি *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

রেমিট্যান্স পাঠানো নিয়ে প্রবাসীদের জন্য বড় সুখবর

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানো নিয়ে বড় সুখবর দিয়েছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। প্রবাসীরা যেন অল্প সময়ে তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠাতে পারেন, সেজন্য রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হয়েছে।

জানা গেছে, দেশি অনলাইন পেমেন্ট সেবাদাতা সংস্থা বা অনলাইন পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারগুলো (পিএসপি) বিদেশে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করতে পারবে। ওইসব রেমিট্যান্স সংশ্লিষ্ট পিএসপি রেমিট্যান্সের সুবিধাভোগী গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তর করতে পারবে। তবে তারা কোনো টাকা উত্তোলন করতে পারবে না। শুধু স্থানান্তর করতে পারবে।

গত মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

মাথাপিছু মাসিক গড় আয় বেড়েছে ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। ৭ বছরে আয় বেড়েছে ৩ হাজার ৬৭৪ টাকা। যা দ্বিগুণেরও কাছাকাছি।সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা যায়।এতে বলা হয়, দেশে একজন মানুষের মাসিক গড় আয় ৭ হাজার ৬১৪ টাকা। ৭ বছরের ব্যবধানে এই আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০১৬ সালে একজন মানুষের গড় আয় ছিল ৩ হাজার ৯৪০ টাকা।

এরমধ্যে ২০২২ সালে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু মানুষের গড় আয়ের পরিমাণ ৬ হাজার ৯১ টাকা ও শহরাঞ্চলে মাথাপিছু গড় আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৯৫১ টাকা। আর ২০১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু মানুষের গড় আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ২৬১ টাকা ও শহরাঞ্চলে মাথাপিছু গড় আয়ের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার ৭৫২ টাকা।

এদিকে বর্তমানে দেশের পরিবারপ্রতি মাসিক

গড় আয় ৩২ হাজার ৪২২ টাকা, যা ২০১৬ সালে ছিল ১৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। এতে ৭ বছরে দেশের পারিবারিক গড় আয় বেড়েছে ১৬ হাজার ৪৩৪ টাকা।

বর্তমানে দেশের শহরাঞ্চলে প্রতিটি পরিবারের গড় মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার ৭৫৭ টাকায়। গ্রামাঞ্চলে এ আয় ২৬ হাজার ১৬৩ টাকা। শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের আয় বৈষম্য ১৯ হাজার ৫৯৪ টাকা। ২০১৬ সালে শহরাঞ্চলে পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল ২২ হাজার ৬০০ টাকা। গ্রামাঞ্চলে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ৩৯৮ টাকা।

বিগত ৭ বছরের তুলনায় আয় যেমনি বেড়েছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যয়ের পরিমাণও। বর্তমানে দেশের পরিবারগুলোর মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ ৩১ হাজার ৫০০ টাকা। ২০১৬ সালে এ ব্যয় ছিল ১৪ হাজার ১৫৬ টাকা।

অর্থাৎ ৭ বছরের ব্যবধানে দেশের পরিবারগুলোর গড় ব্যয়ের পরিমাণ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে আইএমএফ'র নতুন কৌশল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ডলারের বাজার স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নতুন কৌশল দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। যা বিদেশি মুদ্রা বাজারকে হুট করে অস্থির না করে মধ্যবর্তী দরে বিনিময় হবে। যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশকে দেয়া এক প্রতিবেদনে 'ক্রলিং ব্যান্ড' কৌশলের ধারণা দিয়েছে আইএমএফ। মূলত, দেশে ডলারের দর ঘোষণা করে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন (বাফেদা) এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি)। এতে মধ্যস্থতা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু তাদের দেয়া ঘোষণার সাথে বাজারে মিল থাকে খুব কম।

সর্বশেষ প্রতি ডলারে ১ টাকা কমিয়ে রপ্তানি ও রেমিট্যান্সে ১০৯ টাকা ৫০ পয়সা এবং আমদানিতে ১১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অথচ অনেক ব্যাংক বিদেশি এক্সচেঞ্জ হাউস থেকে ডলার কিনছে ১২০ টাকার বেশি দামে। ফলে ঋণ নিয়ে আলোচনার শুরু থেকেই ডলারের বিনিময় হার নমনীয় করার পরামর্শ দিচ্ছে আইএমএফ।

এদিকে মূল্যস্ফীতির ওপর নতুন চাপের ভয়ে ধীরে চলো নীতিতে হাঁটছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তবে আইএমএফের দেয়া এই পদ্ধতির সুফল পেয়েছে, চিলি, *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতিসহ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন অংশীদার

পরিচয় ডেস্ক: স্বাধীনতার পরপরই বিধ্বস্ত অবকাঠামোসহ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে এবং এভাবে ২০৪১ সালের মধ্যেদ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে।

এই দীর্ঘ যাত্রায় জাতীয় বাজেটের আকার এবং পরবর্তীকালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকারের উচ্চ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতার কারণে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা-উত্তোর বঙ্গবন্ধু সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন যেখানে মোট ব্যয় ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা এবং এডিপি'র আকার ছিল ৫০১ কোটি টাকা। সময়ের সাথে সাথে এবং নীতিগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমান অর্থবছরে বাজেটের আকার ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে যার এডিপি'র আকার মোট ২,৬৩,০০০ কোটি টাকা।

স্বাধীনতার পর থেকে এই দীর্ঘ উন্নয়ন যাত্রায় বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের অবদান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যেখানে বিশ্বব্যাংক একটি প্রধান উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে অবিচল রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পরপরই বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্র। কিন্তু আজ এটি দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি। মাথাপিছু জিডিপি ২০ গুণ বেড়ে ১৯৭১ সালের ১২৮ ডলার থেকে ২০২২ সালে ২,৭৪২.৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে অতি দরিদ্র হার ২০১৬ সালে ৯.০ থেকে ২০২২ সালে ৫.০ শতাংশে নেমে এসেছে (আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা দৈনিক ২.১৫ ডলার আয়ের ওপর ভিত্তি করে)। যা লাতিন

আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর সাথে তুলনীয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার গড় থেকে ভালো।

একই সময় বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন রূপকল্প অর্জনে সহায়তা করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইডিএ) মাধ্যমে বাংলাদেশকে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার অনুদান বা রেয়াতমূলক অর্থায়নে ঋণ প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; বর্তমানে চলমান ১৬.৪৬ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতিতে মোট ৫৭টি সক্রিয় প্রকল্পের সাথে যুক্ত রয়েছে, বাংলাদেশে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় আইডিএ প্রোগ্রাম রয়েছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বৈদেশিক তহবিল প্রদানকারীও হয়েছে, যা সমস্ত সেক্টরে বিস্তৃত হস্তক্ষেপে সমস্ত বৈদেশিক সহায়তার এক চতুর্থাংশেরও বেশি প্রদান করে।

এই অংশীদারিত্বের বিষয়ে মন্তব্য করে পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বাসসকে বলেন, বিশ্বব্যাংক স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের একটি প্রধান বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী।

তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ভিত্তিক ঋণদানকারী সংস্থাটি বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে আসছে। 'আশা করি তারা আগামী দিনে আমাদের প্রতি সমর্থন বাড়াবে'।

মান্নান আরো বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন খাতে চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক ছাড়াও এডিবি, জাইকা, কোইকা-এর মতো অনেক ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ ও অনুদান নিচ্ছে।

বাংলাদেশ ও ভুটানে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আবদৌলায়ে সেক বলেন, বিশ্বব্যাংক স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের প্রথম উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে ছিল। বিশ্বব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশকে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার অনুদান, সুদমুক্ত এবং রেয়াতি ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের বৃহত্তম বৈদেশিক তহবিল সরবরাহকারী। দেশটির প্রাপ্ত মোট বৈদেশিক সাহায্যের এক চতুর্থাংশেরও বেশি প্রদান করে বিশ্বব্যাংক। বর্তমানে ৫৭টি প্রকল্পে ১৬.৪৬ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতিসহ বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের বৃহত্তম আইডিএ প্রোগ্রাম রয়েছে। প্রযুক্তিগত একটি শক্তিশালী প্রোগ্রামের মাধ্যমে, বিশ্লেষণাত্মক এবং আর্থিক সহায়তায় আমরা বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের অবস্থান অর্জনে সহায়তা করছি।'

বিশ্বব্যাংকের মতে- এটি নারীর ক্ষমতায়নের উপর দৃঢ় মনোযোগ দিয়ে মানব ও সামাজিক উন্নয়ন এবং দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির মতো খাতে বিদ্যুতের সুবিধাসহ অবকাঠামো, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সাথে একটি রূপান্তরমূলক এবং প্রভাবশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

এক যুগে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ বেড়েছে তিন গুণের বেশি জানালো বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: গত বছর বিশ্বের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর (এলএমআইসি) মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ৩ দশমিক ৪ শতাংশ কমলেও বাংলাদেশের বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। ওই প্রতিবেদনের হিসেব অনুযায়ী, ১২ বছরে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

গত ১৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেট রিপোর্ট বা বৈশ্বিক ঋণ প্রতিবেদন ২০২৩-এর তথ্যানুসারে, ২০২২ সাল শেষে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ

দাঁড়িয়েছে ৯৭ দশমিক শূন্য ১২ বিলিয়ন বা ৯ হাজার ৭১২ কোটি ডলারে; ২০২১ সালে যা ছিল ৯১ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন বা ৯ হাজার ১৪৭ কোটি ডলারের বেশি। সেই হিসাবে এক বছরে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশের বেশি।

বাংলাদেশকে ঋণ দেওয়া দাতা সংস্থাগুলোর শীর্ষে রয়েছে বিশ্ব ব্যাংক। গত বছর সংস্থাটি বাংলাদেশকে মোট বৈদেশিক ঋণের ২৭ শতাংশ দিয়েছে। আর দাতা দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জাপান। দেশটি বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের ১৫ শতাংশ দিয়েছে।

প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপে বলা হয়, ২০২১ সালে বিশ্বের এলএমআইসি দেশগুলোর মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ছিল ৯ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন বা ৯ লাখ ৩০ হাজার কোটি ডলার। ২০২২ সালে সেই ঋণের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৯ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

'৪৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দ্বিতীয় প্রবৃদ্ধির দেশ'-মাস্টারকার্ড ইকোনমিক্স ইনস্টিটিউট

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক সংস্থা মাস্টারকার্ড ইকোনমিক্স ইনস্টিটিউট-- এমইআই 'ইকোনমিক আউটলুক-২০২৪' তে উঠে এলো বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক গল্প। সংস্থাটি পূর্বাভাস বলছে, আগামী বছর বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ৪৬টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। তাদের হিসাবে, আসন্ন বছর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। যা তাদের তালিকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশের ওপরে থাকবে কেবল ভারত। দেশটির প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এ ছাড়া তৃ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নতুন বছরে চ্যালেঞ্জের মুখে বাংলাদেশের পোশাক খাত!

পরিচয় ডেস্ক: আগামী বছর তৈরি পোশাক রফতানিতে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেভাবে ধীরে চলো নীতিতে ক্রয়াদেশ দিচ্ছেন ক্রেতারা, তা ভোগাবে বছরজুড়ে। উদ্যোক্তারা এমন শঙ্কার কথা জানালেও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) বলছে, আগের নির্বাচনী বছরকেন্দ্রিক অর্থবছরে পোশাক খাতের রফতানি আয় বেশ বেড়েছে এবং এবারও তা বাড়বে।

বছর ব্যবধানে গত নভেম্বরে দেশের তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আয় কমেছে ৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ। যা অক্টোবরে কমেছে প্রায় ১৪ শতাংশ। যদিও এক বছর আগের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম ৫ মাসে, পোশাক শিল্পের রফতানি আয় ২ *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় উলের পোশাক রপ্তানি ১ বিলিয়ন ডলারে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উল উৎপাদনকারী দেশ অস্ট্রেলিয়া উল প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাংলাদেশকে চীনের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে ভাবছে। তার সুবাদে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে উচ্চমূল্যের উলের পোশাকের বার্ষিক রপ্তানি দশগুণ বাড়িয়ে ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ।

উদ্যোক্তারা জানান, বাংলাদেশ বর্তমানে উলের উচ্চমূল্যের কিছু স্যুট, শার্ট, প্যান্ট ও নিটওয়্যারের সোয়েটার তৈরি করে রপ্তানির জন্য, যার কাঁচামাল আসে চীন, ইতালি কিংবা ইংল্যান্ড থেকে।

কিন্তু কাঁচামালভূউলের ইয়ার্ন কিংবা ফ্যাব্রিকড় বাংলাদেশে তৈরি না হওয়ায় এ থেকে তৈরি পোশাকের বাজার ধরার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন অগ্রগতি নেই। অথচ বিশ্বব্যাপী কেবল উলের ফাইবারের বাজার প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে মূল *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

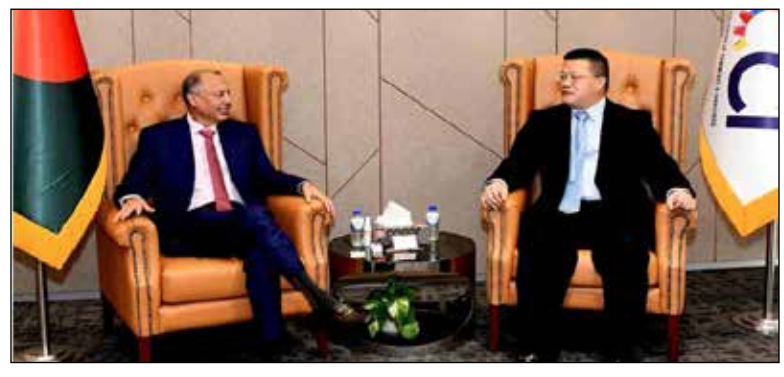

বাংলাদেশ থেকে আম ও পাট পণ্য নিতে আগ্রহী চীন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে উৎপাদিত আম এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের অন্যতম রপ্তানি বাজার হতে পারে চীন। সে জন্য দেশে গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (গ্যাপ) বাস্তবায়ন, পণ্য উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করার পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত। *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেতেই ভোট-ময়দানে নেমে পড়লেন ইমরান খান

পরিচয় ডেস্ক: গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার সাইফার মামলায় ব্যক্তিগত ১০ লক্ষ টাকা বন্ডে ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের এই রায়ের পর আর দেরি করেননি প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। ২২ গজের মতোই রাজনীতির ময়দানেও স্বমহিমায় ফিরতে মরিয়া ইমরান।

ইসলামাবাদে সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেতেই ভোট-ময়দানে নেমে পড়লেন কাপ্তান। পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পেশ করলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী তথা পিটিআই নেতা ইমরান খান। ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার আপাতত নিজের শহর মিয়াঁওয়ালি কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবেই মনোনয়ন পেশ করলেন তিনি।

এদিনই সাইফার মামলায় ব্যক্তিগত ১০ লক্ষ টাকা বন্ডে ইমরান খানের জামিন মঞ্জুর করে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও অনুমতি দেয় আদালত। ইমরান খানের নির্বাচনে জয় হওয়া না হওয়ার বিষয়ে জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে বলেও সুপ্রিম-রায়ে বলা হয়েছে। আদালতের এই রায়ের পর আর দেরি করেননি প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন। ২২ গজের মতোই রাজনীতির ময়দানেও স্বমহিমায় ফিরতে মরিয়া ইমরান। তাই এদিন আদালতের রায় ঘোষণা হতেই মিয়াঁওয়ালি কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পেশ করলেন ইমরান খান।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে ‘গাঁজা’ সেবন বৈধ করল ইউক্রেন

পরিচয় ডেস্ক: আসছে ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারিতে দুই বছর পূর্ণ হতে চলেছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। এই দীর্ঘ যুদ্ধের প্রভাবে এখন হাজার হাজার ইউক্রেনীয় পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে ভুগছে। আর এই সমস্যার মোকাবিলা করতেই, গাঁজা সেবন বৈধ করল পূর্ব ইউরোপের এই দেশ। গোটা বিশ্বের নজর এখন পশ্চিম এশিয়ায়। হামাসের-ইজরায়েল যুদ্ধ চলছে। তবে, তার আড়ালে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও। সম্প্রতি ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী দাবি করেছে, আরও ৫ লক্ষ নাগরিককে সেনাবাহিনীতে যুক্ত করতে পারলেই যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, বাধ সেধেছেন খোদ ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। তাদের বিস্তৃত পরিকল্পনা জেনে তবেই তিনি এই প্রস্তাব অনুমোদন করবেন বলে জানিয়েছেন। আসলে, এই বিপু সংখ্যক নাগরিককে সেনায় যোগ দেওয়াতে, ইউক্রেনের অন্তত ১৩.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ প্রয়োজন। তবে, তার থেকেও বড় প্রশ্ন লড়বে কারা?

পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার একটি মানসিক স্বাস্থ্যগত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘বিশ্বকে ঘৃণা করি, ব্যথা দিতে চাই’, চেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি-চালনায় রাশিয়ার যোগসুত্র!

পরিচয় ডেস্ক: প্রাগের পুলিশ এখনও পর্যন্ত নিহতদের সম্পর্কে বা ওই ছাত্র কেন গুলি চালাল, সেই সম্পর্কে কোনও বিশদ তথ্য দেয়নি। তবে চেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিট রাকুসান জানিয়েছেন, এর সঙ্গে কোনও চরমপন্থী মতাদর্শ বা গোষ্ঠীর যোগসূত্র নেই। তদন্তকারীদের মতে, বন্দুকধারী ওই ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গুলি চালানোর আগে, তার বাবাকেও হত্যা করেছে।

চেক প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এত বড় মাস শ্যুটিং, অর্থাৎ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেনি। বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর), রাজধানী প্রাগের ওল্ড টাউনের কাছে চার্লস ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব আর্টস ভবনে , এক ছাত্রের গুলিতে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে খোদ বন্দুকধারী ছাত্রটিরও। এই ঘটনার সঙ্গে প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার যোগ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশ আততায়ীর নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি। তবে, স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন

অনুযায়ী, বন্দুকধারী ওই ছাত্রের নাম ডেভিড কোজাক, বয়স ২৪ বছর। প্রতিবেদনে আর বলা হয়েছে, নির্বিচারে গুলি চালানোর পর, সম্ভবত সে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে।

পুলিশ এখনও পর্যন্ত নিহতদের সম্পর্কে বা ওই ছাত্র কেন গুলি চালাল, সেই সম্পর্কে কোনও বিশদ তথ্য দেয়নি। তবে চেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিট রাকুসান জানিয়েছেন, *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

রোমানিয়া থেকে হাঙ্গেরি ঢোকার চেষ্টা বাংলাদেশিসহ আটক ১০৭

পরিচয় ডেস্ক: রোমানিয়া সীমান্ত পাড়ি দিয়ে হাঙ্গেরি ঢোকার চেষ্টাকালে ১০৭ অভিবাসীকে আটক করেছে রোমানীয় পুলিশ। এসব অভিবাসী বাংলাদেশ, সিরিয়া, মিশর, ইরাক, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের নাগরিক বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

রোমানিয়ায় যাওয়া নিয়মিত ও অনিয়মিত অভিবাসীরা প্রায়ই পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে যেতে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে হাঙ্গেরি ঢোকার চেষ্টা করেন। এ কারণে প্রতিটি সীমান্তেই কড়া নজরদারি রেখেছে ইউরোপে অবাধ চলাচলের অঞ্চল শেনজেন জোনে প্রবেশে ইচ্ছুক দেশটি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত বেশ কয়েকটি অভিযানে বিভিন্ন দেশের ১০৭ জন অভিবাসীর বেআইনিভাবে হাঙ্গেরিতে প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার খবর জানিয়েছে রোমানিয়া বর্ডার পুলিশ।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায়, প্রথম অভিযানটি পরিচালিত *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

লোহিত সাগরে কী ঘটছে? বিশ্ববাণিজ্যের জন্য কত বড় হুমকি?

পরিচয় ডেস্ক: পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেলের দাম থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের সরবরাহ বলতে গেলে বলতে গেলে প্রায় সব পণ্যেরই অবাধ জোগান নির্ভর করে জিবুতি ও ইয়েমেনের মধ্যে অবস্থিত মাত্র ২০ কিলোমিটার চওড়া বাব-এল- মান্দেব প্রণালির ওপর। আর এই জলপথে চলাচলকারী জাহাজ লক্ষ্য করেই হামলা চালাচ্ছে হুথিরা।

বিশ্ববাণিজ্যের বড় অংশ হয় সমুদ্রপথে। পণ্য সরবরাহ শৃঙ্খলে তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু, গাজায় ইসরায়েলের চলমান গণহত্যার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে। গাজায় নির্বিচার বোমা হামলার প্রতিবাদে, ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী গোষ্ঠী লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল দিয়ে ইসরাইলগামী জাহাজে হামলা করছে। বা যেসব জাহাজের ইসরায়েলি মালিকানা রয়েছে বলে মনে করছে, সেগুলো লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়ছে। এসব ঘটনায় এ

সমুদ্রপথে চলাচলকারী জাহাজগুলোর ক্ষয়ক্ষতি সামান্য হলেও এই হুমকির কারণে লোহিত সাগরের নৌপথে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম।

লোহিত সাগর এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

পেট্রলপাম্পে জ্বালানি তেলের দাম থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের সরবরাহ বলতে গেলে বলতে গেলে প্রায় সব পণ্যেরই অবাধ জোগান নির্ভর করে জিবুতি ও ইয়েমেনের মধ্যেকার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

Merry Christmas
and
Happy New Year 2024

দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্যোগ আর মহামারী থেকে
মানব জাতীকে রক্ষায়
মুক্তিদাতা প্রভু যীশুর বিশেষ অনুগ্রহ একান্ত প্রয়োজন

সবাইকে জানাই শুভ বড়দিন
ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

ক্যালভিন মন্ডল ও পরিবারবর্গ

ফাউন্ডার, ক্যাটরিনা লাভ ফর বাংলাদেশ ইন্‌ক
ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন: নিরপেক্ষতা বলে কিছু আছে কি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলা বর্ণমালার 'ব' এবং 'র'-এর ব্যবধান সামান্য একটি বিন্দুর, কিন্তু তবু তারা একেবারেই আলাদা, যেন দুই স্বতন্ত্র জগতে তাদের বসবাস; মতাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের দুই রাজনৈতিক জোটের দৃশ্যমান ব্যবধান ওই বিন্দুর মতোই ছোট, কিন্তু তাই বলে তাদের ভেতরকার দূরত্ব যে বর্ণমালার দু'টি অক্ষরের মতো দুই ভিন্ন জগতের তা কিন্তু মোটেই নয়। মতাদর্শের ক্ষেত্রে তারা ঘনিষ্ঠজন, ভাই-ভাই বলা যায়; লড়াইটা চলছে অনার্জিত সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে।

জাতীয় নির্বাচন এক ধরনের সর্বজনীন উৎসব। আমাদের দীনহীন বিবর্ণ জীবনে উৎসবের খুবই অভাব; সর্বজনীন উৎসব হিসেবে আছে, কাজে নেই। পাঁচ বছর পর পর সর্বজনীন নির্বাচনী উৎসব আসবার কথা, সময়টা বেশ বড়, চার বছর হলে ভালো ছিল; কিন্তু পাঁচ বছর পরেও তো সব সময়ে এই উৎসব আসে না।

নির্বাচনে মনোনয়ন নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হয়। তবে ভোটারদের মধ্যে নয়, প্রার্থীদের মধ্যেই। প্রার্থী হতে অস্থির ব্যক্তিরা টাকা ঢালো, তাদের সমর্থকরা উন্মাদনা প্রকাশ করে। এ উন্মাদনা ভোট পর্যন্ত ও ভোটের দিনেও থাকবে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশিত এই নির্বাচনে মানুষ চাইবে নিরাপদে ভোট দিতে। পছন্দ মতো ভোট দিতে পারলে তারা সুখী হবে।

কিন্তু নির্বাচন নিয়ে প্রহসনের যে পরম্পরা চলছে তাতে ভোটারবিহীন নির্বাচন হলে মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনো অবকাশই থাকবে না। বিগত নির্বাচনগুলো তারই প্রমাণ দিয়েছে। তবে যথার্থ সুখের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো তাদের ভাগ্য-পরিবর্তন। সব সময়েই তারা আশা করে আগের সরকারের চেয়ে পরের সরকার ভালো হবে, ফলে তাদের ভাগ্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু তা ঘটে কি? ইতিহাস কী বলে? এবার তো সুযোগ নেই, একদলীয় নির্বাচনে।

ভাগ্য-পরিবর্তনের আশা দেখা দিয়েছিল দুটি ঐতিহাসিক নির্বাচনে; একটি ১৯৪৬-এর, অপরটি ১৯৭০-এর। রীতিমত গণরায় বের হয়ে এসেছিল; কেবল যে সরকারের বিরুদ্ধে তা নয়, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই। তাতে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আয়তনে বদল ঘটেছে, কিন্তু পুরাতন রাষ্ট্রের কলকব্জা, ধরন-ধারণ, আইন-কানুন, নাগরিক নিপীড়ন, মানুষের নিরাপত্তাহীনতা, সবকিছু সেই আগের মতোই রয়ে গেল। দুই দুইবার স্বাধীন হবার পরেও হতভাগ্য এই দেশে আমলাতন্ত্রের দুঃশাসন কমবে কী, উল্টো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বেড়েছে ধনবৈষম্য। এত বৈষম্য এদেশে আগে কেউ কখনো দেখেনি।

সত্তরের নির্বাচনের পর একাত্তরে যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে যে চেতনাটি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল সেটি ওই ভাগ্য-পরিবর্তনেরই। নির্দিষ্ট অর্থে সেটা মুক্তির। মুক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তো অবশ্যই দরকার ছিল; কিন্তু কেবল ওই প্রাপ্তিতেই যে কাজ হবে সে বিশ্বাস মানুষের ছিল না। সাতচল্লিশের ব্যর্থ স্বাধীনতা একেবারে ঘাড়ে ধরে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে মুক্তির জন্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয়। কয়েকজন রাজা হয়ে থাকবে বাদবাকিরা গোলামি করবে, এ ব্যবস্থা মানুষের মুক্তি আনবে না। প্রত্যাশাটা ছিল সবার জন্যই থাকবে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ। তেমনটা ঘটেনি। মুক্তি আসেনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের গত বায়ান্ন বছরের ইতিহাস মূলত বৈষম্য বৃদ্ধিরই ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আসলে ছিল একটি সমাজবিপ্লবের চেতনা। কিন্তু হায়, সে-বিপ্লব ঘটলো না। উন্নতি হয়েছে, রীতিমত হুলুস্থূল করে; কিন্তু সে-উন্নতি পুঁজিবাদী, যার চালিকা শক্তি মুনাফালিপ্সা, এবং যার অনিবার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে নানা রকমের বৃদ্ধি; যেমন লুণ্ঠনের, ভোগবাদিতার, বিচ্ছিন্নতার, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারের, প্রকৃতির ওপর নির্দয় আচরণের। মনুষ্যত্ববিনাশী এসব তৎপরতা আমরা দেখছি, এবং বাধ্য হচ্ছি মেনে নিতে।

এই সার্বিক দুর্দশার ভেতরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে কয়েকটি সত্য আরও পরিষ্কার হচ্ছে। একটি হলো টাকার ভূমিকা। টাকা মনে হয় উড়ছে; কিন্তু এই উড়ন্ত পাখিরা মনিবের পোষ-মানা, তারা অন্য পাখিদের ভাগিয়ে নিয়ে আসবে। যারা টাকা খাটিয়েছে নির্বাচিত হলে সে-টাকা তারা বহু গুণে তুলে নেবে। ক্ষমতাসীনদের নির্বাচনী হলফনামায় সম্পদ বৃদ্ধির পুরো ছবিটা কখনোই পাওয়া যায় না, কিন্তু যা পাওয়া গেল তাতেই লোকের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। বোঝা গেছে ক্ষমতার কী শক্তি!

আরও বড় ঘটনা হলো বুর্জোয়া রাজনীতির মতাদর্শিক দীনতার উন্মোচন। বুর্জোয়াদের দুটি জোট আগেও ছিল। ছোট ছোট দলগুলো বড় দুই জোটে শামিল হবে; তাতে ছোটদের লাভ, বড়দের লাভটাও কম নয়। কিন্তু মতাদর্শিক বিবেচনায় দুই জোটের ভেতর পার্থক্যটা কোথায়? কতটুকু? বস্তুগত একটা পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেটি হলো পনেরো বছর ধরে একটি জোট ক্ষমতায় আছে, ফলে তাদের সুযোগ সুবিধা ও যোগাযোগ অনেক বেশি, আর অন্য জোটটি রয়েছে ক্ষমতার বাইরে, তাই তাদের অসুবিধা অধিক। কিন্তু এর বাইরে? মতাদর্শের ব্যাপারে? যেমন ধরা যাক জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটা। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল; কিন্তু তাদের জোটে তো হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের পার্টিকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে দেখা যাচ্ছে। ওই পার্টি কেবল যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তাই নয়, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মেরও সংস্থাপক। সংবিধান রচনাতে কামাল হোসেনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আদি সংবিধানে জাতীয়তাবাদ বলতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই বোঝানো হয়েছে, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আগমন বিএনপ্থির হাত ধরে; অথচ তাঁর অবস্থান এখন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেই।

কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর বাইরে কাউকে নেতা মানেন না, কিন্তু তিনি এখন আর নৌকাতে নেই, গামছায়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের কথা তুলেও আর লাভ নেই; মুক্তিযোদ্ধারা দুই জোটেই আছেন। আর এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হয়ে সরাসরি লড়াই করেছেন বলে অভিহিত একজন তো আওয়ামী জোটের মনোনয়নই পেয়ে বসেছিলেন। তাহলে? বলা হয় রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এমন নিরেট ও নিষ্ঠুর কথা তারাই বলতে পারে যাদের কাছে মতলব হাসিলটাই মুখ্য, মতাদর্শ তুচ্ছ।

আর ইসলামপন্থি দল? তারা তো উভয় জোটেই দৃশ্যমান। ওদিকে আদি সংবিধানে যে চারটি মূলনীতি উল্লেখ ছিল, তাদের কথা তো এখন তেমন আর শোনাই যায় না। সংশোধিত হতে হতে মূলনীতি চারটির দশা শুকনো গাছের মতো, পাতা যা ছিল ইতিমধ্যে ঝরে গেছে, গাছটিও ক্রমাগত শুকাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রত্যয় প্রগতিশীলরাও এখন আর ব্যক্ত করেন না, মৃদু কণ্ঠে বলেন অসাম্প্রদায়িকতা চাই।

বাংলা বর্ণমালার৩ব্ব এবং৩ব্ব-এর ব্যবধান সামান্য একটি বিন্দুর, কিন্তু তবু তারা একেবারেই আলাদা, যেন দুই স্বতন্ত্র জগতে তাদের বসবাস; মতাদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের দুই রাজনৈতিক জোটের দৃশ্যমান ব্যবধান ওই বিন্দুর মতোই ছোট, কিন্তু তাই বলে তাদের ভেতরকার দূরত্ব যে বর্ণমালার দুটি অক্ষরের মতো দুই ভিন্ন জগতের তা কিন্তু মোটেই নয়। মতাদর্শের ক্ষেত্রে তারা ঘনিষ্ঠজন, ভাই-ভাই বলা যায়; লড়াইটা চলছে অনার্জিত সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে।

আমেরিকাতে যেমন রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটরা আছে, নির্বাচনে লড়াই চলে হাতি ও গাধাতে, কিন্তু উভয় দলই অবিচল থাকে পুঁজিবাদী অবস্থানে, আগামীতে আমরা হয়তো দুই জোটকে ওই রকমের বড় দুই দল হিসেবেই পাবো, লড়াই চলবে নৌকাতে আর ধানের শীষে। কেননা এবার ধানের শীষ নির্বাচনে অংশ নেবে বলে মনে হচ্ছে না। একদলীয় একতরফা নির্বাচনই হতে যাচ্ছে। সাথে সাথে স্পষ্ট হবে এই সত্যও যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল যতই থাকুক না কেন, রাজনীতির ধারা কিন্তু দুটোইড়একটি দক্ষিণপন্থি অপরটি বামপন্থি।

বুর্জোয়ারা যেখানেই এবং যে পোশাকেই থাকুক, তারা সবাই পুঁজিবাদে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতায় বিশ্বাসী। সে-কারণে সবাই তারা নির্ভুলরূপে দক্ষিণপন্থি। দক্ষিণপন্থার সীমাটা খুবই বড়, সেটা পরিষ্কার উদারপন্থা থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মীয় মৌলবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণপন্থি এই ধারার ঠিক বিপরীতে অবস্থান বামপন্থিদের, যারা পুঁজিবাদবিরোধী এবং ব্যক্তি মালিকানার জায়গাতে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ। নির্বাচনকে সামনে রেখে বামপন্থিরাও একটা জোটে মিলিত হবেন নিশ্চয়। কিন্তু তাঁরা মূলধারার কাছে তো নয়ই, অত্যন্ত দুর্বল অবস্থাতেই রয়ে যাবেন। বামপন্থিরা মেহনতিদের পক্ষের দল; পুঁজিবাদী উন্নতির নিষ্পেষণে পড়ে ওই মেহনতিরা হয় নিঃস্ব হয়ে গেছে, নয়তো নিঃস্ব হওয়ার পথে আছে। সমাজে মেহনতিরা আজ যতটা অসহায়, তাদের পক্ষের জোটও ততটাই দুর্বল। অথচ মেহনতিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যায় তারা বিপুল, এবং তাদের মেহনতের ওপর ভর করেই উন্নতির সৌধটা লকলক করে ওপরে বাড়ছে। অর্থনীতিতে বুর্জোয়াদের যে আধিপত্য তাদের ক্ষতিকর রাজনীতিও আজ ততটাই প্রধান ও প্রবল হয়ে উঠেছে।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় মানুষের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা ও বেকারত্ব বাড়ছে, মাদকাসক্তি মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, ধর্ষণ ও নারী-নির্যাতন ঘটছে যত্রতত্র, সড়কে রীতিমত নরহত্যা চলছে, গুম, খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, জবাবদিহিতা এখন লজ্জায় মুখ দেখায় না, বিপর্যস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের নীরব ক্রন্দন কেউ শুনছে না। সর্বোপরি, পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থা উৎপাদনের শক্তিকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে, যে জন্য দারিদ্র্য দূর হবার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বুর্জোয়ারাই তো ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু তারা এই অবস্থার সামাল দিতে পারবে এমন ভরসা অন্যদের তো নেই-ই, তাদের নিজেদেরও নেই। ভরসা আসলে সমাজ-পরিবর্তনের রাজনীতিই। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বামপন্থিরা যদি বুর্জোয়াদের রাজনীতির চেহারার উন্মোচন এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সামনে নিয়ে আসতে পারেন তবে সেটা হবে একটা জরুরি অর্জন। তাঁদের নিজেদের জন্য তো অবশ্যই, দেশের মানুষের জন্যও বটে।

আমেরিকার নির্বাচনে হাতি ও গাধার লড়াইতে সে-দেশের মানুষের মুক্তি যে আসবে না সেটা যেমন স্পষ্ট, বাংলাদেশের রাজনীতিতেও নৌকা ও ধানের শীষের লড়াই যে মানুষকে মুক্তি দেয়নি, দিতে পারবে না তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। বার্নি স্যান্ডার্স নামে একজন সাহসী ও ঘোষিতরূপেই সমাজতন্ত্রী

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে মোর্চা, জোট আর আসন ভাগাভাগির নির্বাচন

মনোয়ারুল হক

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইন পাশ হয় ১৯৩৫ সনে। সে আইনের আওতায় প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। সেই নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায় তাদের মধ্যে ছিল মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজও যারা পাকিস্তান ও ভারতের রাজনীতিতে টিকে আছে।

কান পাতলে শোনা যায়, নির্বাচনের গল্প। গণমাধ্যমে নিত্যদিনের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে নির্বাচন। যদিও দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারী একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন থেকে দূরে রয়েছে নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে।

ভারতীয় উপমহাদেশের নির্বাচন পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গর্ভ থেকে। ব্রিটিশরা তখন ভারত শাসন করছে। যদিও তখনও সকল মানুষের ভোটের অধিকার ছিল না, এবং প্রথম ওই নির্বাচনে সীমিত সংখ্যক মানুষ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কেবলমাত্র চৌকিদারী খাজনা প্রদানকারীরাই ভোটার হতে পেরেছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইন পাশ হয় ১৯৩৫ সনে। সে আইনের আওতায় প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। সেই নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলগুলোর অস্তিত্ব দেখা যায় তাদের মধ্যে ছিল মুসলিম লীগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আজও যারা পাকিস্তান ও ভারতের রাজনীতিতে টিকে আছে।

সেই সময় নির্বাচনে মুসলিম লীগ একমাত্র প্রদেশ বাংলায় উল্লেখযোগ্য আসন পেয়েছিল; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে মুসলিম লীগের সমর্থন নিয়ে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সরকার গঠন করেছিল। স্বল্প সময়ের সেই সরকার ১৯৩৯ সনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগপর্যন্ত টিকে ছিল। তারপর নানান পথ পরিক্রমায় নতুন নতুন মোর্চা গঠন করে বাংলার সরকার পরিচালিত হচ্ছিল। সেই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে জোটের সন্ধান পাওয়া যায়। সরকার গঠনের জোট, সেই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিতে স্পষ্ট হয়।

এরপরের নির্বাচনের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে। ভারত বিভক্তির পূর্বে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এ নির্বাচন হয়েছিল সর্ব-ভারতীয় আঙ্গিকে। ফেডারেল শাসন কাঠামোর ভারত গঠনের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংবিধান পরিষদ গঠিত হয় সেই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। সেসময় নির্বাচন অংশ নেওয়া দলগুলো নিজ নিজ দলীয় নামেই নির্বাচন করেছিল।

সর্বভারতীয় আঙ্গিকে নির্বাচন সীমাবদ্ধ ছিল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্য। নির্বাচনে ভয়াবহ পরাজয় হয়েছিল মুসলিম লীগের। সাংবিধানিক পরিষদের ৩৮৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ৭৩টি আসন।নির্বাচনের ফলাফল ভারত বিভাগের রাস্তাকে সুপ্রশস্ত করেছিল।

এরপরে প্রথম নির্বাচনে হয় পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে, ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫৩ সনে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান ও ভারতের সেই নির্বাচনগুলো প্রথম দিকে কোন মোর্চার মাধ্যমে হয়নি। দলগুলো প্রধানত নিজেদের একক সক্ষমতায় নির্বাচন করেছিল। পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের কিছু ঘটনা আছে, যেখানে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে হয়েছিল।

আমাদের এই ভূখণ্ডে প্রথম নির্বাচনের ইতিহাস ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন। যে নির্বাচন প্রথম মোর্চা গঠিত হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে, অপর তিনটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে একই প্রতীকে নির্বাচন করেছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই প্রথম নিজ দলীয় প্রতীক ত্যাগ করে দলগুলো আওয়ামী মুসলিম লীগের নৌকার জোয়ারে ভেসেছিল, ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। সেই চুয়ান্নর নির্বাচনের পরেই অন্য তিনটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে, এবং নৌকার যাত্রীরা তাদের নিজ দলীয় পরিচয় হারিয়ে বিলুপ্তির পথে হাঁটতে থাকে এবং শরিক দল তিনটি মাত্র ১৫ বছরের মাথায় ১৯৭০ সালে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ভারতে জোট রাজনীতির সন্ধান পাওয়া যায় প্রথম কেরালা রাজ্যে ১৯৫৯ সালে। কিন্তু, সেই জোট গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিপক্ষে। কেরালার বামপন্থী ছোট ছোট দলগুলো মিলিত হয়ে সে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। এভাবেই প্রথম অকংগ্রেসীয় মুখ্যমন্ত্রীর জন্ম দিয়েছিল কেরালা রাজ্য। রাজ্যের সেই জোট রাজনীতিতে সবগুলো দল তার নিজের নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করেছিল, অর্থাৎ জোট কোনো একক প্রতীকে নির্বাচন করে নাই। কেরালার সেই জোট নির্বাচনে জয়লাভ করেন সিপিআইয়ের নেতা নাম্বুদ্রপাদ।

এরপরে জোটের সন্ধান পাওয়া যায় পশ্চিম বাংলার নির্বাচনে ১৯৬৭ সালে। এতে অকংগ্রেসীয় জোটের হয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায়। এরপরে সর্বভারতীয় আঙ্গিকে কিংবা পাকিস্তানের রাজনীতিতে জোটের রাজনীতি দেখা গেছে বহুবার। কিন্তু, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মতন একক প্রতীকে নির্বাচন করার ইতিহাস ভারত ও পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়নি। যখনই জোটভুক্ত হয়েছে দলগুলো তখনই তারা নিজ নিজ প্রতীকেই নির্বাচন করেছে। নিজস্ব প্রতীক ত্যাগ করে নির্বাচনের ফসল নেতারা ঘরে তুলেছেন বটে, কিন্তু পরিণতিতে এই দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জোটভুক্ত দলগুলো নিজস্ব প্রতীক হারিয়ে তাদের ভবিষ্যতের পথকে রুদ্ধ করেছে।

যেমন ১৯৫৪ সনের নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে নৌকা প্রতীকে নির্বাচনের করেছে যে দলগুলো, সেসব দলের বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে কোন অস্তিত্ব নেই। ওই দলগুলোর নামও আজকের প্রজন্ম জানে না। রাজনীতিবিদরাও সঠিকভাবে বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে ।

১৪ দল গঠনের ভেতর থেকে এই জোটবদ্ধ রাজনীতির নতুন ধারণা ২০০৯ সালে প্রথম সামনে আসে। অর্থাৎ, একই প্রতীকে নির্বাচন করা। যদিও ২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট, বিএনপি ও জামাত ইসলামী নির্বাচন করেছিল, কিন্তু জামাত ও ইসলামী ঐক্য জোট নিজেদের প্রতীকে নির্বাচন করেছিল তখন। এবং সেই নির্বাচনে নিজস্ব প্রতীক বাদ দিয়ে নৌকা প্রতীকের অধীনে নির্বাচনে যোগদান করে যে বামপন্থী দলগুলো, সেই দলগুলো এখন প্রায় বিলুপ্তির খাতায়। এখন আওয়ামী লীগের কাছে তারা নৌকা প্রতীক নেওয়ার জন্য রীতিমতো কান্নাকাটি করেছে, এ খবর গণমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি কৌশল হিসেবেই বিভিন্ন প্রতীকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক, এমনটি চাচ্ছিল। দেশের একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল যেহেতু নির্বাচন থেকে বিরত রয়েছে সেই কারণে এবারের নির্বাচন যেন বিতর্কিত নির্বাচন না হয় সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে দলীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ দলীয় মনোনয়ন না পেলেও দলীয় নেতা-কর্মীরা, নিজস্ব প্রতীকে নির্বাচন করতে পারবে।

বর্তমান সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি একই ধারায় হাঁটছে; যদিও তারা সব সময় নিজস্ব প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেছে। তারপরেও এবারের নির্বাচন যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন না হয় সেই লক্ষ্যে আসন কিংবা বিপরীত প্রার্থী বিষয়ক আলোচনা-পর্যালোচনা করছে।

অর্থাৎ, আওয়ামী লীগের কোনো শক্তিশালী প্রার্থী যেন তাদের আসনে না থাকে এমনটি তাদের প্রত্যাশা। সর্বশেষ অবস্থা দাঁড়িয়েছে: আসন ভাগাভাগির অংশ হিসেবে আওয়ামী লীগ মোট ৩২টি আসন ছেড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে ১৪ দলের শরিকদের জন্য ৬টি, আর জাতীয় পার্টির জন্য ২৬টি আসন ছেড়েছে ক্ষমতাসীন দলটি।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

শতবর্ষে বেঙ্গল প্যাক্ট: সাম্প্রদায়িকতা ও বাঙালির আত্মবীক্ষণ

তায়েব মিল্লাত হোসেন

ঐতিহাসিক বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তির শতবর্ষ এবার। এ সময়ে বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কোন অবস্থায় আছে? অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে মোটাদাগে পরিস্থিতি কেমন?

ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালির যে আবাসভূমি, সেখানে একদিকে পশ্চিমবঙ্গ, অন্যদিকে বাংলাদেশ। দুই বাংলার মাঝ দিয়ে চলে গেছে ২২০০ কিলোমিটারেরও বেশি সীমান্তরেখা। বাঙালিদের এই যে আলাদা মানচিত্র, ইংরেজদের বিভাজন এবং শাসন (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) নীতি থেকেই এর সূত্রপাত। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার দোহাই দিয়ে ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ করে তারা। এর বিরোধিতায় নামে একটি পক্ষ। আর বিভাজনের পক্ষে অবস্থান নেয় অন্য গোষ্ঠী।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনই এক সময় এসে সফল হয়। ১৯১১ সালে আবার অবিভাজ্য বাংলা ফিরে আসে কলকাতার বুকে। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে ঢাকার যে নবযাত্রা, তা ছয় বছরেই থেমে যায়। তাই বঙ্গভঙ্গের জের ধরেই বলা যায়, বাঙালি হিন্দু, আর বাঙালি মুসলমান রাজনীতিতে দু'টি পথবেছে নেয়। এতে করে বাঙালির যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বহমান ছিল সমাজে, তাতেও যেন চিড় ধরে। 'হিন্দু নেতৃত্ব, 'মুসলিম নেতৃত্ব সেজে ফায়দার রাজনীতিও হয়ে যায় সহজতর। বিশ শতকের সেই সময়ে এই সোজা পথই বেছে নেন বেশিরভাগ রাজনীতিক। বিভক্তি, বিভাজন উসকে দিতে থাকে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ।

'বাঙালির হাতে বাঙালির রক্ত ঝরছে- এই রাজনীতি মেনে নিতে পারছিলেন না দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তার ভাবনা ছিল আরো বিস্তৃত। প্রথমত, স্বদেশবাসীর একতার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিতাড়ন; দ্বিতীয়ত, শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিতে পিছিয়ে পড়া বাঙালির বড় একটি অংশকে টেনে তোলার চিন্তা।

এ প্রসঙ্গে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' গ্রন্থে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, ''তিনি (চিত্তরঞ্জন) মনে করিতেন, হিন্দু-মুসলমানের সমবেত শক্তিবলে ব্যুরোক্রেসিকে আক্রমণ করিলে উহাকে পর্যদুস্ত করা যাইবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব দূরীভূত না হইবে তা সম্ভব নয়।

একতা ও সমতার মাধ্যমে বাংলার অগ্রযাত্রার বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চিত্তরঞ্জন দাশ। এমন এক সময় একতার ধারণা নিয়ে তার কাছে যান তখনকার অন্যতম কংগ্রেস নেতা মৌলভী আবদুল করিম। এভাবেই

১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর এটি স্বরাজ পার্টির অনুমোদন পায়। ১৮ ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায়ও অনুমোদিত হয় চুক্তিটি। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। চুক্তির বিরোধিতা করেন বাংলার অনেক কংগ্রেস নেতাও। তবু বেঙ্গল প্যাক্ট বাস্তবায়নে অটল ছিলেন চিত্তরঞ্জন। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে চুক্তিটির শর্তগুলো অনুসমর্থন করাতে সক্ষম হন। কিন্তু ১৯২৫ সালের জুনে দেশবন্ধুর অকালপ্রয়াণে হিন্দু-মুসলমান একতার উদ্যোগ থেমে যায়। পিছু হটে যান তার অনুসারীরাও। ১৯২৬ সালে বাংলার কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করে দেয় বেঙ্গল প্যাক্ট।

এর কারণ ব্যাখ্যা করলেন বেঙ্গল প্যাক্ট নিয়ে পিএইচডি করা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (খুলনা)-র উপপরিচালক ড. প্রদীপ কুমার মন্ডল। ডয়চে

ভেলেকে তিনি বলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের কারণে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য বড় নেতা আর বাংলায় তখন ছিলেন না। এ শূন্যতার কারণে বেঙ্গল প্যাক্ট আর আলোর মুখ দেখেনি। পরবর্তীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ছবি: সংগৃহীত

গ্রহণযোগ্য জাতীয়তাবাদী নেতায় পরিণত হন। কিন্তু তিনিও অকালে হারিয়ে যান। তিনি যদি অন্তর্ধান থেকে ফিরে এসে বাংলার হাল ধরতেন, তবে ইতিহাস অন্যরকম হতো বলে তিনি মনে করেন।

এখন বেঙ্গল প্যাক্টের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা জানতে চাইলে ব্রিটিশ বাংলার রাজনীতির ইতিহাস গবেষক ড. প্রদীপ কুমার মন্ডল বলেন, ''বাংলাদেশ, ভারতসহ অনেক দেশেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্থান দেখা যাচ্ছে। এই উগ্রপন্থা দূর করতে হলে বেঙ্গল প্যাক্ট বাস্তবায়ন জরুরি। কারণ, সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বিষয়গুলো দূর করার কথা এতে বলা হয়েছে। বেঙ্গল প্যাক্ট বাস্তবায়ন করতে পারলে পৃথিবী থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর হবে এবং মানবভ্যতার উন্নয়ন হবে বলে তিনি মনে করেন।

যা ছিল বেঙ্গল প্যাক্টে

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায় বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে:

১. বঙ্গীয়-আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

২. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

৩. সরকারি চাকরির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ পদ পাবে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে। যতদিন ঐ অনুপাতে না পৌঁছানো যায়, ততদিন মুসলমানরা পাবে শতকরা আশি ভাগ পদ এবং বাকি শতকরা কুড়ি ভাগ পাবে হিন্দুরা।

৪. কোনো সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫ শতাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোনো আইন বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাবে না, যা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের পরিপন্থি।

৫. মসজিদের সামনে বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।

৬. আইন সভায় খাদ্যের প্রয়োজনে গো-জবাই সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে না এবং আইন সভার বাইরে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা আনার প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত থাকবে। এমনভাবে গরু জবাই করতে হবে যেন তা হিন্দুদের দৃষ্টিতে পড়ে তা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করে। ধর্মীয় প্রয়োজনে গরু জবাইয়ের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

একদিকে শঙ্কা, অন্যদিকে ভোটব্যাংক

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধে উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এবং সম্প্রীতি বাংলাদেশ। কেউ যেন রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ব্যবহার না করে, সে বিষয়েও সতর্ক করেছে তারা।

সংখ্যালঘুদের ঘিরে এমন রাজনীতি চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গেও। সেখানে 'ভোটব্যাংক' মুসলমানদের সুসময় আসে নির্বাচন ঘনিয়ে এলে। এমন বিবরণ দিয়ে 'কেমন আছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান' বইয়ে মিলন দত্ত লিখেছেন, ''কোনো সম্প্রদায়ের গায়ে ভোটব্যাংক ছাপ লেগে যাওয়াটা যে কত বড় অপমানের, সেটা বোধ হয় তাঁরা (নেতৃবৃন্দ) ভেবে দেখেননি।

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সংসদ সদস্য : বাংলাদেশে সবচেয়ে লাভজনক 'ব্যবসা'?

মাসুদ কামাল

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'। সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির চলমান ধারা দেখে এখন মনে হয় এই প্রবাদটির পরিবর্তন জরুরি হয়ে গেছে।

মাস কয়েক আগের কথা। টকশোতে অংশ নিতে একটি টেলিভিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার সহ-আলোচক ছিলেন একজন সংসদ সদস্য। তিনি সরকারি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের একজন নেতা। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তিনি তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা। ডাকসুতে একবার নির্বাচনও করেছিলেন। যথেষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে তখনকার মতো এখনো তার বেশ একটা পরিচিতি রয়েছে। টকশো শুরু হওয়ার কিছু সময় আগেই আমরা দুজন সেই টিভি স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তো অপেক্ষা করতে করতে নানা বিষয় নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ফোন এলো ওনার। এলাকা থেকে ফোনই বেশি। এর মধ্যে নানা ধরনের নির্দেশনা বা অনুমতি চেয়ে ফোনই ছিল বেশি। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আবার ফোনও ধরছিলেন। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, ''এমপি হয়ে আসলে শান্তি নেই! ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছু আর থাকে না।

আমি বললাম, ''কিন্তু বিপরীত দিকে ক্ষমতার বিষয়টা এনজয়ও তো নিশ্চয়ই করেন।

তিনি বললেন, ''তা ঠিক। সেটা করি।

তারপর একটু থেমে বললেন মোক্ষম কথাটি। ''আসলে আমাদের দেশে একজন এমপি অপরিসীম ক্ষমতা ভোগ করে। কার্যত, তার এলাকায় সে একজন অঘোষিত রাজা। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, লোক নিয়োগ, আইন-শৃঙ্খলা, সবকিছুতেই তার ভূমিকা থাকে। কেউ যদি কাজ করতে চায়, অনেক সুযোগ থাকে।

আমি কিছুটা বিস্ময় নিয়ে 'রাজা সাহেব'-এর কথা শুনছিলাম। উনি তার বক্তব্যের সমর্থনে দুএকটা ঘটনার বর্ণনাও দিলেন। প্রতিটি ঘটনা তিনি কতটা সাফল্যের সঙ্গে ম্যানেজ করেছেন, সেটাও ওখানে থাকা সকলে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনলো। আমি জানতে চাইলাম, ''পৃথিবীর আর কোনো দেশে কি এমপি সাহেবরা এত বিপুল ক্ষমতা ভোগ করেন।

তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, ''সম্ভবত না।

সেদিন আমার ছাত্রজীবনের নেতা, বর্তমানের এমপি, আসলে চরম সত্য কথাটিই বলেছিলেন। পৃথিবীর আর কোনো দেশের সংসদ সদস্য বাংলাদেশের একজন এমপির মতো এত বেশি ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগ করেন না।

তবে এই যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া এবং তারও চেয়ে অধিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারাএর সবই কিন্তু সংবিধানপ্রদত্ত নয়। বাংলাদেশের সংবিধান শুরুতে এমপি সাহেবদেরকে যতটা ক্ষমতা দিয়েছে, সেটা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের এমপিগণই পেয়ে থাকেন। তত্ত্বগতভাবে সংসদ সদস্যদের কাজ আসলে মোটা দাগে চারটি। প্রথমত, আইন প্রণয়ন। দ্বিতীয়ত, জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় নিয়ে সংসদে বিতর্কে অংশ নেওয়া। তৃতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয় ও বাজেট অনুমোদন করা। চতুর্থত, সংসদীয় কমিটিগুলোর মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

যে কাজগুলোর কথা এখানে উল্লেখ করা হলো, এর কোনোটিই কিন্তু একজন সংসদ সদস্যকে এলাকাভিত্তিক রাজত্ব প্রদান করে না। তাহলে তিনি নিজ এলাকায় এত বেশি ক্ষমতাবান হন কিভাবে? সেটা আসলে এমপি সাহেবরা নিজেরাই করে নিয়েছেন। আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা তাদের রয়েছে, সেটিই প্রয়োগ করে, নতুন নতুন আইন বানিয়ে তারা নিজেদেরকে অপরিসীম ক্ষমতাবান করে নিয়েছেন। ফলে আইনটা এমন হয়েছে, এলাকার সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজই করা যায় না। স্থানীয় পর্যয়ে সকল নিয়োগে তার হাত থাকে। আর অলিখিতভাবে থানা পুলিশ প্রশাসনড় সকলের উপরই থাকে তার খবরদারি। ফলে যে কোনো উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন, ঠিকাদারি, অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে থাকে এমপি সাহেবের প্রভাব। এটা তো কেবল এলাকায়, এর পাশাপাশি মন্ত্রণালয়েও থাকে তার অবাধ যাতায়াত। তদবির বাণিজ্যে এমপি সাহেবদের চেয়ে ক্ষমতাবান আর কেউ নেই। ফলে দেখা যায়, অধিকাংশ সংসদ সদস্যই তার উপর প্রাথমিকভাবে অর্পিত দায়িত্বের চেয়ে এসব কাজ করতেই বেশি আগ্রহ অনুভব করেন।

আগামী ৭ জানুয়ারি নির্বাচন হবে বলে এরই মধ্যে নানা প্রস্তুতি দেখা যাচ্ছে। মনোনয়নপত্র দাখিল হয়ে গেছে। আমাদের নির্বাচন পদ্ধতিতে নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। এর মধ্যে চমৎকার দুটি শর্ত হচ্ছে প্রার্থীকে তার অর্থ-সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে হয়, আর তার বিরুদ্ধে কয়টি মামলা-মোকদ্দমা রয়েছেড়সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দিতে হয়। এবার যারা প্রার্থী হয়েছেন, শেষ পর্যন্ত তারা প্রার্থী হিসাবে মাঠে থাকতে পারুক বা না পারুক, এরই মধ্যে তারা তাদের সেই তথ্যাবলী নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছেন। এ তথ্যগুলো আবার 'ওপেন'। তাই গত কদিন ধরে বিভিন্ন মিডিয়াতে বেশ ফলাও করে প্রকাশিত হচ্ছেড়কার কত সম্পদ রয়েছে, গত কয়েক বছরে কার সম্পদ কত বেড়েছে, সেসবের বিস্তারিত। অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির হার দেখে মানুষের চোখ কপালে উঠেছে। তারা হয়ত নিজেকেই প্রশ্ন করেছে, সারা দুনিয়াতে যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, তখন এই এমপি সাহেবদের বিত্ত-বৈভব এভাবে ফুলেপুফেঁপে উঠছে কিভাবে?

অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির একটা ভদ্রজনোচিত হার থাকে। ব্যবসায়-বাণিজ্য খুব ভালো হলে পাঁচ দশ বছরে সেটা হয়তো দেড় দুই গুণ বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা যদি দশ, পনের, পঞ্চাশ, একশ, দুইশ, বা চারশ গুণ বেড়ে যায়, তখন সেটাকে কী বলা যায়? আমাদের এখানে হয়েছে কিন্তু তাই। দু-একটা উদাহরণ দিই। সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য জান্নাত আরা হেনরী এবার মনোনয়পত্র জমা দিয়েছেন। ২০০৮ সালে নির্বাচনি হলফনামায় তিনি তার আয় ও সম্পত্তি দেখিয়েছিলেন ১৩ লাখ ৩৪ হাজার ৫০০ টাকার। এবারের নির্বাচনি হলফনামায় হেনরী ও তার স্বামী শামীম তালুকদার লাবুর আয়সহ সম্পদ দেখানো হয়েছে ৬৬ কোটি ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩০৭ টাকার। মাত্র ১৫ বছরে আয়সহ তার সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৪৯৫ গুণ! ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের একাংশ) আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী। গত ১০ বছরে সংসদ সদস্য হিসেবে তার নগদ টাকা বেড়েছে ২২২ গুণ! বেড়েছে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদও। জাহিদ আহসান রাসেল গাজীপুর-২ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এবং বর্তমান সরকারের যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। ২০০৮ সালে তিনি তিন লাখ ১০ হাজার টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মালিক ছিলেন। ১৫ বছরের ব্যবধানে ১৫২ গুণ বেড়ে এখন তিনি স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে চার কোটি ৭৩ লাখ ৮৫ হাজার টাকার সম্পদের মালিক।

এরকম উদাহরণ প্রচুর, প্রতিদিনই বিভিন্ন মিডিয়াতে এসব বিস্ময়কর সব হিসাব প্রকাশিত হচ্ছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রতিবাদও করছেন না। কারণ এমন হিসাব তো সংসদ সদস্যগণ নিজেরাই স্বাক্ষর করে জমা দিয়েছেন। অনেকেই মনে করেন, পত্র-পত্রিকায় যে হিসাব দেখে সাধারণ মানুষ আঁতকে উঠেছেন, সেটা আসলে তাদের প্রকৃত সম্পদের ছোট্ট একটা অংশ মাত্র। আমাদের এমপিদের অনেকেরই বিদেশে বাড়ি, সম্পদ রয়েছে। সেগুলো ওপেন সিক্রেট। একাধিক মিডিয়াতে সেসব নিয়ে রিপোর্টও হয়েছে। সেই লোকগুলো এবার যখন হলফনামা জমা দিয়েছেন, বিদেশের সেই সম্পদগুলোর তথ্য কিন্তু চেপে গেছেন। ফলে প্রকৃত সম্পদের হিসাব যদি তারা দিতেন, তাহলে হয়তো বিকৃতিটা আরো স্পষ্ট হতো। মানুষ বুঝতে পারতো, একদল লুটেরাই আসলে আমাদের পবিত্র জাতীয় সংসদকে দখল করে রেখেছে।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই আয়ের দৃশ্যমান হিসাব, এটা কি খুব বেশি অস্বাভাবিক? একজন মানুষ কি বৈধভাবে এত আয় করতে পারে না? হয়তো পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তার আয়ের দৃশ্যমান উৎসগুলোও স্পষ্ট হতে হবে। একজন সংসদ সদস্য আসলে কত আয় করেন? সরকারি একটা হিসাব আছে। তাদের মাসিক বেতন বা পারিশ্রমিক ৫৫ হাজার টাকা, প্রতি মাসে নির্বাচনি এলাকার ভাতা পেয়ে থাকেন ১২ হাজার ৫ শ টাকা, সম্মানী ভাতা ৫ হাজার টাকা, পরিবহণ ভাতা ৭০ হাজার টাকা, ভ্রমণ খরচ ১০ হাজার টাকা, টেলিফোন ভাতা ৭ হাজার ৮ শ টাকা। এর বাইরে লন্ড্রি ভাতা, ক্রোকারিজ টয়লেট্রিজ কেনার জন্য আরো কিছু খুচরা আয় আছে। সবমিলিয়ে কত দাঁড়ায়? এক লাখ ৬৫ হাজার টাকার মতো। এই টাকা দিয়েই তাদের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এখান থেকে সঞ্চয় করেই কি সংসদ সদস্যগণ এত বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে থাকেন? আমার মনে হয় এটা একটা হাস্যকর প্রশ্ন।

আমরা তো দেখি, বাংলাদেশে একজন সংসদ সদস্য হওয়া মানেই যেন আলাদিনের চেরাগ হাতে পাওয়া। এলাকায় থাকা সংসদ সদস্যের জীবন যাপন থেকে ধারণা করি, আর পাঁচ বছর পর পর হলফনামা দেখে সে বিষয়ে কিছুটা নিশ্চিত হই। সমস্যাটা হচ্ছেড়আমরা সাধারণ মানুষেরা এসব দেখি, কিন্তু কিছু বলতে পারি না। কিভাবে হলো এত অর্থ-সম্পদ, এ নিয়ে প্রশ্ন করারও যেন কেউ নেই। কেউ প্রশ্ন করে না। এই এতগুলো বছর ধরে হলফনামা দেওয়ার রীতি হয়েছে, প্রতিবারই এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কোনো

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোনও ফি চার্জ করি না।
কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন।
আমরা মেডিকেইড/মেডিকেয়ার/ স্ন্যাপ/ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
Asif Bari (Tutul) C.E.O
Cell: 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
37-18 73rd Street Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
LONG ISLAND OFFICE:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
JAMAICA OFFICE:
169-06 Hillside Ave. 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4103
BROOKLYN OFFICE:
33101 Ave, Brooklyn, NY11208
Tel: 470-447-8825
BRONX OFFICE:
2113 Starling Ave Suite 201 Bronx, NY 104621
Tel: 718-319-1000
BUFFALO ADDRESS:
59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
cell: 716-400-8711, 718-292-8526
Email: bha.buffalo@gmail.com
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি
100%
BEST PRICE
Guaranteed
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
HALAL FOOD
حلال
বারী পার্টি হল
BARI PARTY HALL
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
BARI RESTAURANT
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

সরকারের চোখ অভিবাসীদের জানের দিকে নয়, মালের দিকে

শেখ সাবিহা আলম

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ কাইয়ূমের কথা মনে আছে তো? ওই যে সাগরপথে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছাতে চেয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের ধরে নাউরুতে ফেলে এসেছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ওখানে পৌঁছাতে প্লেনেই সময় লাগে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। ১০ বছর আটকা থেকে শফিকুল ও কাইয়ূম মুখ সেলাই করে প্রতিবাদ করেছেন।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোয় খবর প্রকাশের আগে কি বাংলাদেশ সরকার জানত শফিকুল ও কাইয়ূম কোথায় আছেন? শতভাগ নিশ্চিত থাকতে পারেন, জানত না। তারা শুধু জানে বিশ্বের ১৬৫টি দেশে বাংলাদেশের লোকজন আছে। তারা কীভাবে গেল আর কীভাবে এই দেশগুলোয় আছে, সে খবর জেনে সরকারের কী লাভ? তার দরকার 'ডলার'। রিজার্ভ খুশ তো সরকারও খুশ। কেস ডিসমিস।

ধারণা করি, খোঁজ করলে এমন আরও শফিকুল ও কাইয়ূমকে পাওয়া যাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এখন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নিজেদের উপকূলে বা মাটিতে ঢুকতে দিচ্ছে না। তৃতীয় ও অপেক্ষাকৃত গরিব দেশগুলোকে সাবকন্ট্র্যাক্ট (উপঠিকাদারি) দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র উপঠিকাদারির এই চল শুরু করেছিল সেই রোনাল্ড রিগ্যানের আমলে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই নিয়ে (https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/jmhs.pdf) বিস্তারিত প্রতিবেদন আছে একটি।

ওই প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, ১৯৮১ সালে মার্কিন কোস্টগার্ড হাইতি থেকে ছেড়ে আসা জলযানগুলোকে মাঝসাগর থেকে তাড়াতে শুরু করে। ঠিক আট বছর পর তারা স্থল সীমান্তে মনোযোগ দেয়। মেক্সিকোকে বলে মধ্য আমেরিকা থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ঢল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মেক্সিকোর ভেতরে ৫০০ মাইল দক্ষিণে গুয়াতেমালার সঙ্গে তাদের যে সীমান্ত, অভিবাসনপ্রত্যাশীরা সেখানে থাকবে। কবে তারা ঢুকতে পারবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ২০১১ সালে এ জন্য তারা মেক্সিকোকে আড়াই বিলিয়ন ডলারও দেয়। এই প্রক্রিয়ায় মধ্য আমেরিকার অন্য দেশগুলোকে যুক্ত করতে বারাক ওবামা ৩.৭ বিলিয়ন ডলার চান।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মেক্সিকো, হাইতিতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আটকে দিলে বাংলাদেশের কী? অবশ্যই বাংলাদেশের চিন্তার কারণ আছে। কোভিড-১৯ এর পর থেকে মেক্সিকো অভিবাসনপ্রত্যাশীদের কাছে প্রিয় রুট হয়ে ওঠে। তাদের অনেকেরই পরে ঠিকানা হয়েছে মেক্সিকোর টাপাচুলা কারাগারে।

এই তো বছর দুয়েক আগে ২৩০ জনকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টার দায়ে আটক করা হয়। বাংলাদেশি এই তরুণেরা বৈধ কাগজপত্র নিয়ে দেশের সীমানা পার হয়েছিলেন।

এরপর কলকাতা বা দিল্লি থেকে ব্রাজিলের সাও পাওলো, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে, নৌকায় করে বা বাসে ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, এল সালভাদর, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা হয়ে মেক্সিকো সীমান্তে এসে ধরা পড়ে গেছেন। বাংলাদেশিদের পাচারে যুক্ত থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের আদালত বাংলাদেশের মো. মিলন হোসেনকে ৪৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

অভিবাসীদের ঠেকানোর কায়দাকানুনে যুক্তরাষ্ট্র ওস্তাদ। অস্ট্রেলিয়াও তাদের পদাঙ্ক

'যদি সরকার আন্তরিকই হতো তাহলে তো দালালদের দৌরাত্ম্য দেখতে হতো না। এত এত মানুষের সলিলসমাধিও হতো না।'

অনুসরণ করে। নরওয়ের জাহাজ টাম্পা অস্ট্রেলীয় জলরাশির কাছে ডুবতে বসা একটা জাহাজকে উদ্ধার করে ক্রিসমাস আইল্যান্ডের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের সাত দিন সাগরে আটকে রাখে। পরে দেশটির সরকার ঘোষণা দেয় ক্রিসমাস আইল্যান্ডসহ অস্ট্রেলীয় জলরাশির মধ্যে কাগজপত্র ছাড়া কেউ ঢুকে পড়লেও তারা অভিবাসন চাইতে পারবে না।

এরপর অস্ট্রেলিয়া পাপুয়া নিউগিনি, নাউরুর সঙ্গে চুক্তি করে। অবৈধভাবে অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকলেই এখন সোজা নাউরুতে পাঠিয়ে দিচ্ছে দেশটি। সেখানকার জেলখানায় তাদের বছরের পর বছর আটকে থাকতে হচ্ছে। কমপক্ষে চারজনকে অস্ট্রেলিয়া কম্বোডিয়াতেও পাঠায়। মালয়েশিয়াতেও পাঠানোর চেষ্টা করেছিল। সেখানে অনুকূল পরিবেশ নেই, এই যুক্তিতে পরে অস্ট্রেলিয়ার আদালত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মালয়েশিয়া পাঠানোয় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটুও পিছিয়ে নেই। ডিঙি নৌকায় সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষ মরছে বলে তাঁরা মায়া কান্না কাঁদেন প্রায়ই। আদতে তাঁদের উদ্দেশ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের মানুষকে ঠেকানো। ছোট্ট একটা উদাহরণ আছে। ২০০৯ সালে সোমালিয়ার নাগরিক হিরসি জামাসহ ২৩০ জন নৌকায় করে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালির দিকে যাচ্ছিলেন। সেখানকার জলরাশিতে পৌঁছানোর পর ইতালির কোস্টগার্ড তাঁদের লিবিয়ায় ঠেলে দেয়। পরে হিরশি জামা ও অন্যদের পক্ষে আদালতে মামলা ঠুকে দেন মানবাধিকারকর্মীরা।

২০১২ সালে ইউরোপিয়ান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস রায়ে বলেন, ইতালির জলসীমায় যেহেতু তারা ঢুকেই পড়েছে, কাজেই তাদের অভিবাসন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার কথা ইতালিতে। তাদের লিবিয়ার প্রতিকূল পরিবেশে ঠেলে দেওয়াটা আইনসংগত হয়নি।

এখন তাঁদের চেষ্টা ইতালির জলরাশিতে ঢুকে পড়ার আগে নৌকা আটকে দেওয়া। এই কাজে তারা দোস্তি পাতিয়েছে লিবিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া এসব দেশের সঙ্গে। নৌকা যাত্রী বোঝাই করছে এমন খবর পেলেই সে খবর পাচার হয়ে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর কানে।

যুক্তরাজ্যেও শান্তি নেই। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যুক্তরাজ্যে কেউ অবৈধভাবে পৌঁছালে তাঁদের রুয়ান্ডা পাঠাবে। আদালত তাতে রাজি হননি। তাই তারা এখন কঠোর অভিবাসন নীতিমালা নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রচুর টাকার চাকরির অফার না থাকলে সপরিবার আর যুক্তরাজ্য যাওয়া যাবে না। যাঁরা শিক্ষার্থী ভিসায় যাবেন, তাঁদেরও পরিবারকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি নেই।

এ কথা সত্য, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অভিবাসন বেআইনি। কিন্তু এ-ও সত্য, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ অভিবাসনপ্রত্যাশী। তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাবেই। সমস্যা হলো সাদা চামড়ার উন্নত দেশগুলো কিছুতেই বৈশ্বিক দক্ষিণের মানুষকে আর তাদের দেশে ঢুকতে দিতে চায় না। অভিবাসন ঠেকাতে উন্নত দেশগুলোর সরকার এখন এককাট্টা। সেই তুলনায় শক্তিশালী, নিরাপদ অভিবাসনের পক্ষে জোরালো উদ্যোগ কম।

বিদেশে কোনো রকমে পৌঁছাতে পারলেই হলো, সেই দিন যে আর নেই, সে খবর কি আমাদের প্রান্তিক মানুষগুলো জানে? তারা কি জানে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

সুদ, মুনাফা, দুর্নীতি : প্রসঙ্গ সুইডেন ও বাংলাদেশ

রহমান মৃধা

বিশ বছর আগের কথা। আমার বাবা-মা তখন সুইডেনে। তারা তাদের জীবনের শেষ সময়ের বেশিরভাগ সময় সুইডেনে বসবাস করেছেন। কোনো এক সময়ে ছুটিতে বাবা-মাকে নিয়ে লস এঞ্জেলসে ছোট বোনের বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা করি। হঠাৎ মার শরীর খারাপ হওয়ার কারণে তিনি সফর বাতিল করলেন, মা সুইডেনে থেকে গেলেন। আমি শুধু বাবাকে নিয়ে আমেরিকা বেড়াতে গেলাম। চলছে ঘোরাঘুরি আমাদের, একদিন বাবা বললেন, 'বাবা এখানে কি বাংলাদেশের তৈরি স্বর্ণের গয়না পাওয়া যায়?' আমি বললাম, হ্যাঁ যায়, তবে আধা ঘণ্টার মতো জার্নি হবে গাড়িতে, জায়গার নাম আর্টিশিয়া, লস এঞ্জেলস রেঞ্জের মধ্যে। বাবা বললেন, সেখানে যেতে হবে কিছু স্বর্ণের গয়না কিনতে। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? বাবা উত্তরে বললেন, তোমার মার জন্য, আমি তাঁর ১২ ভরি স্বর্ণ তোমাদের লেখাপড়ার কাজে বিক্রি করেছি, এখন সেটা ফেরত দিতে হবে। আমি বললাম, কেন মা কি বলেছেন সেটা? বাবা বললেন, হ্যাঁ প্রায়ই বলেন। মাকে ফোন করলাম। এ কথা, সে কথা বলতে জিজ্ঞেস করলাম, বাবার কাছে আমাদের জন্য ব্যয় করা তোমার সেই ১২ ভরি স্বর্ণ নাকি তুমি ফেরত চেয়েছো? মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা-মা আমার বিয়ের সময় সেগুলো দিয়েছিলেন, আমি সেগুলো এখন ফেরত চাই। কারণ আমি এখন যাকে খুশি তাকে দিব।' আমি নাছোড় বান্দা নতুন প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। বললাম, বাবা এত টাকা কোথায় পাবেন এখন? মা মুহূর্তের মধ্যে বললেন, 'কোথায় পাবে মানে? তোমরা দিবা।'

এতক্ষণে বুঝলাম, মার ইচ্ছে তাঁর স্বর্ণ দরকারে কাজে লেগেছে, এখন তাঁর সকল সন্তানেরা নিজ নিজ পায়ে দাঁড়িয়েছে বিধায় তাঁর স্বর্ণ তিনি ফেরত চান। আমি তর্কাতর্কি না করে চলে গেলাম স্বর্ণের দোকানে। তবে গাড়িতে যেতে পথে ভেবেছিলাম বাবা-মার এখনো ৯ ছেলে-মেয়ে জীবিত, সবাই প্রতিষ্ঠিত অথচ কেউ বিষয়টাতে সাড়া দিল না! যাইহোক, বাবা তাঁর পছন্দমতো কয়েক ভরি স্বর্ণের গয়না কিনলেন, ছোট বোন জলির তখন সবে বিয়ে হয়েছে, তাকে বেশকিছু গয়না দিলেন মার তরফ থেকে। বুঝলাম মা এলে এ কাজটি তিনিই করতেন, যেহেতু আসেননি অসুস্থতার কারণে, সেক্ষেত্রে বাবাকেই বলে দিয়েছেন কাজটি করতে। বাকি স্বর্ণ সুইডেন থেকে কিনে দিয়েছি যা তিনি তাঁর অন্য দুই মেয়েসহ ছেলের বউদের দিয়েছেন। আমার বউয়ের বাবার বাড়ি স্পেনে, মার বাড়ি সুইডেনে। সে তার নানি এবং দাদির থেকে বেশ স্বর্ণ পেয়েছে। পুরোনো আমলের স্বর্ণ, তারপর মোটা, যা এ যুগের ছেলে-মেয়েরা ব্যবহার করে না। গতকাল ১৬ গ্রাম (১.৩৭ ভরি) ওজনের একটি গলার হার নিয়ে আমরা স্টকহোমের একটি সেকেন্ড হ্যান্ড স্বর্ণের দোকানে গিয়েছিলাম। এখানে স্বর্ণ বা ঘড়ি বিক্রি বা বন্ধক রাখার জন্য একটি বিশেষ দোকান আছে যাকে সুইডিশ ভাষায় বলা হয় পান্ট ব্যাংক (pantbank)। আমার সঙ্গে ছিল আমার বউ মারিয়া এবং বড় ভাই প্রফেসর ড. মান্নান মৃধা। আমি দোকানে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলাম স্বর্ণ বিক্রি করব, কত দিবা প্রতি গ্রাম? দোকান্দার জিজ্ঞেস করল কত ক্যারেট? বললাম ১৮ ক্যারেট। দোকান্দার বলল, ৫ হাজার ক্রোনার। আমি বললাম তিনগুণ কম বর্তমান বাজারের তুলনায়? দোকানদার বলল, না বেচতে চাইলে বন্ধক রাখতে পার, মাসে ১০% সুদ হারে। এতক্ষণে বড় ভাই চুপচাপ সব কথা শুনছেন, হঠাৎ দোকানদারকে ধরে বসলেন, মাসে ১০%? দোকানদার অল্প বয়েসের একটি মেয়ে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ। বড় ভাই বললেন, 'আর ইউ কিডিং?' এমন সময় দোকানের মালিক এসে হাজির। তিনি বললেন, না আমরা মাসের হিসেবে সুদ নিই। বড় ভাই বললেন, সুদের হিসেব সব জায়গায় বছরে হয়, তোমরা মাসে নাও? কবে থেকে এমনটি শুরু করেছো? উত্তরে দোকানের মালিক বলল, দুই ইহুদি বন্ধুর ডিম বণ্টনের গল্প জানো? আমি বললাম, হ্যাঁ (নয়টা ডিম দুই বন্ধু 'ক' এবং 'খ' এর মাঝে চোখের সামনে ভাগ করার পরও একজন পেল ছয়টা অন্যজন পেল তিনটা। প্রথমে দুইজনই একটা একটা করে ডিম নিল, পরে বন্ধু 'ক' তার বন্ধু 'খ'-কে আরেকটা ডিম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কয়টা পেয়েছো? উত্তরে বন্ধু 'খ' বলল দুইটা, এখন বন্ধু 'ক' বলল তাহলে আমিও এখন দুইটা নিলাম। এবার বন্ধু 'ক' আরও একটি ডিম বন্ধু 'খ'-কে দিয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি এখন কয়টা ডিম পেয়েছো? বন্ধু 'খ' উত্তরে বলল তিনটা। বন্ধ 'ক' তখন বলল তাহলে আমি এখন বাকি তিনটা নিলাম, ব্যাস, হয়ে গেল ডিম বণ্টন। বন্ধু 'ক' পেল ছয়টা আর বন্ধ 'খ' পেল তিনটা)। বলো তো সে কোন সময়ের কথা? আমি বললাম হবে ইসলাম ধর্মের আগের সময়। নারীটি তখন হেসে দিয়ে বলল, তার মানে বুঝতে সমস্যা হওয়ার কথা না। এদিকে বড় ভাই রেগেমেগে সুইডিশ ছেড়ে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করেছেন। যেমন বললেন, এই সুদের কারণে ব্রিটিশ তাড়িয়েছি বাংলাদেশ থেকে। অথচ সেই সুদ এখনো চলছে? নারী তৎক্ষণাৎ বলে বসল, 'তোমাদের দেশে তো সুদ দেওয়া নেওয়া আরও জোরালো হয়েছে এবং নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে, ব্রিটিশ তাড়িয়ে তেমন লাভ হইছে কি?' বড় ভাই হঠাৎ একটু থমকে গেলেন! পরে বল্লেন, নোবেল তো তোমরা দিয়েছো মাইক্রোক্রেডিটের ওপর, সেটা তো অন্য জিনিস।

ভদ্র নারী বলল, সুদের অংক এক এক জায়গায় একেক রকম। এতক্ষণের আলোচনায় স্বর্ণ বিক্রি হলো না তবে বড় ভাই সুইডিশ রয়েল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রফেসরসহ পদার্থবিজ্ঞান এবং অংকেরও শিক্ষক, তারপর নোবেল বিজয়ী প্রফেসরের বেশ কাছের বন্ধু। তিনি কেন ক্ষেপে গেলেন মাসে সুদের হার ১০ শতাংশ শোনার পর! আমি দোকানদারের সব কথা শোনার পর বাংলাদেশে থাকাকালীন ছোটবেলার স্মৃতিচারণ করতে করতে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। চলতি পথে মনে পড়ে গেল কত কথা। যারা চড়া সুদ নিয়ে বা বন্দক রেখে গরিবের সম্পদ আত্মসাৎ করত তাদের আমরা সুদখোর বলতাম। সুদখোরদের নাম করে গরুর গলায় গ্রামে মানুষ তাবিজ ঝুলিয়ে দিত, তাতে করে গরুর গায়ে পোকা থাকলে সেগুলো পালিয়ে যেত ইত্যাদি। জানিনে এখন এসব প্রথা গ্রামে চলমান আছে কিনা! যাইহোক সুদ এবং মুনাফা সম্পর্কে ধর্মীয় মতামত একটু ঘেটে দেখলাম, যার বিশ্লেষণ অনেকটা এরকম :

সুদ গরিবের প্রতি জুলুম। আল্লাহ জুলুম হারাম করেছেন। আর মুনাফা মহান আল্লাহর দয়া ও অনুদান। সুদ রোগাক্রান্ত ও অভাবী ব্যক্তিকে বিপদে ফেলার কৌশল। আর মুনাফা হলো মানুষের চাহিদা পূরণের ফল। সুদে মানসিক ক্ষতি আছে, যা মুনাফায় নেই। মুনাফার সন্ধান করা ইবাদত। তাতে আল্লাহর ভয় থাকে। এর বিপরীতে সুদ আল্লাহর নাফরমানি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। মুনাফায় ঈমান বাড়ে। অন্তরে রহমত আসে। আর সুদের কারণে অন্তর পাষাণ হয়, অহংকার ও কৃপণতা আসে। মুনাফার কারণে মানুষের মধ্যে মিল-মহব্বত জন্মে এবং হিংসা দূর হয়। আর সুদ সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে এবং হিংসার উদ্রেক ঘটায়। সুদ মানুষের সম্পদ বিনিময়বিহীন গ্রহণ করার পথ। আর মুনাফা এর বিপরীত। সুদ চূড়ান্তভাবে হারাম। আর মুনাফা চূড়ান্তভাবে হালাল। সুদ খাওয়া আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা। আর মুনাফা আল্লাহর দয়া তালাশ করা। সুদে লভ্যাংশ নির্দিষ্ট। মুনাফায় অনির্দিষ্ট। তাই মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। সুদে ক্ষতির আশঙ্কা নেই। আর মুনাফায় ঝুঁকি থাকে। সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সঙ্গে। আর মুনাফার সম্পর্ক বেচাকেনার সঙ্গে। সুদ অনেক সময় চক্রবৃদ্ধি আকারে হয়। মুনাফা এর বিপরীত। সুদ ঋণের চুক্তি। আর মুনাফা আর্থিক সম্পদের বিনিময়। সুদপ্রথা সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে। আর মুনাফা তা বৃদ্ধি করে। সুদ মানুষকে দুর্ভাগা বানায়। আর মুনাফা সৌভাগ্যবান বানায়।

উল্লেখ্য, সুদের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়ের মাধ্যমেও তা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইসলামে সুদের অর্জিত বৃদ্ধিকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে আর ব্যবসার মাধ্যমে বৃদ্ধিকে হালাল করা হয়েছে। কেননা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়েছে এবং ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়েছে। মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণের মাধ্যমে মূলধনের যে বৃদ্ধি তা-ই মুনাফা। এখানে আরও উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে ১০ টাকা ঋণ দেয় এ শর্তে যে এক দিন পরে তাকে ১৫ টাকা দিতে হবে। এখানে অতিরিক্ত ৫ টাকা সুদ, যা ইসলামী শরিয়তে হারাম। বিপরীত পক্ষে, কেউ যদি হাট থেকে ১০ টাকা দিয়ে এক কেজি বেগুন কিনে অন্য বাজারে গিয়ে ১৫ টাকায় বিক্রি করে, তাহলে যে ৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাকে সুদ বলা যাবে না। এই ৫ টাকা লাভ, যা হালাল বলে গণ্য।

পরিশেষে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য সংক্ষেপে বলা যায় এভাবেঃমুনাফা বেচাকেনা বা ব্যবসার স্বাভাবিক ফল থেকে আসে। বিপরীতপক্ষে, সুদ অর্জিত হয় ঋণের ওপর। মুনাফা উদ্যোক্তার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণের ফল; কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে না, অর্থ ধার দেয় মাত্র। মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত, কিন্তু সুদ পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত। মুনাফায় ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়, আর সুদে তা গ্রহণ করতে হয় না। তারপরও আমার ভাবনায় যা থেকে গেল সেটা হলো, আমরা বিশ্বব্যাংক বা অন্যান্য দেশ থেকে সুদে যেসব অর্থ নিয়ে দেশের নানা উন্নতি বা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করছি, সুদে-মূলে সে সমস্থ ঋণ জাতিকে কোনো এক সময় শোধ করতে হবে। যে অর্থ বহিঃবিশ্ব থেকে সুদসহ ধার করছি তাও আবার দুর্নীতিবাজদের ছোবলে গ্রাস অথবা বেগমপাড়া, দুবাই, আমেরিকা, সিংগাপুর বা কানাডাসহ নানা দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এটাই কি ঘটনা নাকি অন্য কিছু? এত কিছুর পরও বিশ্বের অর্থনীতি

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

WE ACCEPT EBT

ADI'S SUPERMARKET

1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP10

WE ACCEPT EBT CARDS | WE ACCEPT OTC CARDS

FREE PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE

SALE $3.49/LB BEEF WITH BONE SINA MIX	NO CUT NO CLEAN SALE 99¢/LB CHICKEN QUARTER LEG	SIZE 800-1000 SALE $15.99/EA HILSHA	4 KG SALE $3.29/LB MRIGEL	SALE $3.49/LB PANGASH WHOLE
SIZE 100-200 SALE $4.99/LB WHITE POMFRET	SALE $3.29/LB TILAPIA FILLET	SALE 3/$5.00 KESKI TRAY (HAOR)	16/20 2LB BAG SALE $9.99/EA SHELL-ON EZ-PEEL, BLUE SEA RAW SHRIMP	2 LB BAG SALE $6.99/EA HAOR PANGASH STEAK
20 LB SALE $19.99/EA KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	20 LB SALE $21.99/EA ROYAL BASMATI RICE	5 LTR SALE $14.99/EA GOURMET SUNFLOWER OIL	1 GALLON SALE $13.99/EA OLIO VILLA POMACE OIL	1 LTR SALE 2/$6.99 RAJDHANI MUSTARD OIL
20 LB SALE $12.99/EA PARLIAMENT CHAKKI ATTA	SALE $6.99/EA KEEBLER SODA BISCUIT CAN	900 GM SALE $8.99/EA TAPAL DANEDAR TEA	300 GM SALE 3/$5.00 SHAHJALAL KACHUR LOTI	SALE 2/$6.99 REGULAR MILK GALLON

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP TODAY AND BE A WINNER | SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW | SHOP EVERYDAY AND BECOME A WINNER OF $250 WEEKLY | ADI'S BRONX

9TH WEEK LUCKY WINNERS 17 NOVEMBER, 2023
SHAMWATTIE BACHU | RUMEL | SHUKKUR ALI
9TH WEEK WINNERS PICTURES

12TH WEEK LUCKY WINNERS 02 DECEMBER, 2023
RABBANI | UTTAM SAHA | POLLY
12TH WEEK WINNERS PICTURES

10TH WEEK LUCKY WINNERS 18 NOVEMBER, 2023
ABU | SHANKAR KARMAKAR | RAYHAN
10TH WEEK WINNERS PICTURES

আমরা ইবিটি ও ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT OTC Network CARDS

ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135

PREMIUM SUPERMARKET

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (December 15 - 21, 2023) | Promo Code : PSP50

SALE $19.99/EA SIZE 10/12 HILSHA CK BRAND	SALE $13.99/EA SIZE 3 KG ROHU CK / CROWN FARM	SALE $3.99/LB ZABIHA HALAL CUBE FROZEN REGULAR GOAT	SALE $2.29/LB ZABIHA HALAL FRESH CHICKEN BREAST / THIGH	SALE $1.29/LB ZABIHA HALAL FRESH CHICKEN DRUMSTICK
SALE $2.99/LB SIZE 3 KG MRIGEL CROWN FARM	SALE $5.99/LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET	SALE 3/$4.99 200 GM SHAHAJALAL BRAND KESKI TRAY	SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND BAILA BLOCK	SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND CHIRING BLOCK
SALE $5.99/EA 500 GM CK BRAND TAPOSHI LOOSE	SALE $9.99/EA 31/40 (2LB BAG) SHELL ON RAW SHRIMP	SALE $12.99/EA 70/80 (4LB BOX) HEAD / SHELL ON RAW SHRIMP	SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	SALE $9.99/EA 10 LB PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE
SALE $3.99/EA 125 CT-BAG VITAL TEA	SALE 3/$4.99 300 GM OWNER DRY CAKE	SALE $6.99/EA 700 GM SPICY RAMEN NOODLES (BULDAK)	SALE $15.99/EA 5 LITER KIRLANGIC SUNFLOWER OIL	SALE 2/$6.99 1 LITER RAJDHANI MUSTARD OIL

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

SHOP & WIN $250 RAFFLE DRAW — Premium Supermarket

11TH WEEK LUCKY WINNERS NOV 11TH TO NOV 17TH 2023

BELLEROSE	BRONX	JACKSON HEIGHTS	JAMAICA	OZONE PARK
THARU TAZ TEL: 347-657-8911	TANEEZA RAZO BIBI MOURIFF, MD S ALI TEL: 347-658-0134	ALAMGIR SHARIF KHAN TEL: 347-658-4362	JAMAL ISLAM MOHAMMED KHAN, MD HASSAN TEL: 347-626-8798	PRIYA MALEK, MOHAMMAD ROSUL EMRAN HUSSAIN TEL: 347-658-0972

10TH WEEK LUCKY WINNERS PICTURE

BELLEROSE: THARU, TAZ
BRONX: RAMEL HUSSAIN, SUMAIYA SWEETY, MAIDUL ISLAM
JACKSON HEIGHTS: MD. TARIF KHAN, MD. LUTFOR RAHMAN MIZANUR RAHMAN
JAMAICA: ANTHONY JONNSON, SHAHANA PARVIN, AFIA BEGUM
OZONE PARK: ISHTIAQUE ALI MUHAMMAD A, NUSRAT TANZIA

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

NYPD Traffic Enforcement Agent দের ইউনিয়ন CWA Local 1182 এর নির্বাচনে কমিউনিটির পরীক্ষিত সৈনিক এবং জব সেমিনারের সফল উদ্যোক্তা খান শওকত এর প্যানেল কে নির্বাচিত করে মূলধারায় আমাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করুন ।

Election-2023

VOTE TO STOP CORRUPTION & BETTER DIRECTION.

Better Union, Better Representation

Khan Showkat
President

Ahmad Mumtaz
Vice President

Chandan Das
Secretary Treasurer

Deb Dipal
Bx/Qns Delegate

Md Khan
Bx/Qns Delegate

Hock Ling Ding
Manhattan Delegate

Frank Fraser
Manhattan Delegate

Denia Cesar
Bkln/SI Delegate

Ballots will be mailed out on 11/29/2023 & will be counted on 12/20/2023.

a member since 2001

OUR AGENDAS

1. Members welfare fund. Max salary according to joining date. Forensic Audit & take legal steps to recover unauthorized spent money. File class action lawsuits to recover $744,000 & reimburse back to members.

2. Membership ID card, Reduce Union dues & operating costs, Financial updates regularly. Amend bylaws, top 3 executives restrict to 2 terms. Magazines with members' thoughts. Active all sub committees & empowered them. Official Facebook & Activity Logbook for Union Leaders.

3. Better training for Delegates and command Delegates and standard CD hearings to insure members' rights. Monthly Virtual meetings with members.

4. Introduce information seminars: Retirement Planning/ NYCERS benefits/ promotions exam coaching/ Medical/Dental/Vision & Prescription benefits/ Insurance Benefits/ Social Security benefits/ Housing benefits/ Labor rules/ OSHA regulations, etc.

5. Demand the file grievances: Stop Unfair management practices, Title change to TSO/TEO, Resolve Squad average, Resolve CD procedures, Active Local law 56, More Permits, Extend self enforcement areas, protection and safety, Adequate upgrade department vehicles, Adequate command floor space as per OSHA and labor regulations, Fair Promotions and upgrades opportunities, Better coverage and benefits etc.

6. Voting will be in front of every command, not by mail anymore.

> "Corruption and greedy leadership are destroying all the dreams and expectations of our members and our family members. Those Leaders are using this union as a vending machine for their own interests. They don't care members' opinions and any accountability. In order to save this union, it is very important to throw them out and establish a new leadership."
>
> – ***Khan Showkat***

Political Connections are Important to Achieve Demands

Khan Showkat with Senator Chuck Schumer.

Khan Showkat with Mayor Eric Adams.

Khan Showkat with Attorney Gen. Letitia James.

Khan Showkat with Hillary Rodham Clinton.

Will You Vote for Rahim & Sadik? YES or NO ??

(1). 500 members demanded a Free Annual Picnic. The board said "**NO**".
(2). 661 members demanded the $744,000 be returned from Syed Rahim or his impeachment. The board said "**NO**".
(3). 500 members demanded a forensic audit. The board said "**NO**".
(4). 200 members demanded a new Election Committee. The board said "**NO**".
(5). Hundreds of members demanded to update membership lists. The board said "**NO**".
(6). Hundreds of members demanded of remove the name of the bankrupt precedent from the bank accounts. The board said "**NO**".
(7). Former Office Secretary sued and costing us $744,000. The current Office Secretary takes salary sitting at home, not sitting in the office. Members have repeatedly demanded to hire someone new. The board said "**NO**".
(8). Members have repeatedly demanded to show us vouchers and receipts of the Accounts. The board said "**NO**".
(9). On 6/05/2020 CWA National Presidential meeting identified 37 irregularities and the loss of more than a million dollars about Local-1182. Hundreds of members demanded that for taken actions against the violators. The board said "**NO**".
(10). Hundreds of members have repeatedly demanded to reduce Union dues. The board said "**NO**".

Rahim & Sadik both are on the board. They did not accept any of your demands. Now they want your vote.

What you will say to them? YES or NO?

শুষ্ক কফ বা কাশি সেরে যাবে ওষুধ ছাড়াই, যদি ...

পরিচয় ডেস্ক: শীতকালে আবহাওয়া যেমন ভাল থাকে তেমনই এই সময় একাধিক রোগ সমস্যাও জাঁকিয়ে বসে। এই সময় ঠান্ডা লাগার সমস্যা থাকে বাড়িতে বাড়িতে। একই সঙ্গে কফ, সর্দি-কাশি এসব তো থাকেই। শীতে বাড়ে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির সমস্যা। আবারও শীতেই বাড়ে কোভিডের চোখরাঙানি। সব মিলিয়ে শিশু থেকে বয়স্ক সকলকেই এই কয়েকটা মাস একটু সাবধানে থাকতে হয়। নাক দিয়ে জল পড়া, কাশি, জ্বর, বদহজম, অম্বল এসবও লেগে থাকে শীতকালে। তবে শীতের সময় সবচাইতে বেশি যে সমস্যা ভোগায় তা হল কাশি। গলা খুশখুশ কাশি এই সময় লেগে থাকে। শীতে দূষণ বাড়ে যে কারণেও সমস্যাও অনেকটা বাড়ে। এই দূষণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। কাশি হলে কফ সিরাপে কাজ হয় ঠিকই তবে সব সময় অ্যান্টিবায়োটিকের উপর ভরসা করে থাকা ঠিক নয়। তাই চেষ্টা করুন ঘরোয়া কোনও উপাদান ব্যবহার করার। মধু-কাশি ও গলা ব্যথায় খুব ভাল কাজ করে। বছরের পর বছর ধরে শীতে শরীর সুস্থ রাখতে মধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মধু-তুলসীপাতা এসব তো খাওয়া হতই। তবে এবার মধু এই রকম উপায়ে খেয়ে দেখুন। এতে গলা ব্যথার সমস্যা দূর হবে সেই সঙ্গে শরীরও সুস্থ থাকবে। মধুর সঙ্গে পেঁয়াজের রস মিশিয়ে দিলে আরও ভাল কাজ হয়। পেঁয়াজে প্রচুর পরিমাণে কোয়ারসেটিন রয়েছে আর এর সঙ্গে মধু মিশলে খুব ভাল কাজ করে।

কী ভাবে ঘরে বানিয়ে নেবেন এই সিরাপ : একটি বয়ামের মধ্যে মধু ভর্তি করে দিন। এবার এতে পেঁয়াজ থেঁতো করে রস বার করে ২ চামচ রস মিশিয়ে দিন। ভাল করে ঝাঁকিয়ে মুখ বন্ধ করে ৫-৬ ঘন্টা রেখে দিন। বা সারারাতও এইভাবে রাখতে পারেন। এবার দিনের মধ্যে ২ চামচ করে এই মিশ্রণ খান। এভাবে তৈরি হয়ে গেল কাশির সিরাপ। কফ সিরাপের পরিবর্তে এই ঘরোয়া টোটকা মানুন, দু দিনের মধ্যে কাশি হবে ভ্যানিশ। ছোট থেকে বড় সকলেই খেতে পারেন এই সিরাপ।

নিয়মিত টমেটোর জুস পানে হার্ট ভালো থাকবে

পরিচয় ডেস্ক: বিভিন্ন মুখোরোচক পদে টমেটো ব্যবহারের পাশাপাশি টমেটোর জুস খেলেও কিন্তু মিলবে অনেক উপকার। টমেটোর জুস নিয়মিত পান করলে ভালো থাকবে হার্ট। এই পানীয় আপনাকে আরও কিছু জটিল অসুখ থেকে দূরে রাখবে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। তাই অনেক পুষ্টিবিদদের সকলকেই প্রতিদিন নিয়ম করে টমেটোর জুস খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আসুন টমেটোর জুসের একাধিক গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

পুষ্টির উৎস: পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, টমোটোর জুসে রয়েছে পুষ্টির ভাণ্ডার। এই পানীয়ে মজুত রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালোরি, ফাইবার, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ভিটামিন বি১, ভিটামিন বি৩, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি৯, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, কপার এবং ম্যাঙ্গানিজ সহ একাধিক উপকারী ভিটামিন ও খনিজ। এছাড়া এই পানীয় আপনাকে দিবে অত্যন্ত উপকারী কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা কিনা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করেবে।

কমাবে ইনফ্লামেশন : শরীরের সমস্ত ক্রনিক রোগের পেছনে রয়েছে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ। তাই রোগমুক্ত জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা থাকলে যে করেই হোক ইনফ্লামেশন কমাতে হবে। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে টমেটো জুস। টমেটো জুসে রয়েছে লাইকোপেন নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। আর এই উপাদান প্রদাহ কমাতে খুবই কার্যকরী।

সুস্থ রাখবে হার্ট : বর্তমানে অনেক কম বয়সীরাও হৃদরোগে ভুগছেন। তাই বিশেষজ্ঞরা সব বয়সিদেরই হার্টের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আর ভালো খবর হল, আপনার হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করতে পারে টমেটোর জুস। আসলে এতে উপস্থিত লাইকোপেন ও বিটা ক্যারোটিন হার্ট সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

ক্যানসার রোধে রাখবে ভূমিকা : ক্যানসারের মতো জটিল অসুখে আক্রান্ত হলে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। তবে জানলে অবাক হবেন, ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে টমেটোর জুস। আসলে এই জুসে এমন কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উপস্থিতি রয়েছে যা এই মারণ রোগ প্রতিহত করার কাজে সাহায্য করতে পারে। তাই প্রতিদিনের খাবারে রাখতে পারেন টমেটোর জুস।

কারা খাবেন না? অনেকেই টমেটোর জুস পান করলে গ্যাস, অ্যাসিডিটির মতো সমস্যায় পড়েন। এসব ক্ষেত্রে টমেটোর জুস এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এছাড়া নিয়মিত টমেটোর জুস খেলে ইউরিক অ্যাসিডের ব্যথা, যন্ত্রণা বাড়তে পারে। তাই এই রোগে ভুক্তভোগীরা অবশ্যই এই পানীয়ের থেকে দূরে থাকুন। তাহলেই সুস্থ থাকতে পারবেন।

সর্দি-কাশি দূর করতে পেঁয়াজই যথেষ্ট

পরিচয় ডেস্ক: পেঁয়াজ ব্যবহার করে মাত্র একদিনেই কাশি সারিয়ে তোলা সম্ভব। সর্দিতেও পেঁয়াজ ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়। সবচেয়ে ভালো হয় কাঁচা পেঁয়াজের ব্যবহারে।

গবেষকরা বলছেন, পেঁয়াজের মধ্যে থাকা সালফার ও ফ্লাভোনয়েড নামক হৃদরোগে ভালো ফল দেয়। এ ছাড়া বাতরোগ উপশম এবং ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতেও এসব উপাদান ভূমিকা রাখে। সর্দি ও কাশি কমাতে পেঁয়াজ দুভাবে ব্যবহার করা যায়।

প্রথমে এক কেজি পেঁয়াজ আর তিন লিটার পানি নিতে হবে। পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে সেগুলো টুকরো করে কাটতে হবে। কাটা পেঁয়াজ একটি পাত্রের মধ্যে নিয়ে পানি দিতে হবে। এবার পাত্রটির পানি গরম করে নিন। এরপর নামিয়ে এটি ঠান্ডা হতে দিন। কয়েকবার নেড়ে দিন। স্বাদের জন্য এর মধ্যে মধু বা লেবুর রস দেওয়া যেতে পারে। এভাবে দিনে ২ বার দেড় গ্লাস করে পান করুন।

এ ছাড়া আরেকভাবেও কাশি কমাতে পেঁয়াজ ব্যবহার করা যায়। এতে একটি অর্গানিক আপেল ও একটি মাঝারি আকারের পেঁয়াজ নিতে হবে। সেই সঙ্গে ১০টি আখরোট। এবার পেঁয়াজ ধুয়ে টুকরো করে নিন। আপেলও ধুয়ে টুকরো করে নিতে পারেন। আখরোট ভেঙে ছোট টুকরো করে নিতে হবে। একটি পাত্রে সব উপাদান নিয়ে তাতে পানি মেশান। পানি অর্ধেক না হওয়া গরম করতে থাকুন। পরে নামিয়ে ঠান্ডা করুন। স্বাদের জন্য মধু বা লেবুর রস দিতে পারেন। দিনে দুই থেকে তিনবার এই পানীয় খেতে থাকুন। কাশি কমে যাবে।

যেসব খাবারে বাড়বে হাড়ের শক্তি

পরিচয় ডেস্ক: বয়স বাড়লে হাড়ের ক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা প্রতিরোধ করা কঠিন। নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর মেয়েদের শরীরে বিভিন্ন রকম হরমোনের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করে। এই সব হরমোন সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে হাড়ের ক্ষয় রোধ করতে সাহায্য করে। ফলে হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে সহজেই।

পুরুষদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা মহিলাদের মতো দ্রুত না হলেও অস্টিয়োপোরোসিসের সমস্যা হয় তাঁদেরও। হাড়ের ক্ষয় রোধে ক্যালশিয়ামযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। তবে শুধু ক্যালশিয়াম খেলেই যে হাড় ভাল থাকবে, এমনটা কিন্তু নয়। কিডনি বা মূত্রনালিতে এই খনিজটি জমলে উল্টো বিপত্তি হতে পারে। ক্যালশিয়ামকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে প্রয়োজন আরও পাঁচ উপাদান।

১) জিংক

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করে জিংক। অস্টিয়োপোরোসিসের মতো রোগ প্রতিরোধে জিংক অপরিহার্য। দুগ্ধজাত খাবার, কুমড়ার বীজ, বাদাম এবং ডিমের মধ্যেও জিংক থাকে।

২) ভিটামিন সি

হাড় ঠিকমতো বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভিটামিন সি। এ ছাড়া, এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে। তাতে সামগ্রিক ভাবে হাড়ের অসুখের ঝুঁকি কমে। তাই এই মৌসুমে নিয়ম করে লেবু, কমলা জাতীয় খাবার খাওয়া উচিত।

৩) ভিটামিন কে ২

হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ভিটামিন কে অত্যন্ত জরুরি একটি উপাদান। হাড়ের উপর কতটা ক্যালশিয়াম সঞ্চিত হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে ভিটামিন কে। শরীর যাতে যথেষ্ট ভিটামিন কে পায়, তার জন্য *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

‘ফলের রানি’ আঙুরের উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: আম যদি ‘ফলের রাজা’ হয়, তবে আঙুরকে বলা হয় ‘ফলের রানি’। আর বলার কারণও রয়েছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, প্রতিদিন নিয়ম করে আঙুর খেলে, শরীরে বহু রোগ বাসা বাধতে পারে না। একবার দেখে নিন, আঙুর খেলে কী কী উপকার হতে পারে আপনার-

১) আঙুরে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। যা বার্ধক্য রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২) রাতের খাবার খাওয়ার পরে এক গ্লাস আঙুরের জুস আপনার হার্টের সমস্যা সারিয়ে দিতে পারে।

৩) কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা রোধ করতে আঙুরের জুড়ি মেলা ভার। কেননা, এতে বিভিন্ন অর্গানিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি থাকে, যা কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে সাহায্য করে।

৪) আঙুরে ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস নামে এক ধরনের উপাদান থাকে। যা শরীরের রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে। যারা রক্ত সঞ্চালনের ভারসাম্যহীনতায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে আঙুর খুবই উপকারী।

৫) ক্যানসার রোধেও আঙুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আঙুরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফামিটরির মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে। যা ক্যানসার রোধে সাহায্য করে।

৬) মাথাব্যাথা বা মাইগ্রেনের সমস্যা দূর করতেও আঙুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৭) হজমের সমস্যার সমাধানেও আঙুরের ভূমিকা অপরিসীম।

৮) দেহে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে আঙুর। যার ফলে কিডনি ভাল থাকে।

৯) আঙুরে ফাইটোকেমিক্যাল, ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় ত্বকের জন্যও এই ফলটি বেশ উপকারী।

১০) চোখ ভাল রাখতেও এই ফল বেশ কার্যকারী।

১১) বহু মানুষের চুলে খুশকির সমস্যা রয়েছে। অনেকের চুলের ডগা ফেটে গিয়ে রুক্ষ হয়ে পড়ে যায়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে আঙুর বেশ উপকারী।

আঙুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কিন্তু এর বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে

এক নজরে দেখতে গেলে আঙুর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু এর বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। অতিরিক্ত আঙুর খেলে দেখা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

সজি মাত্রেই স্বাস্থ্যকর, তবে কাঁচা না কি রান্না করে, কী ভাবে খেলে বেশি সুফল মিলবে?

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই মনে করেন, সমস্ত স্বাস্থ্যগুণ পেতে গেলে কাঁচা সজি খাওয়া জরুরি। আবার কারও মতে, রান্না করা সজিই সবচেয়ে ভাল দেখাশোনা করে শরীরের। কোন দিকে পাল্লা ভারী?

জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার আগে থেকেই বাজারে শীতকালীন সজি ভিড় করতে শুরু করেছে। শিম, গাজর, পেঁয়াজকলি, পালংশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপিড়মরসুমি সজির তালিকা বেশ দীর্ঘ। বাজারে ব্যাগে মাছ, মাংসের সঙ্গে রকমারি সজিও থাকছে। সজির স্বাস্থ্যগুণ নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার দরকার নেই। ওজন কমানো থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এমনকি কঠিন রোগের ঝুঁকি কমাতেও সজির জুড়ি মেলা ভার। সজি দিয়ে বাহারি পদ রাখলে মাছ, মাংস দরকার পড়ে না। সজি স্বাদ এবং স্বাস্থ্য, দুইয়েরই যত্ন নিতে পারদর্শী। কিন্তু সজি খাওয়া নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, সমস্ত স্বাস্থ্যগুণ পেতে গেলে কাঁচা সজি খাওয়া জরুরি। আবার কারও মতে, রান্না করা সজিই সবচেয়ে ভাল দেখাশোনা করে শরীরের। কোন দিকে পাল্লা ভারী?

পুষ্টিবিদেরা জানাচ্ছেন, সজি দু'ভাবেই খাওয়া যেতে পারে। তবে নির্ভর করছে, কোন সজি কী ভাবে খাচ্ছেন। কাঁচা সজিতে জলের পরিমাণ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মুলো থেকে কমলালেবু... শীতের এই ৫ খাবার খেলেই ব্লাড প্রেশার বাড়বে না

পরিচয় ডেস্ক: শীতকাল এলেও শান্তি নেই। জ্বর-জ্বালা লেগেই থাকে। বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্য থেকে বয়স্ক সকলেই কোনও না কোনও রোগে ভুগতে থাকেন। ঠান্ডা লাগার ধাত যাঁদের, একটু পারদ নীচে নামলেই সর্দি-কাশি হয়। একইভাবে, যাঁরা সারাবছর প্রেশারের ওষুধ খান, তাঁদেরও সামলে চলতে হয় এই ঋতুতে।

শীতকালে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে, মানবদেহের শিরা ও ধমনীগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। তখন দেহের তাপমাত্রা ও রক্ত সঞ্চালন বজায় রাখার জন্য শরীরকে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করতে হয়।

এতে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তাই যাঁরা আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের আরও সাবধানে থাকতে হয়। আর যাঁরা বার্ধক্যের দিকে ধীরে-ধীরে এগোচ্ছেন, তাঁদেরও সচেতন থাকতে হয়। গরম পোশাক পরা, যোগব্যায়াম করার মতো লাইফস্টাইলে ছোটখাটো বদল এনে আপনি রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। এছাড়া সবচেয়ে জরুরি হল খাওয়া-দাওয়া। শীতকালীন খাবার দিয়ে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমানো যায়। তার সঙ্গে হার্টকে সুস্থ রাখা যায়। কিন্তু কোন-কোন খাবার খাবেন? রইল টিপস।

মেথি: মেথি দানা হোক বা মেথি শাক, শীতকালে যেটাই খাবেন, আপনার রক্তচাপ বশে থাকবে।

তার সঙ্গে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমবে। এমনকি সুগার লেভেলও একদিক-ওদিক করবে না।

অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহারে বাড়ছে বিপদ, মেরুদণ্ড-ঘাড় বেঁকে যাবে অচিরেই যদি না এখনই সচেতন হন

পরিচয় ডেস্ক: আজকাল সকলেই মোবাইলে আসক্ত। জন্মের মোটামুটি ৬-৭ মাস পর থেকেই শিশুদের মোবাইলের প্রতি একটা আসক্তি জন্মায়। কোভিডের পর থেকে বড়রাও ভীষণ রকম মোবাইলে বুঁদ। দিনের বেশিরভাগ সময়ে মোবাইল ফোন যতক্ষণ হাতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাড় সামনের দিকে হেলে থাকে। একটানা এভাবে ঘাড় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে বলে মেরুদণ্ড বেঁকে থাকে। এভাবে মেরুদণ্ড সংকুচিত হতে থাকলে এবং একই ভাবে ফোন হাতে বসে থাকলে শরীরের অনেক জায়গায় ব্যথা হতে পারে। এই সমস্যায় এখন সকলেই ভুক্তভোগী। আর এই সিনড্রোমকে বলা হয় ‘টেক্সট নেক সিনড্রোম’। মেরুদণ্ডের জয়েন্টে বার বার এভাবে চাপ পড়তে থাকলে হার্নিয়েটেড ডিস্ক, স্নায়ুর উপর

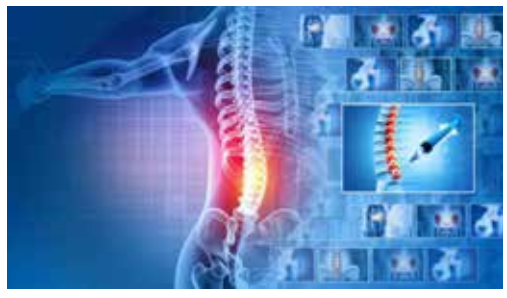

বিশেষ চাপ পড়ে। সেখান থেকে বাকি অন্য সমস্যা আসে। পিঠের উপরের অংশে তীব্র ব্যথা, ক্র্যাম্প ধরা, কাঁধ শক্ত হয়ে যাওয়া এসব খুবই সাধারণ লক্ষণ। শুধু তাই নয় চাপ পড়ে আমাদের সার্ভিকাল নার্ভের উপরেও। যে কারণে একটা চিনচিনে ব্যথা ঘাড় থেকে শুরু হয়ে হাত, আঙুল পর্যন্ত চলে আসে। অনেক সময় ব্যথা এমনই হয় যে মনে হয় ইলেকট্রিক শক লেগেছে। এই সমস্যা সার্ভিকাল রেডিকুলোপ্যাথি নামে পরিচিত। যাঁরা সারাক্ষণ ঘাড় নামিয়ে একটানা কম্পিউডার, ল্যাপটপে কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রেও হতে পারে এই সমস্যা।

ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই ঘাড় একদিকে বেঁকে যায়। মোবাইল নিয়ে বসে থাকার সময় বা ল্যাপটপে কাজ করার সময় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশ দিয়ে বিভিন্ন পদ তৈরি করা যায়। তার মধ্যে কাঁচকলা দিয়ে ইলিশের ঝোল বেশ জনপ্রিয়। গ্রাম থেকে শুরু করে শহরবাসীরাও এই পদ খেতে ভালোবাসেন। কাঁচকলা শরীরের জন্য অনেক উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। অন্যদিকে ইলিশের আছে বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা। এক ইলিশ খেলেই বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি মেলে।

তাই কাঁচকলা ও ইলিশ একসঙ্গে রান্না করলে সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যকর এক পদ তৈরি হয়।

উপকরণ: কাঁচকলা ৫০০ গ্রাম, ইলিশ মাছ ৪ টুকরো, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচের ফালি ৫/৬টি , তেল ২ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ ও পরিমাণমতো লবণ। পদ্ধতি: প্রথম কলার খোসা ছড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিন। তারপর হলুদ মাখিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। আবারও লবণ ও হলুদ মাখিয়ে মাছগুলোকে হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। এবার প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচের ফালি দিয়ে সামান্য নেড়ে নিন। তারপর কলা দিয়ে দিন। চাইলে এর সঙ্গে আলু বা কাঠালের বিচিও দিতে পারেন। এবার লবণ ও হলুদ দিয়ে দিন। অল্প করে পানি দিয়ে কয়েক মিনিট ঢেকে রান্না করুন। পানি শুকিয়ে কলা কিছুটা সেদ্ধ হলে ভালো করে নেড়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। এবার যতটুকু ঝোল রাখতে চান সে অনুযায়ী পানি দিয়ে দিন। পানি ফুটতে শুরু করলে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে ঢাকনা দিয়ে প্রায় ৫-৭ মিনিট রান্না করুন। কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিন। ঝোল কিছুটা মাখো মাখো হলে চুলার বন্ধ করে দিন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল কাঁচকলা দিয়ে ইলিশ মাছের তরকারি।

গরুর ঝাল ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাতের সাথে গরুর মাংসের ঝাল ভুনা খেতে অসাধারণ। বানিয়ে নিন খুব সহজে।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, লবণ প্রয়োজনমতো, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, শুকনা মরিচ ১০-১২টা, সয়াবিন তেল পৌনে ১ কাপ।

প্রণালীঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা দিয়ে মাংস আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তেলে পেঁয়াজ ভেজে বেরেস্তা করে এবং শুকনা মরিচ ভেজে তুলে রাখতে হবে। ওই তেলে মাখানো মাংস দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। প্রয়োজনে অল্প গরম পানি দিতে হবে। সেদ্ধ হলে পেঁয়াজ বেরেস্তা ও শুকনা মরিচ গুঁড়া করে দিতে হবে। ১৫ মিনিট দমে রেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

গরম ভাতের সঙ্গে "ভাপা মাগুর মাছ"

পরিচয় ডেস্ক: মাগুর মাছ স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। ১০০ গ্রাম মাগুর মাছে আছে ৮৬ ক্যালরি, ১৫ গ্রাম প্রোটিন, ২১০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৯০ মিলিগ্রাম ফসফরাস ও শূন্য দশমিক ৭ মিলিগ্রাম আয়রন।

যারা মাগুর মাছ খেতে পছন্দ করেন, তারা এবার স্বাদ পাল্টাতে তৈরি করতে পারেন মাগুর মাছের পাতুরি। অর্থাৎ ভাপে মাগুর মাছ রান্না করা। পুষ্টিবিদদের মতে, ভাপা হলো রান্নার সর্বোত্তম পদ্ধতি। এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে।

ইলিশ বা চিংড়ি ভাপা যেভাবে রান্না করা হয় মাগুর ভাপার পদ্ধতিটিও প্রায় এক রকম। তবে মাগুর ভাপার ঝামেলা কম। সরিষা, পোস্ত বা নারকেল বাটার দরকার পড়ে না। উপকরণ সামান্য। খেতেও ভারি চমৎকার।

উপকরণ: মাগুর মাছ ৬ টুকরো, জিরা বাটা বা গুঁড়া দেড় চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল পরিমাণমতো, টিলের টিফিন বক্স (ঢাকনা যেন শক্তভাবে আটকে থাকে)।

পদ্ধতি: প্রথমে মাগুর মাছ খুব ভালো করে ধুয়ে নিন। তারপর জিরার গুঁড়া সামান্য পানিতে গুলে নিন। গাঢ় পেস্ট হতে হবে। এরপর হলুদ ও মরিচের গুঁড়াও সামান্য পানিতে গুলে নিন। এতে গুঁড়া মসলার মধ্যেও বাটা মসলার মতো স্বাদ আসবে। এরপর কাঁচা মরিচ বেটে নিন। তারপর একটি পাত্রে মাগুর মাছ, জিরা বাটা, হলুদ, কাঁচা মরিচ, লবণ ও পরিমাণমতো সরিষার তেল নিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। ম্যারিনেট করা মাছ ২০ মিনিট দিয়ে ঢেকে রেখে দিন। এরপর টিফিন বাক্সে ম্যারিনেট করা মাছ রেখে দিন। তারপর বড় কড়াই নিয়ে তার মধ্যে স্ট্যান্ড বসিয়ে টিফিন বক্সটি বসিয়ে দিন।

বক্সের মুখ যেন না খোলে। প্রয়োজনে বক্সের ঢাকনার উপরে কোনো ভারি জিনিস বসিয়ে দিতে পারেন। এরপর পাত্রে পানি ঢালুন। টিফিন বক্সের বাইরের অর্ধেক তল অবধি যেন পানিতে ডুবে থাকে।

তারপর কড়াইয়ে ঢাকনা দিয়ে আধা ঘণ্টা মাঝারি আঁচে রেখে দিন। আধা ঘণ্টা পর আঁচ বন্ধ করে দিলেও টিফিন বক্সটি খুলবেন না। ঘণ্টাখানেক পর টিফিন বক্স খুলে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন স্বাদে সেরা মাগুর মাছ ভাপা।

সরিষার তেলে মুরগির কষা মাংস

পরিচয় ডেস্ক: স্বাদে বদল আনতে মুরগির মাংস রান্না করে ফেলতে পারেন একটু ভিন্ন রেসিপিতে। সরিষার তেলে যেভাবে কষা মুরগির মাংস রান্না করবেন:

১ কেজি মুরগির মাংসের সঙ্গে ১টি পেঁয়াজ ও টমেটো কুচি মিশিয়ে নিন। ২০০ গ্রাম টক দই, ১ চা চামচ জিরার গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও হলুদ গুঁড়া মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখুন মাংস। ব্লেন্ডারে রসুন ও শুকনো মরিচের সঙ্গে ভিনেগার মিশিয়ে ঘন ও মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন।

কড়াই বসিয়ে দিন চুলায়। সরিষার তেল গরম করে রসুনের পেস্ট ও ম্যারিনেট করা মাংস ঢেলে দিন। ভালো করে কষিয়ে নিন। আলুর টুকরো ও কাঁচা মরিচ দিয়ে মাঝারি আঁচে রেখে মাংস কষাতে থাকুন। কিছুক্ষণ ঢেকে রেখে সেদ্ধ করে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে ১ চা চামচ বিরিয়ানি মসলা দিন। অল্প পরিমাণে গরম পানি ঢেলে দিন। পানি শুকিয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন

১৪ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের দলের অর্থাৎ ডেমোক্রেটদের সমর্থনও শেষ পর্যন্ত পাননি। বোঝা গেছে সমাজতন্ত্রীদের স্বতন্ত্র দল চাই। এই বোধটা এখন সবদেশেই শক্তিশালী হচ্ছে। বাস্তবতাই বুদ্ধি যোগাচ্ছে।

তা আমাদের এই সর্বজনীন উৎসব তো আসবে, যাবে; কিন্তু বাস্তবতাটা রয়েই যাবে। তার উন্মোচনও নতুন নতুন ভাবে ঘটবে, ঘটতেই থাকবে। তবে আমাদেরকে প্রত্যেককেই ঠিক করতে হবে, দক্ষিণ ও বামের চরম যুদ্ধে আমরা কে কোন পক্ষে। নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। কোনো কালেই ছিল না, এখন যখন মেরুকরণ ব্যাপক ও গভীর হয়েছে তখন তো নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগই নেই; নিরপেক্ষতা অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতিত্বকে লুকিয়ে রাখা। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করাটা কি বাঞ্ছনীয়? সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এমিরেটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।ঢাকার দৈনিক ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

শতবর্ষে বেঙ্গল প্যাক্ট

১৬ পৃষ্ঠার পর

রাজনীতির সুবিধার জন্য ধর্মের ব্যবহার, ক্ষমতার স্বার্থে ধর্মীয় বিভাজন উসকে দেওয়া- বাংলায় এর বিস্তার বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু। ক্ষমতা কাঠামো নিজেদের পক্ষে রাখতে সেই সময়ে এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরির নেপথ্য কারিগর ধরা হয় ইংরেজ শাসকদের। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন প্রতিহত করার কৌশলও তারা নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ইংরেজরা আসার আগে বাংলা অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বলে কিছু ছিল না। যুগ যুগ ধরে বাঙালি মিলেমিশে ছিল। অসাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে বাংলা এগিয়ে ছিল বলেই ইউরোপের লোকেরাও এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শঙ্কা নিয়ে ইতিহাসবিদ ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ''এই বিষয়ে রাষ্ট্রকাঠামোকে সজাগ হতে হবে। তাদের উদ্যোগে সবাইকে নিরাপত্তাবলয়ে নিয়ে আসতে হবে। সুশীল সমাজের প্রভাব এখন কম, তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিতে রাজনীতিকদের বড় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।-- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সৌজন্যে

সংসদ সদস্য : বাংলাদেশে

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানই এ নিয়ে প্রশ্ন করছে না। অথচ দেশে দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটা মহাক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কারো অভিযোগ করার দরকার নেই, যেহেতু হলফনামায় নিজেরাই স্বীকার করেছে, দুদক কি পারতো না স্বতপ্রণোদিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে? কিন্তু তারা তা করছে না, কখনো করেছে বলে আমরা জানি না।

এসব হলফনামা দেখার পর একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠতেই পারেড়দেশের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা কোনটি? স্মাগলিং, জালটাকা তৈরি, মাদক বেচা, এসবকে যদি ব্যবসা হিসাবে বিবেচনা না করেন, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় এমপি হতে পারাটাই সম্ভবত সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। তাবৎ দুনিয়া ঘুরে আর কোনো ব্যবসা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে এত অল্প সময়ে এত বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া সম্ভব।

কিছুদিন আগে একটা খবর দেখলাম। আমাদের এমপিদের মধ্যে ৬১ শতাংশ নাকি ব্যবসায়ী। অর্থাৎ, তিনশ্ব জন এমপির মধ্যে ১৮৩ জনেরই মূল পেশা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। আগে কেবল ব্যবসা করতেন, এখন সেটার পাশাপাশি তারা এমপি হয়েছেন। এই যে ব্যবসায়ীদের এমপি হতে এত বিপুল আগ্রহ, সেটার কারণ কিন্তু আর কিছু নয়। কারণ হচ্ছে- তারা টের পেয়ে গেছে, এতদিন তারা যত ব্যবসা করেছে, সেসব আসলে এই সংসদে বসার তুলনায় কিছুই নয়। অনেক বেশি অর্থ সম্পদ আয় হয় এই পেশায়।

দেশটা আসলে এভাবেই চলছে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করার জন্য যাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছানো নিয়ে। আইন প্রণয়ন বা সংশোধন নিয়ে তাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। একটা হিসাবের দিকে বরং তাকানো যেতে পারে। কিছুদিন আগে টিআইবির একটা গবেষণা দেখলাম। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমান (একাদশ) জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ২২ অধিবেশন পর্যন্ত (জানুয়ারি ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২৩) সময়ে সংসদের মাত্র ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ সময় ব্যয় হয়েছে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে। বিষয়টি উপলব্ধির জন্য অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ২০১৯-২০ সালে যুক্তরাজ্যে এর হার ছিল ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ, আর ভারতে ২০১৮-১৯ সালে এ হার ছিল ৪৫ শতাংশ। আসলে আইন প্রণয়ন নয়, জাতীয় সংসদে আমাদের সংসদ সদস্যদের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হয় বিশেষ ব্যক্তির স্তুতি, নিজেদের ব্যবসায়িক ধান্দার অনুকূলে নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে।

বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছেড়আঙুল ফুলে কলাগাছ। সরকারের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির চলমান ধারা দেখে এখন মনে হয় এই প্রবাদটির পরিবর্তন জরুরি হয়ে গেছে। কলাগাছ বললে এখন যেন প্রকৃত বাস্তবতাটা ঠিক প্রকাশিত হয় না। বরং বটগাছই হতে পারে এখানে যথাযথ উদাহরণ। তাহলেই যেন তাদের লাগামছাড়া সম্পদবৃদ্ধিকে যথাযথ মূল্যায়ন করা যায়। - জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

সরকারের চোখ অভিবাসীদের

১৮ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বজুড়ে কর্তৃত্বপরায়ণ নেতাদের দৌরাত্ম্য যত বাড়ছে, ততই অভিবাসনের সম্ভাবনা কমে আসছে?

এই তো গত জানুয়ারিতে লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ল্যাম্পেদুসায় যাওয়ার পথে হাইপারথার্মিয়া বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় জমে ৭ বাংলাদেশির মৃত্যু হলো। ইতালির কোস্টগার্ড মরদেহ নিয়ে ভাসতে থাকা নৌকা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করেছিল। তাতে কার কী এসে গেল!

যদি সরকার আন্তরিকই হতো তাহলে তো দালালদের দৌরাত্ম্য দেখতে হতো না। এত এত মানুষের সলিলসমাধির পর মাত্র গতকাল রোববার আমরা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনকে বলতে শুনলাম, অনিয়মিত উপায়ে অভিবাসনের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্যা সমাধানে সমন্বিত কাজ করা হবে।

তা এত দিন ধরে সরকার কী করছিল? সেই জবাব কবে পাওয়া যাবে? আর আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন আরও এক কাঠি সরেস। তিনি বলেছিলেন, গুম হওয়া লোকজন ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা গিয়ে থাকতে পারে।

বাংলাদেশের ফিরতি টিকিট কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মেক্সিকোয় আটক তরুণেরা বলেছিলেন, তাঁরা প্রয়োজনে মরে যাবেন, তবু দেশে ফিরবেন না। দেশ ছাড়ার এমন মরিয়া চেষ্টা কেন? কেন এই দেশটা তরুণদের দেশের ভেতরে ভালো কাজের সুযোগ করে দিতে পারে না? আসলেই কি বাংলাদেশ আমাদের তরুণদের জানের প্রতি যত্নশীল? না তাদের মালটুকুই আরাধ্য? শেখ সাবিহা আলম, ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক।

'ফলের রানি' আঙুরের উপকারিতা

২৫ পৃষ্ঠার পর

দেয় একাধিক স্বাস্থ্য সমস্যা। ওজন বাড়তে পারে, কিডনির সমস্যা আসতে পারে এছাড়াও বাড়তে পারে রক্ত শর্করার পরিমাণও। কোনও খাবারই অতিরিক্ত খাওয়া ঠিক নয়। আর তাই যাঁরা ডায়েট করছেন, তাঁরা কিন্তু আঙুর এড়িয়েই চলুন।

আঙুর বেশি খেলে যে সব সমস্যা আসে

ডায়ারিয়া হতে পারে- চিনি সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলেই পেট কামড়ায়। সেখান থেকে ডায়ারিয়ার সমস্যা হতেই পারেয আঙুরের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঠিক তাই। যদি পেট খারাপের ধাত থাকে বা হজমের সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু আঙুর এড়িয়ে চলাই ভাল।

কিডনির সমস্যা- যাঁদের কিডনির সমস্যা রয়েছে তাঁদেরও আঙুর এড়িয়ে চলাই উচিত। আঙুর বেশি খেলেই কিডনির সমস্যা হয়। যেহেতু এটি রক্তশর্করাও বাড়িয়ে দেয় তাই ডায়াবিটিস ও কিডনির রোগীদের আঙুর এড়িয়ে চলা উচিত। এমনকী বাড়িতে কোনও পোষ্য থাকলে তাকেও আঙুর দেবেন না। এতে শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

ওজন বাড়ে- শীতকালে কম-বেশি সকলেরই ওজন বাড়ে। আর আঙুরের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালোরি। তাই রোজ নির্দিষ্ট পরিমাণের বাইরে গিয়ে আঙুর খেলে কিন্তু ওজন বাড়বেই। এছাড়াও আঙুরে প্রোটিনের পাশাপাশি ফ্যাটও থাকে। যা ওজন বাড়ার অন্যতম কারণ। এছাড়াও ফাইবার, কপার, ভিটামিন-কে এবং থায়ামিন রয়েছে আঙুরের মধ্যে।

গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত আঙুর নয়- আঙুরের মধ্যে থাকে পলিফেনল। এই পলিফেনল কিন্তু রেড ওয়াইনের মধ্যেও থাকে। এতে গর্ভস্থ শিশুর অগ্ন্যাশয়ের জটিলতা দেখা দিতে পারে। আর তাই এড়িয়ে চলুন রেড ওয়াইন।

অ্যালার্জির সমস্যায়- অনেকেরই অ্যালার্জির সমস্যা থাকে। তাঁদের কিন্তু আঙুর একেবারেই এড়িয়ে চলা ভাল। আঙুরের মধ্যে থাকে ট্রান্সফারেজ নামক একপ্রকার প্রোটিন। যা অ্যালার্জির সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও অ্যানাফিলাক্সিসের সমস্যা হতে পারে। যে কারণে জীবন সংশয়ও দেখা দিতে পারে। যাঁদের অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে তাঁদের আঙুর খেলেই গলা চুলকোনো, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, মুখের মধ্যে অ্যালার্জি এসব সমস্যা কিন্তু আসতেই পারে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-47 164th Street Jamaica NY 11432 **646-982-9938**	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

KT KHAN'S TUTORIAL

30 Years of Excellence!

WINTER SALE

Common Core
50% OFF
Original Price
12-Month Package

SHSAT
$250 OFF Sale Price
All Deluxe Packages

Hunter Exam
Up to 30% OFF
Original Pricing

Regents/GPA
1-Month Free w/
6-Month Package

SAT
March 9th SAT
FREE College Essay Review

Sale ends Sunday, December 3rd, 2023!

Come Visit One Of Our Locations:

Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.

Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.

Brooklyn:
Church & McDonald Ave

Bronx:
Westchester Ave & Doris St.

Ozone Park:
101 Ave & 86th St.

Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St.

New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St.

Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

সব্জি মাত্রেই স্বাস্থ্যকর

২৫ পৃষ্ঠার পর

অনেক বেশি। এ ছাড়া ভিটামিন, মিনারেলস, ফাইবারের পরিমাণও বেশি থাকে। কাঁচা খেলে সেই উপাদান শরীরে সরাসরি প্রবেশ করে। তা সত্ত্বেও সব্জি রান্না করে খেতেই কেন পছন্দ করেন অনেকে? এর কারণ, রান্না করা খাবার হজম করা সহজ। বিপাকক্রিয়া অনেক দ্রুত হয়। উৎসেচকগুলি অনেক বেশি সক্রিয় থাকে। এ ছাড়াও পালং শাক, পুঁই শাকের মতো শাকসব্জিতে মিনারেলস, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। শাকপাতা তো আর কাঁচা খাওয়া যায় না! ফলে অল্প আঁচে এবং অল্প তেলে রান্না করলে সব উপাদানই শরীরে যেতে পারে।

কাঁচা সব্জিতে অনেক রকমের জীবাণু বাসা বেঁধে থাকে। সব্জি কাঁচা খেলে সে সব শরীরে গিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে রান্না করে খাওয়াই শ্রেয়। বিশেষ করে, প্রাণীজ কোনও খাবার রান্না না করে খাওয়া ঠিক নয়। পুষ্টিবিদদের মতে, রান্না করা এবং না করাড় দু'রকম খাবারই খাওয়া যায়। তবে কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি রান্না না করে খাওয়া বিপদ। আবার কিছু খাবার কাঁচা খেলে বেশি উপকার মেলে। তাই খাওয়ার আগে যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন, সেই খাবারটি রান্নার উপযুক্ত, না কি কাঁচা খাওয়ার। দরকার হলে সে বিষয়ে পুষ্টিবিদের পরামর্শও নিতে পারেন।

সুদ, মুনাফা, দুর্নীতি : প্রসঙ্গ

১৮ পৃষ্ঠার পর

আজ এমনভাবে আমাদের জীবনে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে জড়িত যে, আমরা সুদ বা ঋণমুক্ত কেউ না, এ বিষয় নিশ্চিত। সুদ এবং মুনাফার বর্ণনা দিতে গিয়ে অন্য একটি বিষয় ভেবেছি, সেটা হলো দুর্নীতি। যেমন সুদও কিন্তু অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত, সুদে ঝুঁকি গ্রহণ এবং শ্রম বিনিয়োগ করতে হয়, তাহলে কি বাংলাদেশ দুর্নীতিকে নীতিতে পরিণত করেছে! তানা হলে সব সেক্টরে এত দুর্নীতি কেন? খুব জানতে ইচ্ছে করে। তবে আমার মার স্বর্ণ বিক্রি করে বাবা আমাদের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করেছিলেন। মা পরে বাবার থেকে সুদে নয় শুধু মূলে সেই স্বর্ণ ফেরত নিয়েছিলেন এবং পরে সেই স্বর্ণ তাঁরই প্রিয় সন্তানদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর আগে, এটা ছিল মা-বাবার ভালোবাসা সে বিষয় আমি আজ নিশ্চিত হয়েছি। রহমান মৃধা: সাবেক পরিচালক, ফাইজার, সুইডেন। দৈনিক কালবেলা-র সৌজন্যে

রেমিট্যান্সপ্রাপ্তিতে বিশ্বে ৭ম বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

এই দেশগুলো আবার বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক থাকতে পারে। পাশাপাশি তেলের দাম কম হওয়ায় ২০২৪ সালে ওই দেশগুলোতে দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে।

ওবিনিময় হার সমস্যাযুক্ত : আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি যথেষ্ট না হওয়ার প্রসঙ্গে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-এর (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন,বিনিময় হারের ব্যাপারটা সমস্যাযুক্ত, কারণ এটা বাজারভিত্তিক না। অফিসিয়াল চ্যানেলে রেমিট্যান্স না আসার এটা একটা বড় কারণ।

তিনি বলেন,দ্বিতীয়ত আমাদের দেশ থেকে প্রচুর টাকা পাচার হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। সেটার জন্য হুন্ডি মার্কেট যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কারণ পাচারকারীদের জন্য হুন্ডি মার্কেটটা দরকার, যাতে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স না আসে এবং বিদেশে ফরেন কারেন্সি থেকে যায়। যেটা দেশ থেকে টাকা পাচারে সাহায্য করছে।

সেলিম রায়হান বলেন,সাম্প্রতিককালে আইএমএফও বলছে যে রপ্তানি আয়ের বড় একটি অংশ দেশে আসেনি। তার অর্থ হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার রেমিট্যান্স দেশে আসছে না। এর বড় কারণ হুন্ডি মার্কেটটা এখনেও যথেষ্ট শক্তিশালী।

বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করার, আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর সমস্যা দূর করার এবং দেশ থেকে অবৈধ অর্থপাচারা বন্ধ করার পরামর্শ দেন তিনি।এ ব্যবস্থাগুলো যদি না নেওয়া হয়, তাহলে যে প্রক্ষেপণগুলো দেয়া হচ্ছে যে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্সের বড় ধরনের উন্নতি হবে না, আমি এর সাথে একমত্ব বলেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ১১ মাসে বাংলাদেশ ১৯.৯৩ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স প্রবাহ ২০২৩ সালে ৭.২ শতাংশ বেড়ে ১৮৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।এই প্রবৃদ্ধির পুরোটাই আসবে ভারতে রেমিট্যান্স প্রবাহের হাত ধরে। ২০২৩ সালে দেশটি ১২৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরো এরিয়া ও জিসিসি দেশগুলোতে দুর্বল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে ২০২৪ সালের রেমিট্যান্স প্রবাহে প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

রেমিট্যান্স বাড়াতে সরকারি উদ্যোগ : রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে সরকার এখন ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা দেয়। এর পাশাপাশি ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্সে আরও প্রতিযোগিতামূলক দাম দিতে পারে, যা আরও বেশি মানুষকে ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত করতে পারে।

গত (১৮ ডিসেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন শ্রমিকের সংখ্যার তুলনায় রেমিট্যান্স কম আসার কারণ খোঁজার তাগিদ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক তিনি বলেন,আমরা যে পরিমাণ লোক বিদেশ পাঠাচ্ছি, তার তুলনায় রেমিট্যান্সের পরিমাণ কম। অনেক দেশ এর চেয়ে কম লোক পাঠিয়ে বেশি রেমিট্যান্স আয় করছে। এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট যারা আছেন, তাদের বিষয়টি খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী পাঠানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন,প্রবাসীরা যেন বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠায়, সেটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে সরকার কী কী সুবিধা দিচ্ছে, হয়তো অনেকে জানেন না। এ ব্যাপারে প্রচার আরও বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলোরও সমাধান করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন বলেন,আমাদের দক্ষ কর্মী দরকার। দক্ষ কর্মী না হলে উপযুক্ত বেতন পাচ্ছে না। আমরা যেনতেনভাবে বিদেশে কর্মী পাঠাব না। বেতন, নিরাপত্তাসহ সবকিছু নিশ্চিত করে তবেই বিদেশে পাঠাব।

অতিরিক্ত মোবাইলের ব্যবহারে

২৫ পৃষ্ঠার পর

আমাদের বসার ভঙ্গীমা একেবারেই ঠিক থাকে না। সেই কারণেই ঘাড়ে চাপ পড়ে সেখান থেকে স্লিপড ডিস্কের সম্ভাবনাও তীব্র হয়। ঘাড়ে ব্যথা হলে সেখান থেকে স্নায়ুর উপর চাপ পড়বেই। সঙ্গে হাতে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, পা মুড়ে বসতে না পারা এগুলোও থাকে। ঘাড় শক্ত হয়ে বেঁকে যাওয়া, কোমর ব্যথার সমস্যা নিয়ে প্রতি মাসে অন্তত ৫০ জন রোগী আসেন চিকিৎসকের কাছে।

Sheikh Salim
Attorney At Law

Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.

IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration

Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,

Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.

225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

নোটারী পাবলিক

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

IRS PROVIDER

J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.

TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup

IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits

NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক
Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সাধারণ সভা

তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার ◆ সময় : সন্ধ্যা ৬টা

স্থান : কুইন্স প্যালেস, 37-11 57th St, Woodside, NY 11377

বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মানিত আজীবন সদস্য ও নবায়নকৃত সাধারণ সদস্যবৃন্দ আসছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৩, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় আপনার উপস্থিতি বিশেষভাবে কামনা করছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- বার্ষিক এই সাধারণ সভা শুধুমাত্র ডিসেম্বরের ১৫, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে সকল প্রবাসী সোসাইটির আজীবন সদস্য অথবা সাধারণ সদস্য পদ গ্রহণ করবে কেবলমাত্র তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অনুরোধক্রমে

মোহাম্মদ রব মিয়া
সভাপতি, ৯১৭-৫৪৪-২১৪২

মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, ফারুক চৌধুরী *(সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৬৪৬-৩২১-৪১১৭, মোঃ নওশেদ হোসেন *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫, আবুল কালাম ভূইয়া *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, ডা: শাহনাজ লিপি *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, রিজু মোহাম্মদ *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, মোহাম্মদ টিপু খান *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৬৪৬-৬২৩-৮৬২২, ফয়সল আহমদ *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩, মাহিনুল উদ্দিন মাহবুব *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৭১৮-৩১২-৯৭২১, প্রদীপ ভট্টাচার্য *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪, ***কার্যকরী সদস্য:*** ফারহানা চৌধুরী ৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫, মো: আখতার বাবুল ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, আবুল বাশার ভূঁইয়া ৩৪৭-২৭৯-২৬৪০, সুশান্ত দত্ত ৭১৮-৭১০-৫৬১৭, মোঃ সাদী মিন্টু ৭১৮-৮২০-৩৬১৯ ও শাহ মিজানুর রহমান ৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

Immigrant Elder Home Care LLC.
হোম কেয়ার

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

সর্বোচ্চ পেমেন্ট

নিম্মি নাহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোবাইল
৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮
৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

87-47 164th Street Jamaica, NY 11432
ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com, Web. immigrantelderhomecare.com

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো
Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ট্রেনের আগুনে প্রাণহানি

৯ পৃষ্ঠার পর

সত্ত্বেও তারা শান্তি সমুন্নত রাখতে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন বৃহস্পতিবার বিকেলে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বলেন, ৯টি দেশ আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ভারত, জাপান, শ্রীলঙ্কা, চীন, রাশিয়া, জাপান, উজবেকিস্তান, মরিশাস, জর্জিয়া ও ফিলিস্তিন পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে। ওআইসি, কমনওয়েলথ ও আরব পার্লামেন্টও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ইইউর চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেল এরই মধ্যে ঢাকায় এসেছে। একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, এনডিআই-আইআরআইর ছোট একটি দলও নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, জনপ্রিয় ও রাজনৈতিক সমর্থন অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পর বিএনপি এবং তাদের মিত্রদের একটি অংশ আসন্ন নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবরোধ আরোপের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। বিএনপির এই কৌশলগত পদক্ষেপের ফলে সারা দেশে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। তাদের সমর্থকরা আতঙ্ক সৃষ্টি করতে এবং তাদের বিতর্কিত দাবি মেনে নিতে সরকারের ওপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করতে এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংবাদ সুত্র দৈনিক বাংলা

নির্বাচনের পর স্থিতিশীলতার জন্য

৮ পৃষ্ঠার পর

এমনটি মনে করেন মাত্র ৩১ ভাগ উত্তরদাতা।

সমীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় ৬৬ ভাগ লোক মনে করেন, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন সবচেয়ে বড় অংশীদার হওয়া বাংলাদেশের জন্য ভালো। আর চীনের ঋণের ফাঁদে বাংলাদেশের পড়ার ঝুঁকি আছে বলে মনে করেন প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ।

বাংলাদেশে আশ্রিত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে চীনের ভূমিকায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন প্রায় ৮১ ভাগ মানুষ। আর ৪৪ ভাগ মানুষ মনে করেন, চীনের এ ক্ষেত্রে জোরালো ভূমিকা পালন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ভূমিকায় জোর দিয়েছেন যথাক্রমে ১৯ ও ১০ ভাগ মানুষ।

চীনের উইঘুর মুসলমানেরা রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে দেশটিতে নিপীড়নের শিকার হয় বলে মনে করেন কমপক্ষে ৬৬ ভাগ মানুষ। চীনাদের কাজপাগল বলে মনে করেন সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৬৬ ভাগ লোক। আর মাত্র ৩৭ ভাগ মানুষ চীনাদের বন্ধুভাবাপন্ন মনে করেন।

সমীক্ষাটির ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে ভারতে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার আহমেদ তারিক করিম বলেন, বাংলাদেশের উচিত নিজস্ব সামর্থ্য বাড়ানো, যাতে বিভিন্ন সমস্যা ভালোভাবে সামাল দেওয়া যায়। তাহলে অন্য দেশের সঙ্গে নির্ভরতার সম্পর্কে রাশ টানা যায়।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ইশফাক এলাহী চৌধুরী বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে চীন বড় জলবিদ্যুৎ কাঠামো গড়ে তুলছে বলে খবর হচ্ছে। দেশটির উচিত এ বিষয়ে বাংলাদেশকে খোলামেলা জানানো। চীনা অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পে দুর্নীতি জাপানের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের তুলনায় বেশি বলে মানুষের ধারণা। এ বিষয়টিও চীন সরকারের দেখা উচিত।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক শাহাব এনাম খান বলেন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো করার ক্ষেত্রে চীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

একতরফা নির্বাচন দেশে

৯ পৃষ্ঠার পর

স্টাডিজ (সিজিএস)। এতে আলোচক হিসেবে অংশ নেন সাবেক আমলা, কূটনীতিবিদ, সাবেক গভর্নর, অর্থনীতিবিদ, মানবাধিকারকর্মী, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিজিএসের চেয়ারম্যান মঞ্জুর এ চৌধুরী, সঞ্চালনা করেন নির্বাহী পরিচালক জিল্লুর রহমান।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'আমরা আবারও একটা একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি। সুতরাং আগামী ভোটের ফলাফল কী হবে, ইতিমধ্যে আসন ভাগাভাগির মাধ্যমে তা মোটামুটি নির্ধারিত হয়ে আছে।'

দেশে রাজনৈতিক শূন্যতায় উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর উত্থান হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে সাবেক এই মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'আমাদের রাজনীতির মাঠে মূল খেলোয়াড়দের একটি বর্তমান ক্ষমতাসীন দল, অন্যটি বিএনপি; যারা নির্বাচনের বাইরে আছে। তাদের নিঃশেষ করার জন্য সব ধরনের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর ফলে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হচ্ছে। এই জায়গাটা উগ্র ধর্মান্ধরা দখল করে নিতে পারে। এটা আমাদের দেশের জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে।'

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'বিরোধী দল খোঁজার' প্রক্রিয়া মন্তব্য করে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, '২৬ থেকে ৩২টি আসন ইতিমধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আরও ৩০ আসন অন্যদের দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২৪০ আসন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল নিশ্চিত করেছে। ফলে বলা যায়, নির্বাচন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা শেষ করে দেবে। এর ফলে মাল্টি পার্টি বলে যা আমরা বুঝি, তা আর থাকবে না। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের ভাষায় বলতে হয়, "যারা অংশগ্রহণ করছে, তারা আসন ভিক্ষার রাজনীতি করছে"।'

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'আসন্ন নির্বাচনকে আমি নির্বাচন বলতে চাই না। আমি বলি, এটা বিশেষ নির্বাচনী তৎপরতা।'

সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে যে ভাষ্য আসছে, তাতে পশ্চিমের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক করার কোনো লক্ষণ বা প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না। তাদের বাদ দিয়ে কি আমরা চলতে পারব? যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা আসে, তাহলে তো আমাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকবে না। কোনোভাবেই দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যাবে না।' ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীর বলেন, 'এই মুহূর্তে যে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা হচ্ছে, এটাকে নির্বাচন বলে আলাপ করার কিছু নেই। নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের কারও না কারও হারার সম্ভাবনা থাকে। এখানে কারও হারার সম্ভাবনা বা সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যে নির্বাচন হচ্ছে, সেটা একদলীয় নির্বাচন।' তিনি আরও বলেন, 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ সুষ্ঠু নির্বাচন। গত ৫২ বছরে এ পদক্ষেপই নেওয়া যায়নি। অসাধু ব্যবসায়ী, অসাধু রাজনীতিবিদ ও আমলারা মিলে একটি চক্র তৈরি করেছেন। এই চক্র ভাঙা ছাড়া পথ নেই।'

আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, প্রবীণ আইনজীবী জেড আই খান পান্না, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার প্রমুখ।

বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে

৮ পৃষ্ঠার পর

এখন যা হচ্ছে, তার সঙ্গে করেছেন। পশ্চিমারা ইউক্রেনে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। এতে আমেরিকার হাত ছিল। পরে তারা (যুক্তরাষ্ট্র) স্বীকার করেছে ইউক্রেনে তখন অভ্যুত্থান পরিচালনায় ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছিল।'

১৯৭২ সালে চট্টগ্রামে সোভিয়েত নৌবাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে ম্যানতিতস্কি বলেন, কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তখন চট্টগ্রাম বন্দর চালু করার জন্য এক কোটি ডলার চেয়েছিল। কিন্তু তা তখন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এমন অবস্থায় ওই বছরের মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রাম বন্দর সচল করার জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ করেন। রাশিয়া দ্রুততার সঙ্গে রাজি হয়। ওই মাসেই চুক্তি সই হয়। সম্পূর্ণ মানবিক কারণে তদানীন্তন সোভিয়েত নৌবাহিনী মাইন অপসারণের কাজটি করে দিয়েছিল বলে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন। ১৯৭২ সালে মাইন আপসারণ শুরু হয়। চট্টগ্রাম বন্দর সোভিয়েত নৌবাহিনীর দুই সদস্য এবার বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরে আসেন। তাঁরা তাঁদের ১৯৭২ সালের স্মৃতির কথা তুলে ধরেন।

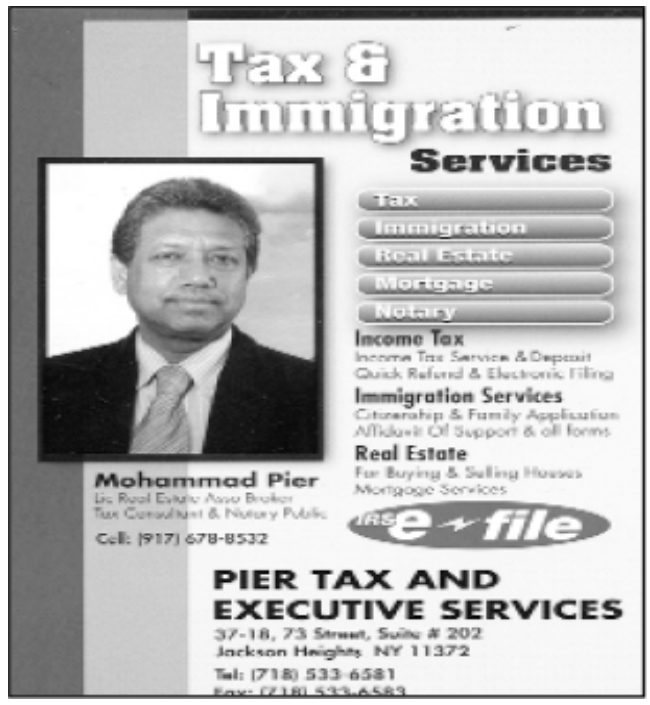

যেসব খাবারে বাড়বে হাড়ের শক্তি

২৪ পৃষ্ঠার পর

নিয়মিত খাবারে রাখুন ব্রকোলি, পালং শাক, বাঁধাকপি ও লেটুস।

৪) ম্যাগনেশিয়াম

হাড়ের অন্তবর্তী গ্রন্থিগুলিতে ম্যাগনেশিয়াম থাকে। অস্টিওপোরোসিসের মতো অসুখের ঝুঁকিও কমায় ম্যাগনেশিয়াম। নানা রকম বীজ, বাদাম ও দানাশস্য থেকে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

৫) ভিটামিন ডি

ভিটামিন কে-র পাশাপাশি হাড়ের ঘনত্ব বাড়াতে ভিটামিন ডি-ও অত্যন্ত জরুরি। ভিটামিন ডি ছাড়া শরীর ক্যালশিয়াম শোষণ করতে পারে না। পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি ছাড়া খাবার থেকে প্রাপ্ত ক্যালশিয়ামের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ শোষিত হয়। ভিটামিন ডি পেতে দিনে অন্তত মিনিট ১৫ সূর্যের আলোয় দাঁড়ান। আর খাবারে রাখুন সয়াবিন, পালং শাক, বড় মাছ।

বাংলাদেশে পরিবার প্রতি গড় ঋণের

১০ পৃষ্ঠার পর

পরিবারের গড় মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার ৭৫৭ টাকায়। গ্রামাঞ্চলে এ আয় ২৬ হাজার ১৬৩ টাকা। শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের আয় বৈষম্য ১৯ হাজার ৫৯৪ টাকা। ২০১৬ সালে শহরাঞ্চলে পরিবারগুলোর গড় আয় ছিল ২২ হাজার ৬০০ টাকা। গ্রামাঞ্চলে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ৩৯৮ টাকা।

বিগত ৭ বছরের তুলনায় আয় যেমনি বেড়েছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যয়ের পরিমাণও। বর্তমানে দেশের পরিবারগুলোর মাসিক গড় ব্যয়ের পরিমাণ ৩১ হাজার ৫০০ টাকা। ২০১৬ সালে এ ব্যয় ছিল ১৪ হাজার ১৫৬ টাকা।

অর্থাৎ ৭ বছরের ব্যবধানে দেশের পরিবারগুলোর গড় ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে ১৭ হাজার ৩৪৪ টাকা। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে পরিবাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় ২৬ হাজার ৮৪২ টাকা। এতে করে গ্রামঞ্চলের পরিবারগুলোর এক মাসে যা আয় করে তার চেয়ে ৬৭৯ টাকা বেশি ব্যয় করে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বৈষম্য গ্রামাঞ্চলের মতো প্রকট না। শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো প্রতিমাসে গড়ে ৪১ হাজার ৪২৪ টাকা ব্যয় করে। এতে করে পরিবারগুলোর মাসে উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ৪ হাজার ৩৩৩ টাকা।

বাংলাদেশ সীমান্ত পাহারা দিতে মৌমাছি

৮ পৃষ্ঠার পর

ইতিমধ্যেই নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের কাঁদিপুর অংশে কাঁটাতারের পাশে মৌমাছি চাষ শুরু হয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া অংশে বসানো হয়েছে মৌমাছির খাঁচা।

সীমান্তের কাঁটাতার নড়ে উঠলেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসবে মৌমাছিরা। আক্রমণ করবে অনুপ্রবেশকারী কিংবা চোরাচালানকারীদের ওপর। কাঁটাতার পেরিয়ে লুকানোর চেষ্টা করলেও তাঁদের ধাওয়া করবে তারা। এভাবেই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

শুধু মৌমাছির বাক্সই নয়, কাঁটাতার বরাবর বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ চাষেরও পরিকল্পনা নিচ্ছে বিএসএফ। শতমূলী, এলাঙ্গি, তুলসী ও অ্যালোভেরার মতো বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান দিতে চাইছে বিএসএফ।

বিএসএফের এই উদ্যোগ ভারতের 'ভাইব্রান্ট ভিলেজারস প্রোগ্রামের' অংশ। এই পদ্ধতি চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত এলাকার গ্রামগুলোতে ব্যবহার করা হয়।

বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি এ কে আর্য বলেন, 'জৈব প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং ভেষজ উদ্ভিদের চাষ শুরু হচ্ছে সীমান্তে। সফল হলে বড় এলাকাজুড়ে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা যাবে।'

বিএসএফের এক কর্মকর্তা টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, 'ভারত সীমান্ত প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে নিরাপদ ও কার্যকরী করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানকারীদের ঠেকাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হলেও এটি সীমান্তের ভারতীয় বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান করবে।'

রেমিট্যান্স পাঠানো নিয়ে প্রবাসীদের

১০ পৃষ্ঠার পর

লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়, পিএসপিগুলো বিদেশে যেসব সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা বা চুক্তি করে রেমিট্যান্স সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাতে হবে। এর আগে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একই সঙ্গে তারা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে দেশে গ্রাহকের যে কোনো ব্যাংক বা মোবাইল সেবাদাতার হিসাবে স্থানান্তর করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মী যাওয়ার সংখ্যা বাড়লেও বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মনে করছে, হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসার কারণে ব্যাংকিং চ্যানেলে কমে যাচ্ছে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানোর জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর অংশ হিসাবেই দেশে পিএসপিগুলোকে রেমিট্যান্স সংগ্রহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সার্কুলারে বলা হয়, বাংলাদেশি পিএসপিগুলো বিদেশ থেকে বিদেশি অনলাইন সেবাদাতা সংস্থা বা অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবাদাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নস্ট্রো অ্যাকাউন্টে (দেশি ব্যাংকের বিদেশি ব্যাংকে হিসাব) জমা দিতে পারবে। ওইসব অর্থ দেশি পিএসপি দেশে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের ব্যাংক বা মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে স্থানান্তর করতে পারবে। এভাবে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে দ্রুত তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। পিএসপিগুলো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ থেকে দেশের ভেতরে যে কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে। একই সঙ্গে বিদেশি সেবাদাতার প্রাপ্ত কমিশন বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে পারবে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশে তাদের নিজস্ব অ্যাপের মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করতে পারছে। পিএসপিগুলো বিদেশে তাদের পক্ষে এজেন্ট নিয়োগ করে প্রবাসীদের কাছে গিয়ে বা কোনো অ্যাপ বা স্কিমের মাধ্যমে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করতে পারবে। ফলে প্রবাসীদের কাছে ব্যাংকিং সুবিধা বাড়বে। বর্তমানে তাদের কাছে ব্যাংকিং সুবিধা যথেষ্ট নয়।

ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে আইএমএফ'র

১০ পৃষ্ঠার পর

হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ও ইসরায়েলসহ বেশ কয়েকটি দেশ।

বাংলাদেশে বৈদেশিক লেনদেনে ভালো অবস্থান করবে উল্লেখ করে আইএমএফ'র বাংলাদেশ মিশনের প্রধান রাহুল আনন্দ বলেন, 'ক্রলিং ব্যান্ড' এমন একটি প্রক্রিয়া, যা মুদ্রা বাজারকে হুট করে অস্থির করবে না। মনে রাখতে হবে, কঠোর মুদ্রানীতির সাথে ডলারের স্বাভাবিক লেনদেনও ধরে রাখতে হবে। তাই আমরা মনে করি, বিশ্ববাজারে পুরোপুরি নির্ভর হওয়ার আগে মাঝে একটা করিডোর থাকা উচিৎ। সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে আইএমএফ।

এদিকে অর্থনীতিবিদরা বলছে, বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে বাড়বে। এতে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়বে। পাশাপাশি ঝুঁকিতে পড়বে বেসরকারি খাত। ফলে যেকোনো সিদ্ধান্তের আগে মুদ্রানীতি, রাজস্ব নীতি ও আর্থিক নীতির মাঝে সামঞ্জস্য জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ বলেন, আইএমএফ যখন একটা ডিই ডিলিজেন্স করে, বাংলাদেশ ঠিক পথে আছে, তখন অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদাররা ইতিবাচক একটা ইঙ্গিত পায়। বাংলাদেশে যে কাজগুলো হচ্ছে, তা সঠিক পথেই আছে। এটা কেবল টাকার অঙ্কের একটা বিষয় না, সম্মানেরও।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৪৭০ কোটি ডলার ঋণের দ্বিতীয় কিস্তি ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। আর ৩য় কিস্তি মিলতে পারে ২০২৪ সালের মার্চে।

বাংলাদেশে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ও আরব

৯ পৃষ্ঠার পর

বলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাই মন্তব্য করতে পারছি না।

পরে ওই ব্যক্তি বাংলাদেশে সম্ভাব্য 'আরব বসন্তে'র মতো অভ্যুত্থানের বিষয়ে রাশিয়ার অভিযোগ নিয়ে জানতে চান।

তিনি বলেন, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, জনগণের ভোটের ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সন্তোষজনক না হলে আরব বসন্তের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হতে পারে। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমরা বাংলাদেশে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সমর্থন করি। এ ব্যাপারে আর কোনো মন্তব্য করতে চাই না। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) বাংলাদেশকে নিয়ে এক বিবৃতি দেন রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশে ভোটের ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সন্তোষজনক মনে না হলে 'আরব বসন্তে'র মতো করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হতে পারে। এমন আশঙ্কার গুরুতর ভিত্তি রয়েছে যে আগামী সপ্তাহগুলোয় পশ্চিমা শক্তিগুলোর পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে নানা রকমের অবরোধ আরোপ করা হতে পারে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে

১২ পৃষ্ঠার পর

সমস্যা। যুদ্ধ, বা যুদ্ধের মতো কোনও ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে বা অনুভব করলে মানুষের মনে এই রোগ হয়। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক চলে মনের মধ্যে। দুঃস্বপ্ন, গুরুতর উদ্বেগ, অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা চলে মনের ভিতর। এই ভয়ানক মানসিক স্বাস্থ্যগত পরিস্থিতির মধ্যে, মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) গাঁজা সেবন বৈধ করার পক্ষে ভোট দিল ইউক্রেনীয় সংসদ।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গাঁজা সেবন নিষিদ্ধ। হাতো গোনা কয়েকটি দেশে বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার আছে। ইউক্রেনেও এতদিন গাঁজা সেবন নিষিদ্ধই ছিল। কিন্তু, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে মূলত পিটিএসডি সংকটের মোকাবিলাতেই এই পদক্ষেপ করল ইউক্রেন সংসদ। ইউক্রেনের সংসদে এই বিষয়ক একটি খসড়া বিল পেশ করেছিলেন সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস স্মিহাল। সংসদের ৪০১ জন সদস্যের মধ্যে ২৪৮ জনই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিবেদনে অনুযায়ী, বিলটি এখন পাশ হলেও, নতুন আইন কার্যকর হতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে। ইউক্রেনীয় সাংসদদের মতে, গাঁজা সেবন বৈধ ইউক্রেনীয় নাগরিকদের ট্রমার উপসর্গগুলির নিরাময়ে সহায়ক হতে পারে।

তবে, শুধু ইউক্রেনে থেকে যাওয়া নাগরিকদেরই নয়, প্রতিবেশী দেশগুলিতে পালিয়ে গিয়েছেন যে সকল শরণার্থীরা, তারাও ব্যাপক মানসিক স্বাস্থ্যগত ক্ষতির মুখে পড়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পোল্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া ইউক্রেনীয় মহিলা শরণার্থীদের ৬০ শতাংশেরও বেশি গুরুতর মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। পোল্যান্ডে ইউনিসেফ রিফিউজি রেসপন্স অফিসের প্রধান, ড. রাশেদ মোস্তাফা সারওয়ার জানিয়েছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধের মানসিক সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ অপরিসীম। তাই এই সমীক্ষার ফলাফল মোটেই অবাক করা নয়।

২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকারিভাবে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কার্যালয়, চলতি মাসের শুরুতে জানিয়েছিল, এই যুদ্ধএ অন্তত ১০,০৬৫ জন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। তবে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি বলে মনে করা হয়। যুদ্ধের কারণে ১ কোটির বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুতও হয়েছেন।

মাথাপিছু মাসিক গড় আয়

১০ পৃষ্ঠার পর

বেড়েছে ১৭ হাজার ৩৪৪ টাকা। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে পরিবাগুলোর মাসিক গড় ব্যয় ২৬ হাজার ৮৪২ টাকা। এতে করে গ্রামঞ্চলের পরিবারগুলোর এক মাসে যা আয় করে তার চেয়ে ৬৭৯ টাকা বেশি ব্যয় করে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, শহরাঞ্চলে আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের বৈষম্য গ্রামাঞ্চলের মতো প্রকট না। শহরাঞ্চলের পরিবারগুলো প্রতিমাসে গড়ে ৪১ হাজার ৪২৪ টাকা ব্যয় করে। এতে করে পরিবারগুলোর মাসে উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ ৪ হাজার ৩৩৩ টাকা।

আসন্ন নির্বাচনে দিল্লির প্রভাবে

৮ পৃষ্ঠার পর

তিনি আরও বলেন, তাদের কথায় স্পষ্ট যে, এখানে তারা কি লেন্দুপ দর্জি চান? দিল্লি তার নিজ স্বার্থের জন্য আমাদের দেশের গণতন্ত্র হত্যায় মূল ভুমিকা পালন করে আমাদের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে? জনগণের প্রশ্ন দিল্লি কি বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের পরিবর্তে একটি গণবিরোধী ভোট ডাকাত দলের সঙ্গে সম্পর্ক চান?

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, তবে দেশের ১৮ কোটি জনণন চায় দিল্লি সৎ প্রতিবেশী সুলভ আচরণ করুক। আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলাক। জনগণের ভোটাধিকার গলাটিপে হত্যার পক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করুক।

রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা তার পূর্বনির্ধারিত ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে গণতান্ত্রিক বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার কৌশল হিসেবে নাশকতা ও জঙ্গী নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে বলে নানাভাবে জানা যাচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি, একজন ডিআইজিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জঙ্গী নাটক মঞ্চস্থ করার। এজন্য বিএনপি জামায়াতের কয়েকজনকে তুলে নিয়ে রাখা হয়েছে। তাদেরকে দিয়ে জঙ্গী নাটক মঞ্চায়ন হতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশের পরিকল্পনায় ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়েরই তারা জঙ্গী নাটক করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিল। ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের পূর্ব মূহুর্তেও একই নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে পারে।

তিনি বলেন, তাই আমি পশ্চিমা গণতান্ত্রিক বিশ্বকে বলছি, আপনারা আওয়ামী লীগের কোনো নাটককে বিশ্বাস করবেন না। একতরফা সাজানো ডামি নির্বাচন নিয়ে সোচ্চার হোন এবং এদেশের জনগণের একান্ত চাওয়া গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন।

নির্বাচন কমিশননের (ইসি) বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, মেরুদণ্ডহীন দলদাস ইসি শেখ হাসিনার পাঠানো সিটবন্টনের তালিকায় সীলমোহর দেওয়ার জন্য একটি একতরফা নির্বাচনের নাটকের আয়োজন করেছে। এই নির্বাচন ঘিরে নির্বাচন কমিশনারদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ রীতিমত হাস্যকর। গণভবনের সুতোয় পুতলের মত নাচছে ইসি।

বিএনপির এ নেতা বলেন, তারা প্রায়শ বিএনপিকেও হুমকি দিচ্ছেন। গোটা দেশের জনগণ জানে কারা কারা এমপি হবেন সেই তালিকা হয়ে গেছে। আর নির্বাচন কমিশনাররাও ভেক ধরছেন। নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান আজ বলেছেন, রুহুল কবির রিজভীর কাছে যদি তালিকা থাকে প্রকাশ করতে বলেন। কি হাস্যকর কথা। তিনি সাধুসন্ত হওয়ার অভিনয় করছেন। তিনি গণভবনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য মুখিয়ে আছেন আর তিনি জানেন না? এত অর্বাচীনতার নাটক করে ভাবছেন জনগণ কিছু বোঝে না? তালিকা আমি কেন দিব? শেখ হাসিনাকে বলেন, পেয়ে যাবেন। আপনার প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে বলেন পেয়ে যাবেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, আপনাদের নেতা ওবায়দুল কাদের আগেই ঘোষণা করেছেন, ১৮৯৬ জন প্রার্থী এবারের নির্বাচনের ফাইনাল খেলায় অংশ নিচ্ছে। ৭০ শতাংশ মানুষ ভোট দেবে। ওবায়দুল কাদের জানে কত পার্সেন্ট ভোট কাস্ট করবে তাও তারা গণভবনে বসে ঠিক করে রেখেছেন। আপনাদের কাজ হল ঘোষণা করা। ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের মতই আরেকটি পূর্ব নিধারিত ফলাফল ঘোষণার এসব নাটক বাদ দিয়ে পদত্যাগ করে জনগণের কাতারে আসুন। অন্যথায় মীরজাফরদের পরিণতি কি হয় তা ইতিহাসে পড়ে নিন।

এক যুগে বাংলাদেশের বৈদেশিক

১১ পৃষ্ঠার পর

ট্রিলিয়ন বা ৯ লাখ কোটি ডলারে। অর্থাৎ এ সময়ে গড়ে এসব দেশের বৈদেশিক ঋণ কমেছে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ।

২০১৫ সালের পর ২০২২ সালে এই প্রথম এলএমআইসি দেশগুলোতে নিট ঋণ প্রবাহ কমেছে। ২০২২ সালে এসব দেশ ঋণ পেয়েছে ১৮৫ বিলিয়ন বা ১৮ হাজার ৫০০ কোটি ডলার; ২০২১ সালে যা ছিল ৫৫৬ বিলিয়ন বা ৫৫ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ এই এক বছরে নিট ঋণ প্রবাহ কমেছে ৬৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। গত বছর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় প্রকৃতির ঋণই কমেছে।

বিশ্বব্যাংকের বৈশ্বিক ঋণ প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, ২০১০ সালে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ ছিল ২৬ দশমিক ৫২ বিলিয়ন (২ হাজার ৬৫২ কোটি) ডলার; ২০১৮ সালে যা ৫৭ দশমিক ১২ বিলিয়ন (৫ হাজার ৭১২ কোটি) ডলার ও ২০২২ সালে তা ৯৭ বিলিয়ন (৯ হাজার ৭০০ কোটি) ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ সালের পর ১২ বছরে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ বেড়েছে তিন গুণের বেশি। ২০২২ সালে ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বিনিয়োগের গতি প্রকৃতি বদলে যাওয়ার পরেও বাংলাদেশের বিদেশি ঋণ বেড়েছে। দেশের ঋণ নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি হলেও সামগ্রিক ঋণ-জিডিপির অনুপাত এখনো ৪০ শতাংশের নিচে। একই সঙ্গে বিদেশি ঋণের অর্থে যেসব প্রকল্প হচ্ছে, সেখান থেকে বিদেশি মুদ্রা আয়ের তেমন সুযোগ নেই। সেই সঙ্গে টাকার যেভাবে অবমূল্যায়ন হচ্ছে, তাতে সরকারের ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়ে যাবে। এর সঙ্গে রাজস্ব আয় আনুপাতিক হারে না বাড়লে ঋণ পরিশোধ নিয়ে শঙ্কা থেকে যায় বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা।

২০২২ সালে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে ১১৫ বিলিয়ন বা ১১ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের নতুন অর্থ বিনিয়োগ হয়েছে, তার অর্ধেক দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। এ ছাড়া নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ঋণ প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি। মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এসব দেশের সরকারি ও বেসরকারি বন্ড থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের বিষয়টিকে। বলা হয়েছে, বন্ড কমে যাওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এসব দেশ থেকে ১৮৯ বিলিয়ন বা ১৮ হাজার ৯০০ কোটি ডলার তুলে নিয়েছেন। অন্যদিকে, মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে বিশ্বের সব দেশ নীতি সুদহার বাড়িয়েছে। এতে ঋণের সুদহার বেড়েছে। সে জন্য নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোর ঋণ করার ব্যয় বেড়েছে। আরেকটি বিষয় হলো, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বন্ডের সুদহার বেড়ে যাওয়া। বিনিয়োগকারীরা এখন নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে বিনিয়োগ তুলে নিয়ে বন্ডে এসব বিনিয়োগ করছেন।

এই প্রক্রিয়ায় নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলো থেকে ১২৭ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ১২ হাজার ৭১০ কোটি ডলার চলে গেছে। ২০১৯-২১ সালে এসব দেশে প্রতিবছর গড়ে ২০২ বিলিয়ন বা ২০ হাজার ২০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছেন বিনিয়োগকারীরা।

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.

363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty

Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490

OPEN 7 DAYS A WEEK

নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

২-১ ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন স্বাগতিকরা। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন বাংলাদেশের তানজিম সাকিব।

স্মরণীয় এ জয়ে কৃতিত্ব প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশের বোলারদের। এ ম্যাচে কিউইরা পুরো দল মিলে ১০০ রানও তুলতে পারেনি। যা বাংলাদেশের বিপক্ষে একদিনের ম্যাচে তাদের সর্বনিম্ন সংগ্রহ, ঘরের মাঠে ওয়ানডে ইতিহাসেরই চতুর্থ সর্বনিম্ন এবং ২০০৭ সালের পর সর্বনিম্ন সংগ্রহ। এর মাধ্যমে ২০তম ওয়ান ডেতে এসে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে প্রথম জয়ের দেখা পেল বাংলাদেশ।

শনিবার (২৩ ডিসেম্বর) সকালে নেপিয়ারের ম্যাকলিন পার্কে ব্যাট করতে নেমে সব উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করে নিউজিল্যান্ড। জবাবে ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে জয় নিজেদের করে নেয় টাইগাররা।

টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ৩১ ওভার ৪ বলে সব উইকেট হারিয়ে ৯৮ রানে থামে নিউজিল্যান্ড। সর্বোচ্চ ২৬ রান করেছেন উইল ইয়াং। তিনটি করে উইকেট শিকার করেছেন বাংলাদেশের তানজিম সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও সৌম্য সরকার। এরপর এক উইকেট হারিয়ে ১৫ ওভার ১ বলে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। ৫১ রান করে অপরাজিত ছিলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : নিউজিল্যান্ড: ৯৮ (৩১.৪ ওভার) (ইয়াং ২৬, ল্যাথাম ২১, ক্লার্কসন ১৬, অশোক ১০; তানজিম ৩/১৪, সৌম্য ৩/১৮, শরীফুল ৩/২২, মোস্তাফিজ ১/৩৬)

বাংলাদেশ: ৯৯/১ (১৫.১ ওভার) (নাজমুল ৫১*, এনামুল ৩৭, সৌম্য ৪ আহত*, লিটন ১*; ও'রুরক ১/৩৩)

ফলাফল: বাংলাদেশ ৯ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: তানজিম হাসান সাকিব।

সিরিজ: নিউজিল্যান্ড ২-১ ব্যবধানে জয়ী।

বড়দিনে নানা দেশের নানা আয়োজন

৫৬ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব মেরি ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন।

হরেক রকমের উপহারে, আলোতে, গানে গানে শীতের চাদর মুড়িয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও দরজায় কড়া নেড়েছে বড়দিন। এ বছরও সান্তা ক্লজ আর ক্রিসমাস ট্রির সঙ্গে কেক-মিষ্টির আড়ম্বরে ডিসেম্বর মাসে উদযাপিত হচ্ছে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব মেরি ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন।

বছরের ২৫ ডিসেম্বরে মূল আনুষ্ঠানিকতা থাকলেও মাসের প্রথম থেকেই শুরু হয় তোড়জোড়। অন্যান্য উৎসবের মতো বড়দিন উদযাপন করা হয় নানা দেশে নানাভাবে। যেখানে অংশ নেন জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব বয়সের মানুষ।

ফিলিপাইনের 'দ্য জায়ান্ট ল্যানটার্ন ফেস্টিভ্যাল' : ফিলিপাইনের বড়দিনের রাজধানীখ্যাত সান ফার্নেন্দো শহরে প্রতি বছর বড়দিনের আগের শনিবারে উদযাপন করা হয় দ্য জায়ান্ট ল্যানটার্ন ফেস্টিভ্যাল বা লিগলিগান পারুল সাম্পারনেন্দো। বড়দিন উপলক্ষে শুধু ফিলিপাইন নয়, সারা বিশ্বের মানুষ অপেক্ষা করে এই ফেস্টিভ্যালের আয়োজন উপভোগ করার জন্য। এই ফেস্টিভ্যালের বিশেষত্ব হলো ফিলিপাইনের ১১টি গ্রামের (স্থানীয় ভাষায়ঞবারাঙ্গে) বাসিন্দাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কে সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর লণ্ঠন বানাতে পারে। আগে মূলত এই লণ্ঠনগুলো আকারে অর্ধ মিটার ব্যাস এবং লণ্ঠন বানানোর জন্য ব্যবহার করা হতো জাপানি অরিগামি কাগজ (প্যাপেল দে হ্যাপন) আর প্রজ্বলনের জন্য মোমবাতি। বর্তমানে নানা উপাদানে তৈরি লণ্ঠনগুলোর আকার হয় প্রায় ৬ মিটার এবং মোমবাতির পরিবর্তে ইলেকট্রিক বাল্ব দিয়ে সাজানো হয় একেকটি লণ্ঠন। এই আয়োজন দেখতে সান ফার্নেন্দো শহরে জড়ো হয় কয়েক হাজার মানুষ।

সুইডেনের 'গ্যাভল গোট' : ১৯৬৬ সাল থেকে সুইডেনের শহর গ্যাভলে বড়দিন উদযাপনে স্থাপন করা হয় একটি ছাগলের বিশালাকৃতির খড়ের মূর্তি। মূর্তিটি মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং উত্তর ইউরোপ অঞ্চলের ইউলেটাইড ঋতুর একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতীক। ৪২ ফুট উঁচু এবং ৩ দশমিক ৬ টন ওজনের ইউল ছাগলের অবতারটি প্রতি বছর বড়দিন উপলক্ষে নানা বাতির আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়। এটি দেখতে সুইডিশরা পরিবার-পরিজন নিয়ে যায় গ্যাভল শহরে। তবে দুঃখের বিষয়, একদল ব্যক্তি মনে করেন এটি তাদের ঐতিহ্য বিকৃতির পরিচায়ক। ফলে সেখানকার মানুষদের বেশিরভাগ সময়ে আতঙ্কে থাকতে হয় দুর্বৃত্তদের আক্রমণের ভয়ে। নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে ২৯ বার হামলা চালিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে শতভাগ সফল হওয়া সম্ভব হয়নি।

অস্ট্রিয়ার 'ক্র্যাম্পাস' : জন্তুবেশে রাক্ষসকুল ঘুরে বেড়ায় শহরের অলি-গলিতে, ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের ধরে বস্তায় ভরে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে। নাহ! রূপকথা নয় বা হ্যালুইনের উৎসবও নয়। এটি হলো অস্ট্রিয়ার বড়দিন উপলক্ষে সেন্ট নিকোলাসের দুষ্ট সাহায্যকারী ক্র্যাম্পাস সেজে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর রীতি। প্রতি বছর অস্ট্রিয়ার যুবকরা শিকল ও ঘণ্টা বাজিয়ে এ উৎসব পালন করেন।

জাপানের 'কেনটাকি ফ্রাইড ক্রিসমাস ডিনার' : আগে জাপানে বড়দিন পালনে তেমন বিশেষ কোনো রীতি ছিল না। সাধারণভাবেই উপহার দেওয়া-নেওয়া, আলোকসজ্জার মাধ্যমে উদযাপিত হতো বড়দিন। কিন্তু সম্প্রতি বড়দিন এলে কেনটাকি ফ্রাইড ক্রিসমাস ডিনারের আয়োজন করার মাধ্যমে দিনটি উপভোগ করে জাপানের অধিকাংশ পরিবার। এর মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর ফুরসত পায় তারা।

আইসল্যান্ডের 'দ্য ইউল ল্যাডস' : আইসল্যান্ডে বড়দিন উপলক্ষে এক বিশেষ রীতির প্রচলন আছে। প্রতিবছর বড়দিনের ১৩ দিন আগে থেকে ১৩ জন ইউল ল্যাড (আইসল্যান্ডিক ভাষায়ওজোলাসভেইনারনির বা জোলাসভেইনার) আইসল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের উপহার দেয় এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে খেলা দেখায়। বড়দিন এলেই ইউলেটাইডের প্রতি রাতে সেখানকার বাচ্চারা তাদের সবচেয়ে সুন্দর জুতো জানালার পাশে রেখে দেয়। আর ইউল ল্যাড শান্ত ছেলে ও মেয়ে শিশুদের উপহার আর দুষ্টুদের জুতোর ভেতর নষ্ট আলু রেখে দেয়। এটি ঘিরে আইসল্যান্ড জুড়ে উৎসবের আমেজ দেখা যায়।

জার্মানির 'সেন্ট নিকোলাস ডে' : প্রতি বছর নিকোলাস বড়দিনের রাতে গাধার বাহনে চড়ে বাভারিয়ান অঞ্চলের শিশুদের চকলেট, কমলা, খেলনাসহ নানা উপহার দেন। কখনো কখনো প্রচলিত সান্তা ক্লজের পোশাক পরে বাড়ি বাড়ি মিষ্টি বা উপহারও দিয়ে থাকেন। তবে এর জন্য শিশুদের কবিতা আবৃত্তি, গান শোনাতে ও ছবি আঁকতে বলে শিশুদের আনন্দ উপভোগ করতেও দেখা যায় তাকে। আবার তার সঙ্গে নেচেট রুপ্রেচটকে দেখলে দুষ্ট শিশুরা ভয়ও পায় বটে। কেন না তিনি যে তাদের ভয় দেখান আবার শাস্তিও দেন বটে।

যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইটিং অফ ন্যাশনাল হানুক্কাহ মেনোরাহ' : ১৯৭৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে হোয়াইট হাউজের সামনে ৮ দিনব্যাপী ৯ মিটার আকৃতির হানুক্কাহ মেনোরাহতে আলোকসজ্জা করা হয়। এ ছাড়া নানা বিষয়ে আলোচনা, গান-বাজনা, শিশুদের সাংস্কৃতিক পারফর্মেন্সের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে বিনামূল্যে টিকিট বিতরণ করা হলেও আগে থেকে আগ্রহীদের সিট বুকিং করে রাখতে হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ইভেন্টগুলোর মধ্যে অন্যতম।

কলোম্বিয়ার 'লিটল ক্যান্ডেলস ডে' : ডিসেম্বরের শুরুর দিকেই বড়দিনের আগমনী বার্তা হিসেবে কলোম্বিয়ায় পালিত হয় লিটল ক্যান্ডেলস ডে বা ডিয়া দে লাস ভেলিটাস। কলোম্বিয়ার অধিবাসীরা মেরি এবং ইম্যাকুলেট কনসেপশনের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জানালায়, বারান্দায়, উঠোনে মোমবাতি ও কাগজের তৈরি লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখে বহু আগে থেকেই। বর্তমানে এ রীতিটি পুরো দেশ জুড়ে নানা আয়োজন ও আলোকসজ্জার মাধ্যমে উদযাপন করা হয়।

কানাডার 'ক্যাভালকেড অফ লাইটস' : কানাডার টরোন্টোতে আয়োজিত ক্যাভালকেড অফ লাইটসের মাধ্যমে বড়দিন উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক ছুটির আমেজ নিয়ে আসে সকলের কাছে। ক্যাভালকেড মূলত আলোকসজ্জার বিশাল আয়োজন হিসেবে পরিচিত সারা বিশ্ববাসীর নিকট। এ অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় যখন ১৯৬৭ সালে কানাডার সিটি হল এবং নাথান ফিলিপস স্কয়ারে উদ্বোধন করা হয়। তারপর থেকে বড়দিনের আগে থেকে নতুন বর্ষ পর্যন্ত আতশবাজি, আইস স্কেটিংয়ের পাশাপাশি সন্ধ্যা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত টরোন্টোর স্কয়ার এবং ক্রিসমাস ট্রি ৩ লক্ষাধিক এলইডি বাল্ব দিয়ে প্রজ্বলিত থাকে।

এভাবেই নানা আড়ম্বরে, জাঁকজমকভাবে পালিত হয় বড়দিন। এ দিনটি উপলক্ষে দেশে দেশে মোতায়েন করা হয় বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী। সবাই যাতে নির্বিঘ্নে উৎসবটি উপভোগ করতে পারে তা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা।

ইগো নিয়ন্ত্রণ করার ৫ উপায়

৫৬ পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করতে পারেন। ইগো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা আপনার জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক ইগো নিয়ন্ত্রণ করার ৫ উপায়-

১. তুলনা এড়িয়ে যান : অন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা করা বন্ধ করুন। কারণ তুলনা করার এই অভ্যাস আপনার কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে পারে। এটি আপনার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন করতে পারে। এর পরিবর্তে প্রত্যেকের যে নিজস্বতা আছে তা স্বীকার করুন, নিজের কাজের দিকে মনোযোগ দিন। অন্যদের সঙ্গে তুলনা না করে আপনার বড় বা ছোট অর্জনগুলো উদযাপন করুন।

২. কৃতজ্ঞ থাকুন : কৃতজ্ঞতার চর্চা করে আপনার মানসিকতাকে নেতিবাচকতা থেকে ইতিবাচকতায় পরিবর্তন করুন। আপনি যে জিনিসের জন্য কৃতজ্ঞ সেগুলো প্রতিদিন লিখে রাখুন। এই সাধারণ কাজটি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করবে, তৃপ্তির অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং ইগো দূর করবে। কৃতজ্ঞ হৃদয় মানেই নম্র হৃদয়।

৩. ভুল থেকে শিখুন : ভুল জীবনের একটি অনিবার্য অংশ। ভুল গ্রহণ করা ইগো নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুল নিয়ে চিন্তা না করে, সেটি শেখার মাধ্যম হিসেবে নিন। অসম্পূর্ণতাগুলো গ্রহণ করুন এবং আপনার অভিজ্ঞতা থেকে শিখুন। নিজেকে আরও সমৃদ্ধ একজন মানুষ হিসেবে দেখতে চাইলে ভুলগুলো সামলে সঠিক পথ খুঁজে নিন। এই অভ্যাস আপনাকে সফলতার পথ দেখাবে, কমাবে আপনার ইগোও। ৪. সদয় এবং সহানুভূতিশীল হোন : সদয় আচরণের বিকল্প নেই। স্বভাবে নম্রতা ধরে রাখুন। মন থেকে অন্যদের প্রশংসা করুন। এতে কেবল ইতিবাচকতাই ছড়াবে না, মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা অর্জন করতে পারবেন। নম্রতা হলো বিশ্বের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার একটি উপায়। তাই সদয় এবং সহানুভূতিশীল হোন। এটি আপনার ইগো নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে।

৫. প্রচেষ্টা ধরে রাখুন : আপনি চাইলেও একদিনে সব ইগো ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না। তাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন। কতটুকু পারলেন সেদিকে নজর না দিয়ে আপনি যে প্রচেষ্টা করছেন তা ধরে রাখুন। নিজের কাজগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আপনার থাকলেও সব সময় ফলাফল আপনার মনের মতো নাও হতে পারে। তাই এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

নিকারাগুয়া, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস ও এল সালভাদরের ১৪ নাগরিককে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্টের অধীনে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এর আগে বুধবার (২০ ডিসেম্বর) নতুন করে ১০ কোম্পানি ও চার ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইরানে ড্রোনের জন্য বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ কোম্পানির বিরুদ্ধে ওই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এসব কোম্পানি তেহরানের সঙ্গে ড্রোনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যবসায় যুক্ত রয়েছে। কোম্পানিগুলো মূলত ইরান, মালয়েশিয়া, হংকং ও ইন্দোনেশিয়ার।

বোস্টনে শয়তানের উপাসক সম্মেলন

৬ পৃষ্ঠার পর

বা শয়তানের মন্দিরকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকায় এর প্রতিনিধিও রয়েছে। এপ্রিলের শেষদিকে হওয়া এই সম্মেলনের টিকিট কিনেছিল ৮৩০ জন। এই আয়োজনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্যাটান কন।'

এখানে আসা সদস্যরা বলছিলেন যে, তারা আসলে নরক থেকে আসা 'লুসিফার' বা শয়তানের ওপর আসলে বিশ্বাস করেন না। তাদের কাছে, শয়তান একটি প্রতীক, যার মাধ্যমে কর্তৃত্বকে, ধর্মকে প্রশ্ন করার বিষয়টি তুলে ধরা হয় এবং সবকিছুর পেছনে বিজ্ঞানের যুক্তির কথা বলা হয়। এখানে আসা মানুষের এই বিশ্বাসই তাদের ধর্মের ভিত্তি, বলছিলেন তারা। কারও নামকরণের সময় বা বিয়ে হলে তারা ধর্মীয় চিহ্নের বদলে শয়তানের চিহ্নকে পবিত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অনেক সময় তারা উল্টো ক্রুশও ব্যবহার করে। তখন তারা কখনো কখনো 'শয়তানের জয় হোক' বলে সমস্বরে এর উদযাপন করে থাকে।

অনেক খ্রিষ্টানের কাছেই এটি গুরুতর ধর্মবিরোধিতা বা ব্লাসফেমি। শয়তানের মন্দিরের একজন মুখপাত্র ডেক্সের মতে তাদের ধারণা খুব একটা ভুল নয়।

তিনি বলেন, "আমাদের অনেকে উল্টো ক্রুশ পরে। আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাইবেল ছেঁড়া হয়, যার মাধ্যমে সমকামী ও নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার, নিপীড়নের প্রতিবাদ বোঝানো হয়।"

"আর যারাই কোনো না কোনো ধরনের ধর্মীয় ট্রমা নিয়ে বড় হয়েছে, তাদের প্রতিও সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয় এখানে।"

এখানকার শয়তানের উপাসকরা বলেন, তারা প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের অধিকারকে সম্মান করেন। কারো মনে আঘাত দেয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে হোটেলের বাইরে বিভিন্ন মতবাদের খ্রিষ্টানদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয়। তাদের হাতে ছিল নানা ধরনের ব্যানার, যেখানে অভিশাপ বাক্য আর ঈশ্বরের শাস্তির বাণী লেখা থাকতে দেখা যায়।

তাদের মধ্যে একজন বলছিলেন, "অনুতপ্ত হও আর ঈশ্বরের বাণীতে বিশ্বাস কর।"

আরেকজনের দাবি, "শয়তান শুধু সমকামীদের জন্যই ঈশ্বরস্বরূপ।"

রক্ষণশীল ক্যাথলিক একটি গ্রুপের সদস্য মাইকেল শিভলার বলছিলেন, "আমরা ঈশ্বরকে বোঝাতে চাই যে এমন ধর্মবিরোধিতা আমরা মেনে নেব না। শয়তানের পূজারিদের জন্য ক্যাথলিকরা কোনো জায়গা ছেড়ে দেবে না।"

সম্মেলনে আসা শয়তানের উপাসকরা হোটেলের ভেতরে যাওয়ার সময় এই বিক্ষোভকারীদের দেখলেও তাদের সম্পর্কে হাসি ঠাট্টাই করতে দেখা গেল তাদের।

রাজনৈতিক সক্রিয়তা : স্যাটানিক টেম্পলের একটি অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ রাজনৈতিক সক্রিয়তা। তারা বিশ্বাস করে, ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা উচিত। এই লক্ষ্যে তারা প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন আদালতে মামলাও করে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাদের দাবিটা গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকাংশে যৌক্তিক হলেও অনেক সময়ই তাদের কার্যক্রম হাস্যরসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ওকলাহোমা রাজ্যের ক্যাপিটল স্কয়ারে যখন বাইবেলের টেন কমান্ডমেন্টের স্ট্যাচু বানানো হয়, তখন তারা একটি আট ফিট লম্বা শয়তানের মূর্তিও সেখানে বসানোর দাবি তোলে। যুক্তি হিসেবে তারা যুক্তরাষ্টের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর উল্লেখ করে, যেখানে সব ধর্মকে সমানভাবে দেখার কথা বলা হয়েছে। আদালতে লড়াইয়ের পর সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত টেন কমান্ডমেন্টের স্ট্যাচু সরিয়ে ফেলা হয়েছিল।

এই মন্দির গর্ভপাতের পক্ষেও বেশ সোচ্চার। তারা বলেন, সবারই নিজের শরীরের ওপর পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। এ বছরের শুরুতে নিউ মেক্সিকোতে তারা একটি অনলাইন ক্লিনিকও খোলেন যেখান থেকে অনলাইনে গর্ভপাতের বড়ি সরবরাহ করা হয়। তাদের আরেকটি প্রকল্প বেশ আলোড়ন তৈরি করেছিল, সেটি হল 'স্কুল পরবর্তী শয়তান ক্লাব।' এই প্রকল্পের স্লোগান ছিল, 'শয়তানের সাথে শিক্ষা।' তাদের এই স্কুল পরবর্তী ক্লাব মূলত কমিউনিটি সেবার জন্য নিয়োজিত বলে তাদের দাবি। এই ক্লাবে শিশুদের জন্য যে গান রয়েছে, সেই গানের কয়েকটি লাইন এমন: "শয়তান দুষ্ট কেউ নয়, সে শেখাতে ও প্রশ্ন করাতে চায়। সে চায় তোমরা ফুর্তি কর ও নিজেদের মত থাকো। আর নরক বলে কিছু নেই।"

শয়তান তোমাকে ভালোবাসে : "আমার মনে হয় আমি সব সময় শয়তানের সমর্থকই ছিলাম। এতদিন আমি শুধু এটা জানতাম না", বলছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা আরাসেলি রোহাস। তিনি বলেন, এই মন্দির সম্পর্কে তিনি প্রথমবার জানতে পারেন ২০২০ সালে, টিকটকের মাধ্যমে।

তিনি বলেন, "প্রথম যখন আমি এটি দেখি, তখন একটু ভয় পেয়েছিলাম। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে তারা শিশুদের বলি দেয় না। পরে যখন তাদের সংস্কৃতি জানা শুরু করলাম ও বৈঠকে যোগ দেয়া শুরু করলাম, তখন দেখলাম যে তারা আসলে ভালো মানুষ।" স্যাটানিক টেম্পল বলছে যে গত কয়েক বছরে তাদের সদস্য সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। কয়েক বছর আগে ২০১৯ সালেও যেখানে তাদের সদস্য ছিল আনুমানিক ১০ হাজার, সেখান থেকে এখন সাত লাখেরও বেশি মানুষ তাদের সাথে আছেন বলে দাবি তাদের।

বোস্টনের সম্মেলনে যারা গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী থেকে শুরু করে সার্কাসের পারফর্মারও রয়েছেন। এদের অনেকেই এলজিবিটিকিউ কমিউনিটির সদস্য। আবার অনেকেই আছেন, যারা খ্রিস্টানদের সাথে বিবাহিত।

স্যাটানিক টেম্পলের সহ প্রতিষ্ঠাতা লুসিয়ান গ্রিভস যখন এই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেন তখন তার সাথে কয়েকজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী ছিল। গ্রিভস (পরিবর্তিত নাম) প্রায় এক দশক আগে তার এক বন্ধু ম্যালকম জ্যারিকে (পরিবর্তিত নাম) নিয়ে এই সংগঠনটি তৈরি করেন। ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি ও খ্রিস্টান ধর্মের রীতিনীতিকে আইনের সাথে জুড়ে দেয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সংগঠন তৈরি করেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো প্রায়ই এই সংগঠনকে খ্যাতি লোভী, তামাশার আশ্রয় নেয়া একটি দল হিসেবে উপস্থাপন করে। সংগঠনটি অবশ্য সবসময়ই এর কঠোর বিরোধিতা করে থাকে।

এই সংগঠনের অনেক সদস্যই জনসম্মুখে স্বীকার করতে পারেন না যে তারা এর সাথে যুক্ত। তারা মনে করেন এর ফলে তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে। যেসব সদস্য জনসম্মুখে এটি স্বীকার করেছেন, তাদের অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন, আদালতে নিজেদের সন্তানের হেফাজতের মামলা হেরেছেন, এমনকি নিজেদের গাড়ির নীচে বোমাও আবিষ্কার করেছেন।

স্যাটান কন চলাকালীন সময়েই সংগঠনের ধর্মীয় প্রজনন অধিকার ক্যাম্পেইনের মুখপাত্র চার্লি ব্লাইথ অনলাইনে হয়রানির শিকার হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাইবেলের পাতা ছেঁড়ার একটি ভিডিও প্রকাশ হলে তাকে অনলাইনে আক্রমণ করা হয়। এর আগে ২০১৬ সালেও এক বন্দুকধারী তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি পর্যন্ত হাজির হয়েছিল। তবে ব্লাইথ এই ধরনের হয়রানি ভোগ করতে গর্ব বোধ করেন।

তিনি বলেন, "আমার শত্রুরা যদি এমন অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসী মনোভাবের হয়ে থাকে যারা আমার অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে আমি এমন শত্রু পেয়ে গর্বিত।"

আর এই গোষ্ঠীর মানুষ ভিন্নভাবে চিন্তা করে বলেই এদের সাথে যোগ দিয়েছেন টাইফন নিক্স। তিনি বলছিলেন যে, তিনি সম্প্রতি নাস্তিক থেকে শয়তানের উপাসক হয়েছেন। তিনি বলেন, "যারা সবার চোখে অপাঙ্‌ক্তেয়, যারা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে পারে- শয়তান তাদের প্রতিনিধিত্ব করে।"-বিবিসি বাংলা

হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলায় নিহত আমেরিকানের মৃত্যুর খবরে মর্মাহত বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলের হিসাব অনুসারে, এতে ১ হাজার ২০০ জন নিহত হন। ২৪০ জনকে গাজায় জিম্মি করা হয়। এদিকে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। অনেকে নিখোঁজ। অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

হারেৎজ পত্রিকায় দেওয়া বিবৃতিতে গ্যাড হাগাইয়ের পরিবার বলেছে, তিনি খুবই দক্ষ পরিচারক ছিলেন। তাঁরা হাগাইয়ের মরদেহ ও তাঁর স্ত্রী জুডিকে ফিরে পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। রয়টার্স

লোহিত সাগরে জাহাজে হুতিদের হামলায় ইরান জড়িত বলেছে যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

বিদ্রোহীরা লোহিত সাগর ও আশপাশের নৌসীমায় কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়েছে। এর জেরে অনেক জাহাজই পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা আগেই বলেছিল, গাজা উপত্যকায় খাদ্য ও ওষুধ ঢুকতে না দিলে ইসরায়েলি বন্দরমুখী যেকোনো জাহাজে হামলা চালাবে তারা।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাড্রিয়েন ওয়াটসন এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা জানি, লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনায় ইরান গভীরভাবে জড়িত। বিষয়টি এই অঞ্চলে হুতিদের অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ডে ইরানের দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা ও মদদ দেওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

বাণিজ্যিক জাহাজকে লক্ষ্য করে হুতিদের চালানো হামলাকে 'আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ' অভিহিত করে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র আরও বলেন, এর মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র লোহিত সাগরে হামলা থেকে জাহাজগুলোকে রক্ষা করতে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০টি দেশের একটি 'নৌজোট' ঘোষণা করেছে। এ জোটভুক্ত কিছু দেশ বলেছে, জাহাজ চলাচলের বাণিজ্যিক পথ সুরক্ষার জন্য চালানো অভিযান বিদ্যমান নৌচুক্তির অংশ হিসেবে পরিচালিত হতে হবে।- রয়টার্স

জামাল খাসোগির স্ত্রীকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিল যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

তিন বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে। এ সময়টাতে তিনি বলে গেছেন, জন্মস্থান মিসরে ফিরলে তাঁর জীবন হুমকির মুখে পড়বে। পাশাপাশি, যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনি জীবনের ২৫ বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন, সেখানে ফিরে গেলেও তাঁর জীবনের নিরাপত্তা থাকবে না।

হানান এলাতরের আইনজীবী রান্দা ফাহমি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এমিরেটস এয়ারলাইনসের ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন হানান এলাতর। চাকরি ছেড়ে এখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে বসবাস করছেন। ২০২১ সালে হানান এলাতর যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি পান। এখন তাঁর একটি চাকরি এবং থাকার জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।

রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার ঘটনাকে দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া বলেছেন ফাহমি। তবে দীর্ঘ সময় লাগলেও রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় জো বাইডেন প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন হানান এলাতর।

রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় গত মার্চ মাসে মার্কিন অভিবাসন বিভাগের কাছে সাক্ষাৎকার দেন হানান এলাতর। এরপর ৬০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সাড়া পাবেন বলে আশা করেছিলেন হানান এলাতর এবং রান্দা ফাহমি। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে তার চেয়েও বেশি সময় লেগেছে। ফাহমির ধারণা, আবেদন প্রক্রিয়াটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

জামাল খাসোগির জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিতে এই রাজনীতি আশ্রয়কে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন হানান এলাতর এবং তাঁর আইনজীবী। জামাল খাসোগির মৃত্যুর জন্য সৌদি আরবের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছেন তাঁরা। সে সঙ্গে, তুর্কি সরকারের কাছ থেকে খাসোগির ইলেকট্রনিক ডিভাইস পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।

সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠীর তীব্র সমালোচক ছিলেন সাংবাদিক জামাল খাসোগি। তিনি মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টে এ নিয়ে কলাম লিখতেন। সৌদি নাগরিক খাসোগি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতেন। ২০১৮ সালের ২ অক্টোবর কিছু কাগজ সংগ্রহ করতে ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। সেখানেই খুন হন খাসোগি। তাঁর মরদেহ টুকরো করে গুম করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা তখন বলেছিলেন, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাঁদের সন্দেহ, সৌদি যুবরাজের নির্দেশেই জামাল খাসোগিকে হত্যা করা হয়েছে।

এরপর অবশ্য খাসোগি হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলা থেকে সৌদি যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানকে দায়মুক্তি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

খাসোগি হত্যার দায়ে সৌদির একটি আদালত দেশটির পাঁচজন নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেন। পরে তাঁদের সাজা কমিয়ে ২০ বছরের কারাদণ্ড করা হয়। তবে যুবরাজ বিন সালমান এ হত্যায় তাঁর সম্পৃক্ততার কথা শুরু থেকেই অস্বীকার করে আসছেন।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে যেতে রাজি হননি বাইডেন

৭ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর আলোচনা হয়েছে তার। ফ্রান্স ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও উন্নত করার বিষয়ে সে বৈঠকে কথা হয় দুই রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের।

প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে বিদেশি কোনো না কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানায় ভারত সরকার। ব্যতিক্রম হয়েছিল কেবল দুই বছর। ২০২১ ও ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারির প্রভাবে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। ওই দুই বছর ভারতে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে ডাকা হয়নি। চলতি বছরের শুরুতে প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে দিল্লিতে এসেছিলেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল-সিসি।সূত্র : পিটিআই

জলবায়ুর ক্ষতির হিস্যা পেতে কোন বলয়ে যাবে বাংলাদেশ?

৫ পৃষ্ঠার পর

ক্ষতি মোকাবিলার কৌশলগত পরিকল্পনা বদলানো উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বাংলাদেশ কোন বলয়ে যাবে, তা এখনই ঠিক করে নিতে দুবাইতে সদ্য শেষ হওয়া ২৮তম জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে ক্ষয়ক্ষতির তহবিল ঘোষণা করেছে উন্নত দেশগুলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল দেওয়ার কথা থাকলেও ঘোষণা এসেছে মাত্র ৭৯২ মিলিয়ন ডলারের। একে 'বিশাল সমুদ্রে এক টুকরো মুক্তা' ফেলে দেওয়ার মতো ঘটনা বলছেন পরিবেশবাদীরা। তবে জলবায়ুবিদেরা বিষয়টিকে মন্দের ভালো হিসেবেই দেখছেন।

বাংলাদেশের পরিবেশবাদী ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা প্রভাবের কারণে ধুঁকছে। সেই সময় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। আর এখন উন্নয়নশীল দেশের তালিকায়। তবে বাংলাদেশকে ক্ষয়ক্ষতির তহবিল থেকে ন্যায্য হিস্যা বুঝে পেতে হলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দুই তালিকা থেকেই চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এজন্য একটি প্রেসার গ্রুপ তৈরি করতে হবে। যার জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অর্থনৈতিক সুশাসন শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বাংলাদেশ কী এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) গ্রুপে নাকি ডেভেলপিং কান্ট্রি (উন্নয়নশীল দেশ) গ্রুপে থাকবে এটিও নির্ধারণ করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির তহবিল পেতে যে দেনদরবারের প্রয়োজন, সেখানে বাংলাদেশ কোন প্রেসার গ্রুপের সঙ্গে যোগ দেবে, তা চূড়ান্ত করা যাবে। এটি রাজনৈতিকভাবে সরকারকে ঠিক করতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ ২০২৭ সালে স্বল্পন্নোত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। বর্তমানে জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ দেনদরবার করে এলডিসি গ্রুপের সদস্য হিসেবে। তবে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেলে সেই সুবিধা পাবে না।

এলডিসি গ্রুপ আলাদাভাবে ক্ষয়ক্ষতির তহবিল পেতে দেনদরবার করে। আবার জি-৭৭ নামে চীনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপও আলাদা প্রচেষ্টা চালায় কপ সম্মেলনে। ফলে স্বল্পন্নোত দেশগুলো সেখানে কম গুরুত্ব পায়। এ ছাড়া ব্রাজিল, গ্রিস, ভারত, চীন, ফিলিপাইন, সাউথ আফ্রিকা, মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো সম্মেলনে বেশি প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর গ্রুপ কপ সম্মেলনে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

কোস্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক সৈয়দ আমিনুল হক প্রতিদিনের বাংলাদেশকে বলেন, কপের মতো বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশকে প্রভাব বাড়াতে জি-৭৭ নাকি চীন গ্রুপের সঙ্গে যাবে, সেই বলয় এখনই ঠিক করতে হবে। অথবা একটি পৃথক প্রভাবশালী গ্রুপ গঠন করে প্রভাব বাড়াতে হবে। কারণ, জি-৭৭ গ্রুপের অধীনে অথবা ব্রিকস ও সমপর্যায়ের জোটের সদস্যরা তাদের অভ্যন্তরীণ এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বেশি মনোযোগী। সে ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর তাদের স্বার্থের পক্ষে কপে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করা প্রায় অসম্ভব।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু আমাদের দেশ ক্লাইমেট ভার্নারেবল ফোরামের (সিভিএফ) নেতৃত্ব দেয়, তাই এখানে বাংলাদেশের জন্য দুটি কৌশলগত বিকল্প রয়েছে। এক. বাংলাদেশকে 'উন্নয়নশীল রাষ্ট্র' ঘোষণা করা অথবা সমমনা উন্নয়নশীর দেশগুলোর সঙ্গে জোট গঠন করা। যাতে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা যায় অথবা স্বলোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে একটি পৃথক আলোচনা দল গঠন করা যায়। এর মাধ্যমে কপে আলোচনার সময় জয়বায়ুর ক্ষয়ক্ষতির হিস্যা বুঝে পেতে চাপ তৈরি করতে পারবে বাংলাদেশ। জলবায়ু সম্মেলনে অর্থায়ন, আর্থিক সংজ্ঞা ও দেনদরবার বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুশীল সমাজ ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো সোচ্চার ও উদ্যমী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা দুর্বল। বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে সুশীল সমাজ, পরিবেশবাদী সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা থ াকা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে নিজ দেশের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা করা যাবে, জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতির অর্থায়ন কীভাবে দেশে পৌঁছবে বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কাছে কীভাবে যাবে, সেসব বিষয় নিশ্চিত করা যায়।

বেসরকারি সংস্থা সিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক জুলিয়েট কেয়া মালাকার বলেন, জলবায়ু সম্মেলনে আমরা কী করছি বা আমরা এখন পর্যন্ত যেসব খাত থেকে তহবিল পেয়েছি, সেসব বিষয়ে জবাবিদিহিতা দেখছি না। জলবায়ু সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ৯৭ হাজার মানুষ অংশ নেন। সেখানে আড়াই হাজার লবিস্ট ছিলেন। সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধি ছিলেন ব্রাজিলের। অথচ আমাদের দেশ থেকে বিভিন্ন খাতের দক্ষ প্রতিনিধিদের দেখা যায়নি। ২৮তম জলবায়ু সম্মেলনের 'প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' নিয়ে গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ক্লালাইমেট জাস্টিস এলাইয়েন্সের (সিপিআরডি) নেতৃত্বাধীন ৩০টি নাগরিক সংগঠন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের জোট। এ সময় জানানো হয়, কপ-২৮ জলবায়ু সম্মেলনে উন্নত রাষ্ট্রগুলোকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার থেকে সরে আসার আহ্বান জানালেও সময়সীমা বেঁধে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোজন অর্থায়ন দ্বিগুণ করাসহ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন বাস্তবায়নের কোনো রোডম্যাপও প্রণয়ন করা হয়নি। সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞায়নের বিষয়েও কোনো আলোচনা হয়নি।

সিপিআরডির প্রধান নির্বাহী মো. শামসুদ্দোহা বলেন, কপ-২৮ সমঝোতা সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞার দাবি করেছিলাম। একই সঙ্গে জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞায়নের বিষয়ে কোনো কথা হয়নি। এবারের সম্মেলনে ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্ষমতা তিনগুণ করার ব্যপারে দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে কিন্তু স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য কোনো অর্থায়নের কথা বলা হয়নি। তবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয়েছে।- সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ফ্রান্সে নতুন বিল পাস, অভিবাসীদের জন্য দুঃসংবাদ

৫ পৃষ্ঠার পর

রেহাই পায়নি শিশুরাও। নতুন এ আইন নিয়ে আলোচনার সময় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ নিজের দলেই সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। তবে এ সময় তার পাশে দাঁড়িয়েছিল অতি দক্ষিণপন্থিরা। বিষয়টি নিয়ে ম্যাখোঁ নিজেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে আইনটি পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে পাস করার সময় নিজের দল তার পাশে দাঁড়িয়েছে। ফলে সমর্থনের প্রয়োজন পড়েনি অতি দক্ষিণপন্থিদের।

নতুন আইন পাস করায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি এটি নিয়ে পার্লামেন্টে তীব্র বিতর্কের আশঙ্কা করেছিলেন। এমনকি বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণপন্থিদের সমর্থনের কথাও ভেবেছিলেন তিনি। তবে আইনটি পাস হওয়ায় তাকেও খুশি দেখা গেছে।

নতুন আইনটি পাস করতে বেশ বেগ পোহাতে হয়েছে দেশটির। এমনকি পার্লামেন্টে আইনের খসড়াটি একাধিকবার পরিবর্তনও করা হয়েছে। দেশটির বামপন্থিদের বক্তব্য, অতি দক্ষিণপন্থিদের চাপের কারণে বিলটি বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে।

নতুন করে পাস হওয়া আইনের কারণে অভিবাসীরা আগে যতটা সহজে ও দ্রুত রেসিডেন্সি পারমিট পেতেন তা আর এতটা সহজ হবে না। কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যদের জন্য আইনটি অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে ইইউর বাইরের অন্য অভিবাসীদের জন্য এখন বাড়ির অধিকার পেতে হলে পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

নতুন আইনে মাইগ্রেশন কোটাও রাখা হয়েছে। এর ফলে শিশুরাও ফ্রান্সের নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধায় পড়বেন। এমনকি এ আইনের ফলে অবৈধ অভিবাসীদের সহজে দেশ থেকে বের করে দেওয়া যাবে। আইনটি প্রয়োগ থেকে বাদ যাবে না ১৪ বছরের নিচের ব্যক্তিরাও।

পরিবর্তিত বিলটির প্রতি নিজের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন মারি লো পেন। তবে প্রেসিডেন্ট মাখোঁর রেনেসাঁ পার্টি ও তাঁর রাজনৈতিক জোটভুক্ত বাম ঘরানার অনেকেই এ বিলটি সমর্থন না করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এমনকি সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীও পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদে তিন দফা নির্বাচনে লড়েছেন মারি লো পেন। পার্লামেন্টে তিনি আরএন দলের নেতা। ২০২৭ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রেসিডেন্ট পদে লড়তে পারেন। অভিবাসন বিল পাসের বিষয়ে মারি লো পেন বলেন, এটা আরএনের জন্য একটি আদর্শিক বিজয়। কেননা, এটা এখন জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এর আগে আরএন জানিয়েছিল, পার্লামেন্টে অভিবাসন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন কিংবা ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন দলটির আইনপ্রণেতারা। গত সপ্তাহে ফরাসি পার্লামেন্টে কোনো বিতর্ক না করেই বিলটি বাতিল করা হয়। এটা মার্খোঁর জন্য বড় একটি ধাক্কা ছিল। তবে এর আগে উচ্চকক্ষ সিনেটে বিলটি পাস হয়। এবার নিম্নকক্ষে ৩৪৯ থেকে ১৮৬ ভোটে বিলটি পাস হয়েছে। রেনেসাঁ পার্টির বাম ঘরানার সংসদ সদস্য সাচা হউলি জানান, তিনি বিলের বিপক্ষে ভোট দেবেন। দলের আরও ৩০ জন মাখোঁপন্থী সংসদ সদস্যও এমনটা করবেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে মাখোঁ পার্লামেন্টের ভোটাভুটির আগে এলিসি প্রাসাদে ক্ষমতাসীন দলের জরুরি বৈঠক ডাকেন। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। মাখোঁ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ও আবাসনমন্ত্রী ফরাসি প্রধানমন্ত্রী এলিজাবেথ বর্নির সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগের হুমকি দেন। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড ডারমানিন গত রোববার সতর্ক করে বলেন, পার্লামেন্টে অভিবাসন বিল পাস না হলে ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মেরি লো পেনের জয়ী হওয়ার ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হবে। তবে এখন বিলটি পাস হয়ে যাওয়ায় মাখোঁ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীরা আদৌ পদত্যাগ করবেন কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আজ বুধবার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট মাখোঁ। কী আছে বিলে : চলতি মাসের শুরুর দিকে জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, ফ্রান্সের নতুন অভিবাসন বিলে কী আছে, তা এখনো সম্পূর্ণ জানা যায়নি। এখন পর্যন্ত পাওয়া কিছু তথ্য অনুযায়ী, আইনে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হচ্ছে।

এ ছাড়া আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে আপিলের জন্য অপেক্ষার সময়ও কমিয়ে আনা হবে। পারিবারিক পুনর্মিলন ভিসা (ফ্যামিলি রিইউনিয়ন ভিসা) প্রক্রিয়াও কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ ফ্রান্সে পরিবারের কোনো সদস্য থাকলে তাঁর পক্ষে অভিবাসন পাওয়া নতুন আইনে আগের চেয়ে জটিল হতে পারে। এ ছাড়া ফ্রান্সে চিকিৎসার জন্য আসার রাস্তাও কঠিন করা হচ্ছে। আগে ১৩ বছরের কম বয়সীদের ফেরত পাঠানো হতো না। এবার সেই আইনেও পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে।-

জরিমানা এড়াতে ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী ও সাবেক নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জুলিয়ানির দেউলিয়া হওয়ার আবেদন

৫ পৃষ্ঠার পর

আদালতে মিথ্যা প্রমাণিত হলে অপবাদ দিয়ে মানহানি করার দায়ে তাকে ১৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেয় আট জনের এক ফেডারেল জুরিবোর্ড। এর ঠিক কয়েক দিন পরই নিউ ইয়র্কে ইউএস ব্যাংকরাপ্সি কোর্টে দেউলিয়া হওয়ার আবেদন করেন রুডি জুলিয়ানি।

আবেদনপত্রে তিনি বলেন, তার ১০ মিলিয়ন থেকে মিলিয়ন থেকে শুরু করে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণের বোঝা রয়েছে যেখানে তার সম্পদের পরিমাণ মাত্র ১ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ। রুডি জুলিয়ানির একজন মুখপাত্র টেড গুডম্যান বলেন, দেউলিয়া হওয়ার আবেদন তাকে ১৪৮ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ জরিমাণার বিষয়ে আপিল করার এবং অন্যান্য ঋণদাতাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত আচরণ নিশ্চিত করার সময় দেবে। গুডম্যান আরো বলেন, সাবেক মেয়র রুডি জুলিয়ানি এত বড় জরিমানার অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হবেন, তা কোনো ব্যক্তিই যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করতে পারেনি।

ঋণ অনিয়মে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ৯২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ জানালো সিপিডি

৫ পৃষ্ঠার পর

হয়ে পড়ছে। ফাহমিদা আরও বলেন,ক্খেলাপি ঋণের উচ্চহার ও অর্থনৈতিক সূচকগুলো নিম্নমুখী হওয়ায় এর দুর্বলতাগুলো প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করেছে।ক্খদুঃখজনকভাবে ব্যাংকিং খাতকে রক্ষায় সরকারের অঙ্গীকার পূরণ হচ্ছে না,ন উল্লেখ করে তিনি বলেন,ক্সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলো যথেষ্ট নয়।ন

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০১১-২০১২ অর্থবছর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪২ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এক লাখ ৫৬ হাজার ৪০ কোটি টাকা হয়েছে।তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ঋণ, শ্রেণিকরণে আদালতের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ঋণ ও পুনঃতফসিল করা ঋণ যোগ করা হলে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হবে বলেও জানিয়েছে সিপিডি।

লোহিত সাগরে কী ঘটছে?

১২ পৃষ্ঠার পর

মাত্র ২০ কিলোমিটার চওড়া বাব-এল- মান্দেব প্রণালির ওপর। আর এই জলপথে চলাচলকারী জাহাজ লক্ষ্য করেই হামলা চালাচ্ছে হুথিরা। আয়তনের তুলনায় জাহাজ চলাচলের সংখ্যার দিক থেকে বাব-এল- মান্দেব প্রণালি বিশ্বের ব্যস্ততম এক জলপথ, এবং লোহিত সাগরের দক্ষিণদিকের প্রবেশদ্বার। লোহিত সাগরের সাথেই আবার সংযুক্ত সুয়েজ খাল।

সুয়েজ খাল বিশ্ববাণিজ্যের এক মূল ধমনী। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে সুয়েজ খাল যখন চালু করা হয়, তখন এটি এশিয়া থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ইউরোপ, আমেরিকা যাত্রাপথে এক সংক্ষিপ্ত পথ তৈরির মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্যে এক বিপ্লব এনেছিল। বর্তমানে বিশ্ববাণিজ্যের অন্তত ১২ শতাংশ হয় লোহিত সাগরের জলপথ হয়ে, ৩০ শতাংশ কনটেইনারবাহী জাহাজও রয়েছে তারমধ্যে।

প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি ডলারের পণ্য ও কাঁচামাল লোহিত সাগর পাড়ি দেয়। যাত্রাপথে যেকোন প্রকার দেরির চড়া মূল্য দিতে হয় বিশ্বের সরবরাহ চক্রকে। এতে ব্যাহত হয় সময়মতো পণ্য সরবরাহ।

হুথিরা যা করছে

বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী এই বাণিজ্যিক রুটে জাহাজ চলাচল কতোটা সহজে ইরানের সমর্থিত হুথি গোষ্ঠী ব্যাহত করতে পারে, তা দেখেশুনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা।

ইয়েমেনের রাজধানী সানায় রয়েছে হুথিদের ঘাঁটি, যেখান থেকে বাব-এল- মান্দেব প্রণালি হয়ে সুয়েজ খালে যেতে লোহিত সাগরে প্রবেশকারী জাহাজে তাঁরা এসব হামলা চালাচ্ছে।

হুথিরা প্রথমে বলেছিল, শুধু ইসরায়েলগামী জাহাজেই তারা হামলা করা হবে। কিন্তু, পরে ভুলবশত হোক বা জেনেশুনে, তারা অন্যান্য দেশের পতাকাবাহী জাহাজেও আক্রমণ করেছে, যাদের সাথে ইসরায়েলের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করা হচ্ছে।

জবাবে হুথিদের ড্রোন ও মিসাইল ভূপাতিত করেছে ফরাসী, ব্রিটিশ ও মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো। এছাড়া, সোমবার যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ লোহিত সাগরে টহল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশকে নিয়ে একটি জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এই জোটের যুদ্ধজাহাজগুলো বাণিজ্যিক জাহাজে যেকোনো হামলা ঠেকাতে একযোগে কাজ করবে।

এই ঘোষণার পর হুথিদের একজন নেতা মোহাম্মদ আল-বুখাইতি আল জাজিরাকে জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গঠন করা যেকোনো জোটকে লোহিত সাগরে মোকাবিলা করা হবে।

বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার প্রভাব কী?

হুথিদের হামলার ঘটনায়, সুয়েজ খাল ও লোহিত সাগরে যাতায়াত করা জাহাজের বিমা ব্যয় বাড়ছে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে চলাচল করতে হলে জাহাজগুলোকে বিমা কোম্পানিকে জানাতে হয়, এবং এজন্য বিমার চড়া প্রিমিয়ামও দিতে হয়। ডিসেম্বরের শুরুতে ঝুঁকির প্রিমিয়াম ছিল জাহাজের মোট দামের মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক দিলগুলোয় বেড়ে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ থেকে শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে গেছে।

গত সোমবার (১৮ই ডিসেম্বর) জাহাজের বিমাদাতা কোম্পানিগুলোর একটি জোট লোহিত সাগরে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত এলাকার আওতা বাড়িয়ে নির্ধারণ করেছে। যার ফলে আরও বেশি জাহাজকে ঝুঁকি প্রিমিয়াম দিতে হবে। এতে করে, লোহিত সাগর হয়ে পণ্য বহনের খরচ এক সপ্তাহের মধ্যে লাখ লাখ ডলার বেড়ে গেছে।

এরপরও বাণিজ্যিক জাহাজ পরিচালনাকারী বৃহৎ সংস্থাগুলো ঝুঁকির মাত্রা খুবই বেশি বলে মনে করছে। গত সপ্তাহে মায়েরস্ক, হেপাগ লয়েড ও এমএসসির মতো সুবৃহৎ শিপিং কোম্পানিগুলো লোহিত সাগরের জলপথ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তক সংস্থা আটলান্টিক কাউন্সিলের তথ্যমতে, বিশ্বের বড় ১০টি শিপিং কোম্পানির মধ্যে ৭টি-ই লোহিত সাগরে তাঁদের জাহাজ চলাচল বন্ধ রেখেছে। এই অবস্থায়, তাঁদের কিছু জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ঘুরে যাচ্ছে। এতে যাত্রাকাল অন্তত দুই সপ্তাহ বেড়ে গেছে।

গত সোমবার বহুজাতিক জ্বালানি কোম্পানি বিপি-ও একই সিদ্ধান্ত নেয়, এবং লোহিত সাগর দিয়ে তাদের সকল তেল ও গ্যাসের চালান আনা বন্ধ রাখে।

ভোক্তাদের ওপর কী প্রভাব পড়ছে?

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বিকল্প সরবরাহকারী হিসেবে ঝোঁকে মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশগুলোর দিকে। এই প্রেক্ষাপটে, বিপির ওই ঘোষণার পর প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে। জ্বালানির দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শিপিং কোম্পানিগুলোর সামনে এখন উপায় তেমন নেই। হয় তাদের উচ্চ বিমা প্রিমিয়াম দিয়ে লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ চালাতে হবে, নাহলে এই পথ এড়িয়ে ব্যবহার করতে হবে ভিন্ন জলপথ, যাতে খরচ আরও বাড়বে। উভয়ক্ষেত্রেই জাহাজে পণ্যবহনের ভাড়া বাড়বে। বিকল্প পথ ব্যবহার করলে গন্তব্যে পণ্য সরবরাহেও দেরি হবে। এর প্রভাব পড়বে পুরো সরবরাহ শৃঙ্খলে।

আটলান্টিক কাউন্সিল বলেছে, এখনও করোনা মহামারি, ইউক্রেন যুদ্ধ ও সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অভিঘাত পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি বিশ্ব অর্থনীতি, তারমধ্যে এই চলাচল ব্যাহত হওয়ার ঘটনা চরম প্রতিকূল অবস্থা তৈরি করবে।

এক বছরের বেশি সময় ধরে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি কার্যকর করে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানরা যখন মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ে জয়ের দ্বারপ্রান্তে, তখন তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়ার ঘটনা এই সফলতা পুরোপুরি আসার আগেই তা ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। দ্য গার্ডিয়ান

নির্বাচনে নেই, ভোটের হার

৯ পৃষ্ঠার পর

ওইদিন ভোট কেন্দ্রে যাবে না।"

বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের চলমান অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই হলো ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে না যান। শনিবার তিনদিনের কর্মসূচি শেষ হলে রবিবার থেকে দুই দিনের অবরোধ কর্মসূচি দেয়া হবে। এভাবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ৭ জানুয়ারিও হরতাল অথবা অবরোধ থাকবে। তাদের টার্গেট হলো, নির্বাচনে যদি ভোটার উপস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে হয়, তাহলে সরকারবিরোধী আন্দোলন আরো চাঙ্গা হবে, বিদেশিদের চাপ আরো বাড়বে।

ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী বলেন, "৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের টানা কর্মসূচি থাকবে। আমাদের অনেক নেতা-কর্মী এখন জেলে। কিন্তু তারপরও নির্দেশনা হলো, নেতারা যারা বাইরে আছেন, তারা যেন সবাই কর্মসূচি সফলে কাজ করেন। ফলে চলমান কর্মসূচি আরো কঠোর হবে। আরো নেতা-কর্মী মাঠে থাকবে। নির্বাচনের পর নতুন আরো কর্মসূচি আসবে।"

তিনি বলেন, "সাত তারিখে ভোটার উপস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে যাতে হয়, আমাদের টার্গেট সেটাই। এর জন্য আমাদের কর্মসূচিসহ আরো কিছু কার্যক্রম থাকবে।

জানা গেছে, বিএনপি এখন জামায়াতকে আরো সক্রিয় করতে চায়। জামায়াতকে একই মঞ্চে নিয়ে আন্দোলন করার পরিকল্পনাও তাদের আছে। দলে জামায়াতবিরোধীরা এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। বিএনপির শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, মাঠের আন্দোলনে জামায়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ ব্যাপারে নিপুণ রায় চৌধুরী বলেন, "আমরা আমাদের সমমনা কোনো দলকেই এখন আর দূরে রাখতে চাই না। যারা গণতন্ত্রের জন্য মাঠে আছে, তাদের সবার সঙ্গেই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো।"

আর বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশাররফ হোসেন বলেন, "এটা কোনো নির্বাচন নয় । তাই ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাবে না। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সব কর্মসূচিই থাকবে ভোটার যাতে ভোটকেন্দ্রে না যায় তার জন্য কাজ করা।"

বিএনপি মনে করছে, ভোটার উপস্থিতি তেমন না হলে নির্বাচনের পর বাইরের বিশ্বের চাপ বাড়বে। তখন এই ধরনের একটি নির্বাচনের মাধ্যমে আসা সরকার বেশিদিন টিকতে পারবে না। নির্বাচনের পর পরিস্থিতি বুঝে তখন তারা আন্দোলনের কর্মসূচি দেবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, "নির্বাচন ঠেকানো তো কঠিন ব্যাপার। নির্বাচন তো হয়ে গেছে। কারা কতটা সিট পাবে তা তো ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের আন্দোলন হলো প্রকৃত নির্বাচনের জন্য। সেই নির্বাচন যখন হবে তখন জনগণ ভোট দেয়ার সুযোগ পাবে। এখন তো ভোটাররা ভোট দিতে যাবে না।"

তার কথা, "আমরা তো গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছি। হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ এর বাইরে তো কিছু করার সুযোগ নেই। সরকার যদি গ্রেপ্তার ও ভয়ভীতি না দেখাতো, সব মানুষ রাস্তায় নেমে আসতো। আমরা আমাদের এই আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। সাত তারিখের পরও সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন চলবে।"

অন্যদিকে সরকার এরই মধ্যে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি যাতে সন্তোষজনক হয়, সেজন্য কাজ করছে। আওয়ামী লীগ ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপাস্থিত করাকেই প্রধান চ্যালেঞ্জ মনে করছে। সেই কারণেই যাতে বেশি প্রার্থী হয়, সেজন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উৎসাহিত করা হয়েছে। বিদ্রোহী প্রার্থীদেরও উৎসাহিত করা হয়েছে। তারা মনে করছে, বেশি প্রার্থী হলে তারাই ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবে। এর সঙ্গে এবার আইন-শৃঙ্খলার জন্য ভোটের বেশ আগেই সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার মাঠে নামানো হচ্ছে। নামবে বিজিবিও। কেউ যাতে ভোটে কোনো রকম বাধা না দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আর স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের কারণে আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী চাপে থাকলেও এ ব্যাপারে দলীয় প্রার্থীদের কোনো ছাড় দিতে এখনো রাজি নন শেখ হাসিনা। জোট মহাজোটের প্রার্থীদেরও না। তিনি চাচ্ছেন সব প্রার্থী যাতে মাঠে থাকে। ভোটার উপস্থিতি যাতে সন্তোষজনক হয়।

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বলেন, "বিএনপি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য দল। স্বাভাবিকভাবে তারা নির্বাচনে না গেলে ভোটার উপস্থিতি কম হবে। আর সেই কারণে ভোটাররা যাতে ভোটকেন্দ্রে যান সেজন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটা ক্যাম্পেইন শুরু করেছি 'গো ভোট্ নামে। এর উদ্দেশ্য হলো ভোটারকে ভেটকেন্দ্রে নেয়া। ভোট তিনি যেখানে খুশি সেখানে দেবেন। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে, নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।" তার কথা, নির্বাচনে স্বতন্ত্র, বিদ্রোহী সব মিলিয়ে বেশি প্রার্থীও ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর একটা কৌশল।"

" আর কোনো দল বা ব্যক্তি যদি ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেয়, বাধা বা হুমকি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে," বলেন এই আওয়ামী লীগ নেতা।

নির্বাচন কমিশনও ভোটাররা যাতে ভোটকেন্দ্রে বেশি আসেন, তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেন, "আজকেও (শুক্রবার) এ নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। জেলার রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটার্নিং অফিসারসহ জেলার ডিসি, এসপি ও থানার ওসিসহ আরো যারা নির্বাচনের কাজে আছেন, তাদের সবাইকে ভোটরদের ভোটকেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে। জনপ্রনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করে তাদের ভোটার উপাস্থিতি বাড়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া মাইকিং করা হচ্ছে। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনও যাবে। আমরা ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করবো।"

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,চ কারো নির্বাচনে না আসা, ভোট না দেয়া সেটা তার স্বাধীনতা। কিন্তু কাউকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দিলে, কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা হুমকি দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এটা মানুষের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ।"-সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা আওয়ামী লীগসহ যেসব দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে টানতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। অন্যদিকে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে না যাবার সিদ্ধান্তে অটল বিএনপি এবং অন্য কিছু দলও মাঠে আছে, তবে তারা আছে অন্যভাবে।

নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি বাড়াতে নির্বাচন কমিশনও মাঠে নেমেছে। রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রশাসন ও জন প্রতিনিধিদের এজন্য কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান।

বিএনপির স্থায়ী কসিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের কণ্ঠে বিপরীত সুর। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "৭ তারিখের নির্বাচন তো আগেই হয়ে গেছে। ভাগ করা হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি কোনো ভোটার ওইদিন ভোট কেন্দ্রে যাবে না।"

বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাদের চলমান অসহযোগ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই হলো ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে না যান। শনিবার তিনদিনের কর্মসূচি শেষ হলে রবিবার থেকে দুই দিনের অবরোধ কর্মসূচি দেয়া হবে। এভাবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ৭ জানুয়ারিও হরতাল অথবা অবরোধ থাকবে। তাদের টার্গেট হলো, নির্বাচনে যদি ভোটার উপস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে হয়, তাহলে সরকারবিরোধী আন্দোলন আরো চাঙ্গা হবে, বিদেশিদের চাপ আরো বাড়বে।

ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী বলেন, "৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের টানা কর্মসূচি থাকবে। আমাদের অনেক নেতা-কর্মী এখন জেলে। কিন্তু তারপরও নির্দেশনা হলো, নেতারা যারা বাইরে আছেন, তারা যেন সবাই কর্মসূচি সফলে কাজ করেন। ফলে চলমান কর্মসূচি আরো কঠোর হবে। আরো নেতা-কর্মী মাঠে থাকবে। নির্বাচনের পর নতুন আরো কর্মসূচি আসবে।"

তিনি বলেন, "সাত তারিখে ভোটার উপস্থিতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে যাতে হয়, আমাদের টার্গেট সেটাই। এর জন্য আমাদের কর্মসূচিসহ আরো কিছু কার্যক্রম থাকবে।

জানা গেছে, বিএনপি এখন জামায়াতকে আরো সক্রিয় করতে চায়। জামায়াতকে একই মঞ্চে নিয়ে আন্দোলন করার পরিকল্পনাও তাদের আছে। দলে জামায়াতবিরোধীরা এখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। বিএনপির শীর্ষ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে, মাঠের আন্দোলনে জামায়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ ব্যাপারে নিপুণ রায় চৌধুরী বলেন, "আমরা আমাদের সমমনা কোনো দলকেই এখন আর দূরে রাখতে চাই না। যারা গণতন্ত্রের জন্য মাঠে আছে, তাদের সবার সঙ্গেই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো।"

আর বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এ বি এম মোশাররফ হোসেন বলেন, "এটা কোনো নির্বাচন নয় । তাই ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যাবে না। ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সব কর্মসূচিই থাকবে ভোটার যাতে ভোটকেন্দ্রে না যায় তার জন্য কাজ করা।"

বিএনপি মনে করছে, ভোটার উপস্থিতি তেমন না হলে নির্বাচনের পর বাইরের বিশ্বের চাপ বাড়বে। তখন এই ধরনের একটি নির্বাচনের মাধ্যমে আসা সরকার বেশিদিন টিকতে পারবে না। নির্বাচনের পর পরিস্থিতি বুঝে তখন তারা আন্দোলনের কর্মসূচি দেবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান বলেন, "নির্বাচন ঠেকানো তো কঠিন ব্যাপার। নির্বাচন তো হয়ে গেছে। কারা কতটা সিট পাবে তা তো ভাগ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের আন্দোলন হলো প্রকৃত নির্বাচনের জন্য। সেই নির্বাচন যখন হবে তখন জনগণ ভোট দেয়ার সুযোগ পাবে। এখন তো ভোটাররা ভোট দিতে যাবে না।"

তার কথা, "আমরা তো গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছি। হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ এর বাইরে তো কিছু করার সুযোগ নেই। সরকার যদি গ্রেপ্তার ও ভয়ভীতি না দেখাতো, সব মানুষ রাস্তায় নেমে আসতো। আমরা আমাদের এই আন্দোলন অব্যাহত রাখবো। সাত তারিখের পরও সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন চলবে।"

অন্যদিকে সরকার এরই মধ্যে নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি যাতে সন্তোষজনক হয়, সেজন্য কাজ করছে। আওয়ামী লীগ ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপাস্থিত করাকেই প্রধান চ্যালেঞ্জ মনে করছে। সেই কারণেই যাতে বেশি প্রার্থী হয়, সেজন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের উৎসাহিত করা হয়েছে। বিদ্রোহী প্রার্থীদেরও উৎসাহিত করা হয়েছে। তারা মনে করছে, বেশি প্রার্থী হলে তারাই ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবে। এর সঙ্গে এবার আইন-শৃঙ্খলার জন্য ভোটের বেশ আগেই সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার মাঠে নামানো হচ্ছে। নামবে বিজিবিও। কেউ যাতে ভোটে কোনো রকম বাধা না দিতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আর স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের কারণে আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী চাপে থাকলেও এ ব্যাপারে দলীয় প্রার্থীদের কোনো ছাড় দিতে এখনো রাজি নন শেখ হাসিনা। জোট মহাজোটের প্রার্থীদেরও না। তিনি চাচ্ছেন সব প্রার্থী যাতে মাঠে থাকে। ভোটার উপস্থিতি যাতে সন্তোষজনক হয়।

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বলেন, "বিএনপি বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য দল। স্বাভাবিকভাবে তারা নির্বাচনে না গেলে ভোটার উপস্থিতি কম হবে। আর সেই কারণে ভোটাররা যাতে ভোটকেন্দ্রে যান সেজন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটা ক্যাম্পেইন শুরু করেছি 'গো ভোট্ নামে। এর উদ্দেশ্য হলো ভোটারকে ভেটকেন্দ্রে নেয়া। ভোট তিনি যেখানে খুশি সেখানে দেবেন। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে, নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।" তার কথা, নির্বাচনে স্বতন্ত্র, বিদ্রোহী সব মিলিয়ে বেশি প্রার্থীও ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর একটা কৌশল।"

" আর কোনো দল বা ব্যক্তি যদি ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে না দেয়, বাধা বা হুমকি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে," বলেন এই আওয়ামী লীগ নেতা।

নির্বাচন কমিশনও ভোটাররা যাতে ভোটকেন্দ্রে বেশি আসেন, তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেন, "আজকেও (শুক্রবার) এ নিয়ে আমরা বৈঠক করেছি। জেলার রিটার্নিং অফিসার, সহকারি রিটার্নিং অফিসারসহ জেলার ডিসি, এসপি ও থানার ওসিসহ আরো যারা নির্বাচনের কাজে আছেন, তাদের সবাইকে ভোটরদের ভোটকেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। তাদের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে। জনপ্রনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করে তাদের ভোটার উপাস্থিতি বাড়াতে বলা হয়েছে। এছাড়া মাইকিং করা হচ্ছে। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনও যাবে। আমরা ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করবো।"

তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,চ কারো নির্বাচনে না আসা, ভোট না দেয়া সেটা তার স্বাধীনতা। কিন্তু কাউকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দিলে, কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা হুমকি দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এটা মানুষের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ।"-সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

৪৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ

১১ পৃষ্ঠার পর

তীয় স্থানে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ভিয়েতনামকে, যে দেশের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৬ দশমিক ২ শতাংশে। সম্প্রতি এমইআই আগামী বছরের জন্য 'অর্থনৈতিক আউটলুক: ভারসাম্য মূল্য ও অগ্রাধিকার' প্রকাশ করেছে। যদিও প্রবৃদ্ধি নিয়ে এমইআইয়ের পূর্বানুমান বাংলাদেশ সরকারের চেয়ে বেশ খানিকটা কম।

চলতি অর্থবছরের বাজেটে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। আগামী অর্থবছর নিয়ে অবশ্য আন্তর্জাতিক দুই দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফও পূর্বাভাস জানিয়েছে। তাদের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আগামী বছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে যথাক্রমে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ ও ৬ শতাংশ।

তবে বর্তমান দুশ্চিন্তার মূল জায়গা মূল্যস্ফীতি নিয়ে খুব বড় সুখবর নেই এমইআইয়ের পূর্বাভাসে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি হবে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ।

যে বছর পুরো বিশ্বে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৯ শতাংশে। যদিও বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সেই হিসাবে অবশ্য বেশ খানিকটা কমে আসবে মূল্যস্ফীতি।

এমইআই আরও বলছে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। এ সময়ে মানুষ বাইরে খাওয়া কিছুটা বাড়াবে। তবে এ বছর মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পাবে বলেই মনে করে এমইআই। ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার পেছনে মজুরি বৃদ্ধির কথা উল্লেখ্য করেছে সংস্থাটি।

বিএনপিকে নির্মূলে আমরা

৮ পৃষ্ঠার পর

বোয়ালখালী আংশিক) আসনের সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ঢাকায় একটি ট্রেনের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন জ্বালিয়ে চারজন মানুষকে হত্যা করেছে। একজন মা মৃত্যুর মধ্যেও সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিলেন, বুক থেকে অঙ্গার হয়ে যাওয়া সন্তানকে সরানো যাচ্ছিল না। এই ধরনের বীভৎসতা কোনো রাজনৈতিক দল করতে পারে না, যেটি বিএনপি করছে। পৃথিবীর কোথাও এগুলো ঘটছে না। সুতরাং, এই বিএনপির আর জনগণের কাছে আসার সুযোগ নেই। আমরা আগুন সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। এখন বিএনপি নেতাদেরও দেখা যাচ্ছে না। তারা ঢাকা শহরে নাকি লিফলেট বিলি করছে। আজকে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ, এদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছে। আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে জনগণের শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের নির্মূল করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাণীকুলের মধ্যে ব্যাঙ খুব ছোট, কিন্তু তাদের আওয়াজ খুব বড়। রাজনীতির মধ্যেও কিছু ব্যাঙ আছে। কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল আছে তাদের দেখি আওয়াজ খুব বড়। বিএনপির সঙ্গে এ ধরনের কিছু রাজনীতির ব্যাঙ আছে। এসব ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর আওয়াজ খুব বড়। রাজনীতির ব্যাঙদের আওয়াজ এখন খুব বড় হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, বিএনপির নির্বাচন বর্জনের হাঁকডাক এখন নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যেই ঢাকা পড়ে গেছে। তাদের এই নির্বাচন বর্জনের ডাকে এখন কেউ আর সাড়া দেয় না। এমনকি বিএনপির নেতাকর্মীরাও সাড়া দেয়নি। বিএনপির অনেক নেতা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। বিএনপির নেতারা বের হয়ে তৃণমূল বিএনপি গঠন করেছে। আমাদের এখানেও তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী আছে।

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, বিএনপি যাদের উপর ভরসা করেছিল তারাও বলছে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। কদিন আগে জাতিসংঘ বিবৃতি দিয়েছে, নির্বাচনে যাতে সবাই ভোট দিতে পারে। তার মানে বিএনপি যে নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধেই তারা সেটি বলেছে। যুক্তরাষ্ট্রও বলেছে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন হওয়া দরকার। আমরা সেটিই করতে চাই। সেটিতে বাধা দিচ্ছে বিএনপি। আমরা আশা করব, ভিসা নীতি যেটি ঘোষণা করা হয়েছে, বিএনপিসহ যারা এই নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে, তাদের ওপরই এই ভিসা নীতি যেন প্রয়োগ করা হয়।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, জনপ্রতিনিধিরাই সমাজের স্বাভাবিক নেতা। নির্বাচন উপলক্ষ্যে তাই আমি প্রথম বৈঠকটি আপনাদের দিয়েই শুরু করেছি। জনপ্রতিনিধিরাই কারো বাড়ির উঠানে, চায়ের দোকানে মাঠে-ঘাটে ও মসজিদের আঙ্গিনায় থাকেন। আপনারা যে কথাটি মানুষকে বলবেন, সেটি মানুষের কাছে পৌঁছাবে। আপনারাই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে বার্তা পৌঁছানোর কাজটি করেন।

তিনি বলেন, গত ১৫ বছর আমি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা এবং নিষ্ঠা দিয়ে চেষ্টা করেছি এলাকার মানুষের পাশে থাকা এবং এলাকার উন্নয়ন করার জন্য। চেষ্টা করেছি সব মানুষের এমপি হওয়ার জন্য। গত ১৫ বছর সবার জন্য আমার দুয়ার খোলা ছিল। কে আমাকে ভোট দিয়েছিল, কে দেয়নি, ভবিষ্যতে কে দেবে কিংবা দেবে না, সেটি আমি মাথায় রাখি না। যেই আমার কাছে আসে চেষ্টা করি উপকার করার।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বজন কুমার তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম তালুকদারের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কাশেম চিশতি, মো. শাহজাহান সিকদার, মুহাম্মদ আলী শাহ ও ইফতেখার হোসেন বাবুল, জহির আহমদ চৌধুরী। সুত্র ঢাকা পোষ্ট

বাংলাদেশ থেকে আম ও পাট

১১ পৃষ্ঠার পর

এ সময় বাংলাদেশের আম এবং পাটের ভূয়সী প্রশংসা করে এই সম্ভাবনার কথা জানান তিনি।

এই বিষয়ে সকল সদস্য অ্যাসোসিয়েশন এবং অংশীজনদের নিয়ে চীনের সঙ্গে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে বলে জানান এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম। তিনি বলেন, চীন আমাদের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চীনের অবদান অনস্বীকার্য। বিগত কয়েক দশকে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কও উন্নত হয়েছে। তবে বাংলাদেশে-চীনের মধ্যে বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে, চীনকে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান এফবিসিসিআই সভাপতি।একই সাথে, বাংলাদেশি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের চীন সফরের ক্ষেত্রে ভিসা জটিলতা দূরীকরণে চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই ব্যবসায়ী নেতা। এছাড়া, দেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে চীনের মেধা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চান এফবিসিসিআই সভাপতি।

চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন আশ্বস্ত করেন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং ভিসা জটিলতা দূরীকরণসহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীন সরকার তার সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।বাংলাদেশের ১০০ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বেশকিছু অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে দ্রুত জ্বালানি এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হলে চীনা উদ্যোক্তারা সেখানে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

বৈঠকে বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। এ সময় এফবিসিসিআই'র ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলকে চীন সফরের আমন্ত্রণ জানান তিনি।

এফবিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি মো. মুনির হোসেন, মহাসচিব মো. আলমগীর, এফবিসিসিআই'র ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স উইংয়ের কনসালটেন্ট রাষ্ট্রদূত ময়সূদ মান্নান, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি চুই ইফেং প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

নতুন বছরে চ্যালেঞ্জের মুখে

১১ পৃষ্ঠার পর

দশমিক ৭৫ শতাংশ বেড়ে গত জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দাঁড়ায় ১৮ বিলিয়ন ৮৩ কোটি ৫৭ লাখ ডলারে।

পোশাক খাতের মোট বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশই এখন রয়েছে উন্নত মানের পোশাক তৈরিতে। একই সঙ্গে বাড়ছে নতুন বাজার ও ক্রেতা। তবুও গত মাসে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের ধাক্কা আর আসছে নির্বাচনী ডামাডোলে বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে বেশ সাবধানী ক্রেতারা। যা আগামী বছর জুড়েই ভোগাবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

এমন শঙ্কা প্রকাশ করেই বিজিএমইএ পরিচালক আবদুল্লাহ হিল রাকিব বলেন, নির্বাচনী হিসাব-নিকাশের নানা শঙ্কা যখন ব্যবসীদের কর্ম পরিকল্পনায়, তখন তথ্য বলছে, ২০১৮ সালের নির্বাচন ঘিরে ক্রেতারা সাবধানী ক্রয়াদেশ দেয়ার পরও ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রফতানি আয়ে ভালো উত্থান দেখেছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। তাছাড়া শঙ্কা জাগানিয়া ২০১৪ সালের নির্বাচনও দিয়েছে স্বস্তির খবর। তবে এবার অবশ্য নির্বাচনের সঙ্গে রয়েছে বৈশ্বিক মন্দা।

কিন্তু বৈচিত্র্যময় পণ্যে ভর করে নতুন বাজার ধরে সব শঙ্কা দূর করতে চায় বিজিএমইএ। এ প্রসঙ্গে সংগঠনটির সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, বিশ্বের প্রথম ২২টির মধ্যে ২০টিসহ শীর্ষ ১০০টির মধ্যে ৫৫টি পোশাক কারখানার মালিক এখন বাংলাদেশ। চীন-ভিয়েতনামকে টেক্কা দিয়ে বাজার দখলে এমন সবুজ বিনিয়োগের ব্র্যান্ডিংকে কাজে লাগাতে দূতাবাসগুলোর তৎপরতা বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। - সময় নিউজ

৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতিসহ

১১ পৃষ্ঠার পর

নতুন ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক দ্রুত সহায়তা জোগাড় করেছে। ব্যাংক বাংলাদেশে সকলের জন্য ভ্যাকসিন সুবিধাসহ কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সহায়তা করেছে।

২০১৭ সাল থেকে মিয়ানমারে সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা আগমনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি ১৯৭২ সাল থেকে পাঁচ দশক ধরে এই অব্যাহত যাত্রায় বিশ্বব্যাংক এবং বাংলাদেশের মধ্যে অংশীদারিত্বের অর্জন এবং বিশ্বব্যাংকের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অর্থায়ন ও প্রযুক্তিগত সহায়তা সাফল্যের একটি স্মৃতিস্তম্ভ।

সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর লক্ষ্য অর্জনে ২০২৩ থেকে ২০২৭ অর্থবছরের জন্য বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক (সিপিএফ) ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের বাংলাদেশের লক্ষ্যকে সমর্থন করে উচ্চ এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির প্রধান বাধাগুলো মোকাবেলায় দেশকে সাহায্য করবে।

এটি একটি বৈচিত্র্যময় এবং প্রতিযোগিতামূলক বেসরকারি খাতকে আরো বেশি এবং ভালো চাকরির ক্ষেত্র তৈরিতে সহায়তা করবে; সবার জন্য সুযোগ প্রসারিত করতে আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু, পরিবেশগত ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করবে।এই তিনটি ফলাফলই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার মূল অগ্রাধিকার।

অবকাঠামো, মানব মূলধন উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা, গ্রামীণ ও নগর উন্নয়ন, দেশের ডিজিটাল এজেন্ডার অগ্রগতির জন্য দেশের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বিশ্বব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) এবং বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি এজেন্সি (এমআইজিএ) ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশকে আরও ৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে।

বাংলাদেশে আইএফসি-এর কাজ অবকাঠামো এবং আর্থিক পরিষেবার উন্নতি এবং ছোট ব্যবসার সম্প্রসারণে সহায়তা করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে, আইএফসি দেশের পোশাক খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধির উপযোগী বিনিয়োগ সহজতর, নির্মাণ ও অগ্নি নিরাপত্তা, শ্রম ও পরিবেশগত মান উন্নত করতে কাজ করছে।

বাংলাদেশে এমআইজিএ এর বর্তমান কর্মসূচিগুলো মোট ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা জলবায়ু, জ্বালানি এবং টেকসই অবকাঠামোর মতো ক্ষেত্রে দেশটিকে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ অর্থবছরে, ১৪.৩ মিলিয়ন মানুষকে বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন বা উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের আগস্টে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সদস্য হয়। একই বছরের নভেম্বরে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য প্রথম প্রকল্প অনুমোদন করে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে পরিবহন ও যোগাযোগ পুনর্গঠন, কৃষি ও শিল্প খাতের পাশাপাশি নির্মান ও বিদ্যুৎ খাতে সহায়তা করার জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলারের জরুরি পুনরুদ্ধার ক্রেডিট প্রদান করে।

একইসাথে বিশ্বব্যাংক স্বাধীনতাযুদ্ধের আগে অনুমোদন পাওয়া চারটি প্রকল্প পুনরায় সক্রিয় করে। সেই থেকে, দরিদ্রতম দেশগুলোর জন্য বিশ্বব্যাংকের তহবিল ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) অনুদান, সুদ-মুক্ত ঋণ এবং রেয়াতি ঋণের আকারে ৪০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সূত্র : বাসস

রোমানিয়া থেকে হাঙ্গেরি

১২ পৃষ্ঠার পর

হয় ১৫ ডিসেম্বর সকালে। ওইদিন নাদলাক সীমান্তে আসা একটি মিনিবাস থেকে বাংলাদেশ ও সিরিয়ার ২০ জন নাগরিককে আটক করে সীমান্ত পুলিশ ও শুল্ক কর্মকর্তারা। গাড়ির চালক ছিলেন রোমানীয় নাগরিক।

একই দিন রাত ১০টায় দ্বিতীয় অভিযানে আরাদ অঞ্চলের নাদলাক-২ সীমান্ত পয়েন্টে আসা একটি গাড়ি থেকে বাংলাদেশ ও মিশরের আরও ২০ জন অভিবাসীকে আটক করা হয়। তাদের সবাই বৈধ ভিসা নিয়ে রোমানিয়ায় গিয়েছিলেন।

অন্য দুটি অভিযান পরিচালিত হয় ১৮ ডিসেম্বর। সেদিন দুই দফায় নাদলাক-২ এবং টার্নু বর্ডার পুলিশ সেক্টরের সীমান্ত রক্ষীরা মোট ৬৭ জন বিদেশি নাগরিককে আটক করে।

প্রথম দফায় একজন তুর্কি নাগরিকের গাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে কার্গো বগিতে লুকিয়ে থাকা ৪৫ জন বিদেশি নাগরিককে পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিশ নিশ্চিত হয়, অভিবাসীরা সিরিয়া, তুরস্ক এবং ইরাকের নাগরিক।

একই সেক্টরের টার্নু বর্ডার পুলিশের টহলের সময় সীমান্ত লাইন থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে হাঁটতে থাকা ২২ জন ব্যক্তিকে দেখতে পায়।

তারা সেখানে কী করছিলেন তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে না পারায় নথি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্থানীয় পুলিশ সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। তদন্তের পর প্রমাণিত হয়, তারা শ্রীলঙ্কান ও পাকিস্তানি নাগরিক। তারা বৈধ ভিসায় রোমানিয়ায় গেলেও অবৈধভাবে হাঙ্গেরি যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এসব অভিযানে আটক গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে মানবপাচারের অভিযোগ আনা হবে। এছাড়া সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টারত অভিবাসীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত জানানো হবে। সূত্র: ইনফোমাইগ্রেন্টসকেএএ

বিশ্বকে ঘৃণা করি

১২ পৃষ্ঠার পর

এর সঙ্গে কোনও চরমপন্থী মতাদর্শ বা গোষ্ঠীর যোগসূত্র নেই। তদন্তকারীদের মতে, বন্দুকধারী ওই ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গুলি চালানোর আগে, তার বাবাকেও হত্যা করেছে। তবে, তার এর আগে কোনও অপরাধের ইতিহাস নেই। তবে, ডেভিড কোজাকের সোশ্যাল মিডিয়া অনুযায়ী, সাম্প্রতিককালে রাশিয়ায় ঘটে যাওয়া একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা থেকে সে এই হামলা চালানোর অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। আইনি পথেই তার কাছে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

চেক পুলিশ জানিয়েছে, চলতি মাসের শুরুতে ইউক্রেন সীমান্তের কাছে, রাশিয়ার ব্রিয়ানস্কের এক স্কুলের মাস শ্যুটিং-এর ঘটনা এবং ২০২১ সালে কাজানে ঘটা আরও এক ঘটনাই ছিল তার অনুপ্রেরণা। ১০ ডিসেম্বর এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে সে লিখেছিল, 'এলিনাই আমায় অনুপ্রেরণা। তবে ও যথেষ্ট হত্যা করতে পারেনি। আমি এটা ঠিক করে দেব।' তার তিনদিন আগেই ব্রিয়ানস্কের স্কুলে এলিনা আফানাস্কিনা নামে এক ১৪ বছরের কিশোরীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল তার দুই সহপাঠীর। ১৭ ডিসেম্বর সে লিখেছিল, 'আমি এই বিশ্বকে ঘৃণা করি এবং যতটা সম্ভব ব্যথা দিয়ে যেতে চাই।' আরও এক পোস্টে সে বলেছিল, "আমি সবসময়ই হত্যা করতে চেয়েছি। আমি ভয় পেতাম, ভবিষ্যতে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব।" আর, ১৯ ডিসেম্বরের শেষ পোস্টে সে লিখেছিল, "আমার কানে ওরা কথা বলছে পতঙ্গের মতো। আমার কান ছিঁড়ে যাচ্ছে।"

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
See translation
পরিচয়
জো বাইডেনের ক্যান্সার টিস্যু অপসারণ, ডাক্তার বললেন আর চিকিৎসার প্রয়োজন নেই
সংকটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মিরাকেল
GLOBAL MULTI SERVICES INC.
CREDIT REPAIR
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

লেটস টক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রজন্মের এই প্রতিনিধিরা তাদের চাওয়া-পাওয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রীকে।

অনুষ্ঠানের প্রশ্ন-উত্তর পর্বে তৃতীয় লিঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী মনীষা মীম নিপুণ জানতে চান, কীভাবে আমরা আমাদের সমাজকে ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের প্রয়োজনগুলির প্রতি আরও সহানুভূতিশীল করতে পারি? এ সময় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি তৃতীয় লিঙ্গের এক অ্যাক্টিভিস্টের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান বাতিল করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে কথা বলা যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনদের ওপর চলমান গণহত্যায় ইসরাইলিদের সমর্থন দিচ্ছে। এটি তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কিনা তা জানতে চান দেশ গঠনে তরুণদের সংগঠন নিয়ে কাজ করে যাওয়া শাহরিয়ার বাবলা।

নারীর প্রতি হয়রানি বন্ধে সুস্পষ্ট আইন কবে হবে তা জানতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অরিত্রি রায় প্রিয়তা। গণমাধ্যমে কাজ করা তরুণী এ আর তাহসীন জাহান জানতে চান, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে সরকারের তরফ থেকে ডে কেয়ার সেন্টার করা হবে কিনা?

ভালো কাজের হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এবং তরুণ সংগঠক আরিফুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, সরকারি প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দিনে একটি ভালো কাজের বিষয় উৎসাহ প্রদান বা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব কিনা? এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি বলেন, একটি ভালো কাজ করতে উৎসাহিত বা বাধ্য হলে তা আরও অনেক খারাপ কাজ থেকে এমনিতেই মানুষকে বিরত রাখে।

সামাজিক কার্যক্রমের ইনফ্লুয়েন্সার তাশরীফ খান জানতে জান দেশের পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন নিয়ে কী ভাবনা আছে প্রধানমন্ত্রীর। সামনে নতুন কিছু দেখতে পাবো কিনা, এটি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

দুর্যোগ প্রবণ দেশগুলোতে ক্ষতিপূরণ প্রদানে উন্নত দেশগুলোর গড়িমসির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পরিবেশকর্মী শামীম মৃধা। তিনি জানতে চান, কপ২৮ আয়োজন হয়ে গেলো। কিন্তু এখনও উন্নত দেশগুলো দুর্যোগ প্রবণ দেশগুলোর জন্য ফান্ড নিশ্চিত করেনি। এমন অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কী ভাবছেন এবং এর বিকল্প কি ব্যবস্থা রয়েছে বাংলাদেশের?

বাংলাদেশ হুইলচেয়ার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা নূর নাহিয়ান জানতে চান, শারীরিকভাবে বিশেষ-সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এই ধরনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাড়ানোর জন্য সরকারের পরিকল্পনা কী?

অবশ্য শুধু নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে প্রশ্ন নয়, তরুণরা তাদের আগ্রহ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ব্যক্তিগত বেশকিছু প্রশ্নও করেন। বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে কনটেন্ট তৈরি করা মারিয়ার কাছে বেশ আকর্ষণীয় গ্রামের জীবনযাপন। প্রধানমন্ত্রী গ্রামে গিয়ে থাকতে চান কিনা এবং গ্রামীণ জীবনযাপন তার কাছে কেমন লাগে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তিনি। ফুড ব্লগার রাফসান প্রধানমন্ত্রীর সেরা রান্না কোনটি সে বিষয়ে জানতে চান। আরও জানতে চান, বাহিরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর খেতে ইচ্ছে করে কিনা? বাহিরে খাবার খাওয়ার সুযোগ আছে কিনা তার?

এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের কোন বিষয়ে পরিবর্তন আনতেন এবং কেনো এই পরিবর্তনগুলো আনা জরুরি সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিজেদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন উপস্থিত তরুণরা। তাদের এই মতামতগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এখান উপস্থিত তরুণরাই সামনে প্রধানমন্ত্রী হবার মতো যোগ্যতা রাখেন।

২০১৮ সালে লেটস টক অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো তরুণদের মুখোমুখি হয়ে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবারের এই আয়োজনটি আগামী সপ্তাহে সরাসরি ব্রডকাস্ট করা হবে বলে জানান আয়োজকরা। সেখানেই জানা যাবে তরুণদের এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে জানা যাবে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার অনেক অজানা বিষয়ক তথ্য। অনুষ্ঠানটি কবে সম্প্রচার হবে এ বিষয়ে জানতে সিআরআই ও ইয়াং বাংলার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে চোখ রাখতে বলেছেন আয়োজকেরা।

ভোট কারচুপি মামলায় বিলম্বিত বিচার ট্রাম্পের জন্য শাপেবর হতে পারে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কোর্ট। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন কয়েকজন কৌঁসুলিদের মতে, এতে ট্রাম্পের বিচার বিলম্বিত হতে পারে। বিবিসিকে তারা বলেন, বারবার চ্যালেঞ্জ দায়েরের এই কৌশল কেবল ট্রাম্পের অনিবার্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতিকেই পিছিয়ে দেবে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর সময়সীমার ক্ষেত্রেও ঝামেলায় পড়তে পারেন ট্রাম্প।

তবে, এর বিপক্ষেও মত রয়েছে। বিচার বিলম্বের কৌশল ট্রাম্পের জন্য সাপেবর হতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভোটের কারচুপি মামলার বিচার থেকে ট্রাম্পের রেহাই পাবেন কিনা, সে বিষয়ে রায় দিতে গতকাল শুক্রবার অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন বিচারপতিরা। বিষয়টি দ্রুত আমলে নেওয়ার জন্য বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ অনুরোধ করলেও তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ইস্যুটি প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দেননি সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথের কার্যালয়ের জন্য বড় এক ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি তার কার্যালয়।

এই বিচার কত দিন পিছিয়ে যাবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। ২০২৪ সালের নির্বাচনেরও পেছনে চলে যাবে কিনা এই বিচার, তাও বলা যাচ্ছে না। আগামী বছরের নভেম্বরে জো বাইডেনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রিপাবলিকান পার্টি থেকে মনোনয়ন পেতে এখন লড়ছেন ট্রাম্প।

২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিল দাঙ্গায় নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গত আগস্টে ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছিলেন বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথ। দ্রুত এই মামলা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, আপিলের এই প্রক্রিয়ায় বিচার শুরু হতে বিলম্ব হতে পারে। আগামী ৪ মার্চ এই বিচার শুরু হওয়ার কথা।

শুক্রবারের রায়ের অর্থ হচ্ছেড়মার্কিন আপিল আদালতকে প্রথমে মামলাটি শুনতে হবে। তবে সুপ্রিম কোর্টকে শেষ পর্যন্ত যেভাবেই হোক একটি রায় দিতেই হবে।

বিচারক তানিয়া চুটকান মামলার কার্যধারা স্থগিত করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, দাঙ্গার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি সাংবিধানিক দায়িত্বে ছিলেন বলে তার বিচার থেকে রেহাই পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

মার্কিন বিচার বিভাগে কয়েক দশক কাজ করা অভিজ্ঞ প্রাক্তন কৌঁসুলি জিন রসির কাছে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত জ্যাক স্মিথের জন্য বিশাল এক ধাক্কা। তিনি বলেন, ট্রাম্পের রেহাই পাওয়ার আবেদন খুব একটা শক্তিশালী নয়। তবুও বেশ কয়েক মাস তাকে ক্যাপিটল হিল সম্পর্কিত কিছু শুনতে হবে না।

জিন রসির মতে, এই বিচার শেষ পর্যন্ত জুলাইয়ের শেষের দিকে বা আগস্টের শুরু পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে রিপাবলিকান পার্টির ন্যাশনাল কনভেনশনের কাছাকাছি সময়েই হতে পারে। আসছে বছরের ১৫ জুলাই থেকে শুরু হবে রিপাবলিকানদের ন্যাশনাল কনভেনশন।

তিনি বলেন, এতে করে সময়সূচিতে জগাখিচুড়ি হবে। বিচারের সময় যদি বিচারক ভাবেন যে, ট্রাম্প একজন বিদ্রোহী, সেটা তার (ট্রাম্প) জন্য ভালো হবে না। ট্রাম্প কেবল তার অনিবার্য পরিণতিকেই বিলম্বিত করছেন।

আরেক প্রাক্তন কৌঁসুলি এবং কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেভিন ম্যাকমুনিগাল সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে অবাক হননি। এতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হতে বিলম্ব হবে কিনা তা নিয়েও তিনি নিশ্চিত নন।

তবে প্রাক্তন কৌঁসুলি গ্রেগরি ওয়ালেস সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে ট্রাম্পের জয় হিসেবেই দেখছেন। তিনি বলেন, এটা ট্রাম্পের জয়। কিন্তু ৬ জানুয়ারির ঘটনার (ক্যাপিটল হিল দাঙ্গা) ব্যাপারে তার রেহাই পাওয়ার আবেদন মামলার বিচারকার্যকে সামনের বছরের নির্বাচন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে কিনা, তার ওপর নির্ভর করেই বলা যাবে এটা ট্রাম্পের কত বড় জয়।

ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক কার্ল টোবিয়াস বিবিসিকে বলেন, ট্রাম্পের বিলম্ব কৌশল কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে। যা কিছু হচ্ছে তাতে অনেক সময় লেগে যাবে। এবং মার্চের প্রথম দিকে বিচারক চুটকানের সামনে বিচার শুরু করার প্রচেষ্টাকেও জটিল করে তুলবে।

আগামী ৯ জানুয়ারি ডিসি সার্কিট কোর্টে মামলার যুক্তিতর্ক শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নির্বাচন অবমাননার দুটি অভিযোগের একটি এই মামলা। আরও দুটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। একটি হচ্ছে গোপন নথি সংক্রান্ত মামলা, অপরটি টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার সঙ্গে যুক্ত।

অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় উলের

১১ পৃষ্ঠার পর

অংশ দখল করে আছে অস্ট্রেলিয়া ও চীন।

উদ্যোক্তারা বলছেন, এদেশে উল প্রসেসিং ইউনিট হলে স্থানীয়ভাবেই ইয়ার্ন ও ফ্যাব্রিক তৈরি হবে। ফলে লিড টাইমে (ক্রেতাদের কার্যাদেশ থেকে শুরু করে পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত সময়) প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে। এই ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা এখন অনেক পিছিয়ে, যার জন্য ক্রেতারা এ ধরনের পোশাকের অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে আস্থা পাচ্ছে না।

বানিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে অস্ট্রেলিয়ান উলের প্রসেসিং ইউনিটের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে দেশটির উল-প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের শীর্ষ জাতীয় সংস্থা উল প্রডিউসারস অস্ট্রেলিয়া-র সিইও জো হল-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করেছে।

সফরকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনসহ (বিটিএমএ) পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই সভার কার্যবিবরণীতে বলা হয়, অস্ট্রেলিয়ান প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে উল প্রক্রিয়াজাতকরণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে সব ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উল প্রক্রিয়াকরণের উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য তারা পারস্পরিক নেটওয়ার্কিংয়ের প্রস্তাব দেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিটিএমএর সহসভাপতি সালেউদ জামান খান। তিনি দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, “বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া এককভাবে সবচেয়ে বেশি উল উৎপাদনকারী দেশ। কিন্তু তাদের এই উলের ৮০ শতাংশই প্রসেস হয় চীনে। ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশ হিসেবে তারা চীনের ওপর এই নির্ভরতা কমাতে চায়, এবং বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে ভাবছে। ফলে আমাদের সামনে ভালো একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে।” তিনি বলেন, “একসময় আমরা কেবল কটনের ইয়ার্ন তৈরি করতাম যার দাম ছিল প্রতি পাউন্ড দেড় ডলারের মতো। এর চেয়ে বেশি আমরা চিন্তা করতে পারতাম না। এরপর গত ১৫ বছরে লিনেনের ইয়ার্ন তৈরি হচ্ছে, যার দাম প্রতি পাউন্ড ৯ ডলার। এতে আমরা অনেকদূর এগিয়েছি। “এখন আমরা তৃতীয় ধাপের চিন্তা করছি, উলের ইয়ার্ন তৈরি করার জন্য। যার মধ্যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ক্যাশমেয়ার উলের দাম হবে প্রতি পাউন্ড ৭৬ ডলার। আর প্রতি পাউন্ড সাধারণ মানের বা মেরিনো উলের দাম হবে প্রায় ১৩ ডলার।”

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এ ধরনের উলের প্রক্রিয়াকরণের জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ লাগবে না। বর্তমান স্পিনিং মিলগুলোর সেটআপে কিছু নতুন যন্ত্র ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা যুক্ত করে শুরু করা যাবে।

বাংলাদেশে এ ধরনের উলের পোশাক রপ্তানিকারক কারখানার সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ তালিকায় রয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট গ্রুপ এবং এনার্জিপ্যাক ফ্যাশনস লিমিটেড।

এনার্জিপ্যাক ফ্যাশনস লিমিটেড বর্তমানে বছরে প্রায় ১৫ হাজারের বেশি স্যুট তৈরি করে, যার একটি অংশ উলের ফ্যাব্রিকসহ মিশ্র ইয়ার্নের ফ্যাব্রিকে তৈরি হয়। এসব স্যুটের একেকটির দাম খুচরা পর্যায়ে প্রায় ৪০০ ডলার।

এনার্জিপ্যাক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিবিএসকে বলেন, “বর্তমানে একটি অর্ডার পাওয়ার পর কাঁচামাল আমদানির জন্য এলসি (ঋণপত্র) খুলে ফ্যাব্রিক আমদানি করতে গিয়ে ৪৫ দিনের মতো সময় লেগে যায়। এ কারণে আমরা প্রতিযোগীদের চেয়ে লিড টাইমে পিছিয়ে যাই। কিন্তু স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ থাকলে ক্রেতার কমফোর্ট জোনে থাকত এবং তার আস্থা থাকত।”

তিনি আরও বলে, “স্থানীয়ভাবে উলের ইয়ার্ন ও ফ্যাব্রিক তৈরি হলে এক্ষেত্রে আমরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় এগিয়ে যাব এবং রপ্তানি অনেক বাড়বে। বর্তমানে বছরে সব মিলিয়ে উলের পোশাক রপ্তানি ১০০ মিলিয়ন ডলারের মতো, যা আগামী পাঁচ বছরে ১ বিলিয়ন ডলার করা সম্ভব হবে।”

সালেউদ জামান খান জিতু মনে করেন, যে সুযোগটি আসতে যাচ্ছে, তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে বার্ষিক ১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির জন্য ৫ বছর সময়ও লাগবে না।

বিটিএমএ সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উলের ফাইবারের বাজারের আকার ৩০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। অবশ্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাইট ঘেঁটে কিছু গবেষণায় এর বাজারের আকার ১৭ বিলিয়ন ডলার বলে জানা গেছে। আর চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক প্রবৃদ্ধির (সিএসজিআর) ৫.৫ শতাংশ হিসেবে ২০৩০ সাল নাগাদ তা ২৫ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হতে পারে।

নিউ ইয়র্কে ‘বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন-নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা বন্ধ করো’ শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশে নির্বাচন মানে হলো সংখ্যালঘু নির্যাতনের উৎসব

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৬ ই ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটস এর জুইশ সেন্টার এ “স্বাধীনতার ৫২ বছর: ১২তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন- নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর সহিংসতা বন্ধ করো “ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ , ইউ এস এ ।

সেমিনারে বক্তাগণ বলেন , বাংলাদেশে নির্বাচন মানে হলো সংখ্যা লঘু নির্যাতনের উৎসব। ভোট দিলেও বিপদ, আবার না দিলেও বিপদ। যে বা যারা হারবে তাদের দাবি হলো হিন্দুরা তাকে বা তাদেরকে ভোট দেয়নি। সংখ্যা লঘু হিন্দুরা ভোটাধিকার হারিয়েছে অনেক আগেই, যখন থেকে ভোটার আগে তাদের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন ভোট প্রার্থীরা বা তাদের সমর্থকেরা বলে আসতো যে ভোট বুথে না গেলে ধরে নেবো আপনার ভোট পেয়ে গেছি -ইটা হলে বি এন পি, জামাত এবং আওয়ামী লীগ বিরোধী অন্য দল গুলোর। আর আওয়ামী লীগ হারলে হিন্দুরা ভোট না দেওয়ার কারণে। তো নির্বাচন মানেই হিন্দু নির্যাতনের ছাড়পত্র। কোনো সরকার এর বিচার করেনি।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর বি এন পি, জামাত এর হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিচার বি এন পি করেনি, এবং তার পার আওয়ামী লীগ শাহাবুদ্দিন কমিশন করে হিন্দুদের ধোঁকা দিয়েছে, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে। শাহাবুদ্দিন কমিশন এর রিপোর্ট ধামা চাপা দিয়ে।

সংখ্যালঘুরা সরকার এবং বিরোধী দলের আক্রোশের শিকার: নির্বাচনের আগে, সময় এবং পরে নির্যাতনের জন্য সরকার এবং বিরোধী দল দায়ী:

সংখ্যালঘুরা স্বাধীনতার পর সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী নির্বাচন নিয়ে ভীত এবং যা ঘটেছে তা মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না নিলে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এটি অপরিহার্য যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা কেবল এই অর্থহীন সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে জনসমক্ষে বিবৃতি দেবেন না, তবে নির্বাচনের আগে, সময় এবং পরে সরকার ও বিরোধী দলের সহিংসতার জন্য দায়ী দলীয় সদস্যদের নিন্দা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, রাষ্ট্র তার বিচারের ব্যবস্থা করবেন ।

বাংলাদেশ সরকার ও রাষ্ট্র গত ৫২ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য, সহিংসতা ও নিপীড়নের শিকার হিন্দু সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুপারিশসমূহ: ১. ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জিওবিকে অবশ্যই নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে:

নির্বাচনের আগে, সময় এবং পরে হিন্দু মহিলা, মেয়ে, বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং মন্দিরগুলিকে লক্ষ্য করে সহিংস জনতাকে লক্ষ্য বস্তু করা থেকে বিরত রাখতে সংখ্যালঘু এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানো।

২. ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সমান সুরক্ষার সাংবিধানিক গ্যারান্টি সমর্থন করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করা.

৩. নির্বাচনী সহিংসতা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ/হামলার একটি সম্পূর্ণ, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন তদন্ত শুরু করুন এবং এই তদন্তের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করুন।

৪. সমাজে বা যে কোনো রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে এই হামলার সব অপরাধীকে বিচারের আওতায় আনা/হামলার শিকার ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সুপারিশ: নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় এবং পরে সহিংসতা থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকরার জন্য তাত্ক্ষণিক এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জিওবির সাথে গঠনমূলকভাবে কাজ করা।

হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বন্ধ করতে, সহিংসতার শিকার অতীতের ভুক্তভোগীদের পুরোপুরি পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে এবং হামলার জন্য দায়ীব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত জিওবিকে সমর্থন করা।

প্যাস্টর জেমস রায় এর সভাপতিত্বে সভায় আন্নানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংঘটনের অন্যতম সভাপতি মিঃ নয়ন বড়ু য়া, বোর্ড অফ গভর্নর এর সদস্য মিস গীতা চক্রবর্তী, উমা চক্রবর্তী, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঃ বরুন পাল, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ও ওম শক্তি মন্দিরের সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিসঃ সুতিপা চৌধুরী, অতিথি মিঃ রানা আহমেদ এবং সংগঠনের চেয়ারম্যান অ্যাটর্নি অশোক কে কর্মকার ।সেমিনার পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ স্বপন দাস ও মিসঃ উমা চক্রবর্তী ।- স্বপন দাস, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা শুরু

পরিচয় ডেস্ক: ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের কম্পিউটার ও ইংরেজী কোর্সের সাফল্যের পর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা শুরু হয় গত বুধবার ২০ ডিসেম্বর। এতে নারী পুরুষের সবার অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নিউ ইয়র্ক হেলথ ডিপার্টমেন্টের কমিউনিটি ট্রেনিং স্পেশালিস্ট মি. ম্যাথিউ মিত্র ও মিস জেনিয়ান সেমিনারে মানসিক স্বাস্থ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। মানুষ মাত্রই তো মানসিক সমস্যায় ব্যতিগ্রস্ত। কিন্তু সেই সমস্যা থেকে নিজেকে কিভাবে ওভারকাম করা যায়, কি কি পন্থা অবলম্বন করলে সুস্থ থাকা যায় তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয় এই সেমিনারে।

সেমিনারের আয়োজক ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জি. আব্দুস সোবহান বলেন, আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে ইংরেজি ও কম্পিউটার কোর্সের পর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করলাম। কারণ শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতাও যে প্রয়োজন তা আমরা অনেকসময় উপলব্ধি করতে পারিনা। আজকের সেমিনারে তা স্পষ্ট যে আমরা অনেক সময় এসব নিয়ে কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করি। আমরা চাই এখানে অনেক মানুষ এলেও কিছু মানুষেরও যদি এই সেমিনারে এসে তাদের সামাজিক চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয় জীবনে, তাতেই আমাদের স্বার্থকতা।

সেমিনারের গেস্ট স্পিকার ছিলেন তুহিন আকন্দ (অ্যাডাল্ট লার্নিং সাপোর্ট স্পেশালিস্ট, কুইন্স লাইব্রেরি)। তিনি ফাউন্ডেশনের এমন সেবামূলক কাজের জন্য অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করেন। কুইন্স লাইব্রেরি থেকে তিনি তাদের স্টুডেন্ট এখানে ট্রান্সফার করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন বলে জানিয়েছেন। এবং কুইন্স লাইব্রেরির পক্ষ থেকে তিনি সবসময় পাশে থাকবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। এবং পরিশেষে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে এই মানসিক স্বাস্থ্যের কর্মশালা শেষ হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সুখী দাম্পত্যে 'আলাদা বিছানার' তত্ত্ব দিলেন হলিউড অভিনেত্রী

৫৬ পৃষ্ঠার পর

মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আলাদা আলাদা বিছানাকে আমাদের স্বাভাবিকভাবে নেওয়া উচিত।' শুধু বিছানাই নয়, এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর আলাদা আলাদা বাড়িও থাকতে পারে বলে মনে করেন ডিয়াজ। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেনড়'আমার বাড়ি আছে, তোমারও বাড়ি আছে, মাঝখানে থাকবে আমাদের দুজনের বাড়ি। আমি আমার বিছানায় ঘুমাতে যাবো, তুমি তোমার।' তবে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলনেরও একটি উপায় করে দিয়েছেন হলিউড অভিনেত্রী। এই বিষয়টির সমাধানের জন্য ডিয়াজ যৌথ বাড়িতেই তৃতীয় আরেকটি বিছানার ধারণা দিয়েছেনড়সেই বিছানাটিই হবে দুজনের একান্তে সময় কাটানোর উপায়। তবে এমন ভাবনা মাথায় থাকলেও বিষয়টি এখনই নিজের জীবনে প্রয়োগ করার প্রয়োজন মনে করেননি ডিয়াজ। ২০১৫ সালে 'গুড শার্লোত্তে' ব্যান্ডের গিটারিস্ট ব্যাঞ্জি ম্যাডেনকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে এই দম্পতির একমাত্র কন্যা র‍্যাডিক্সের জন্ম হয়। এদিকে আলাদা বিছানায় কখনো কখনো সম্পর্ক উপকৃত হতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরাও। এ বিষয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্কেডিয়ান নিউরোসায়েন্সের অধ্যাপক রাসেল ফস্টারের ভাষ্যটি হলোড়্নাক ডাকার জন্য আলাদা কক্ষে স্থানান্তরিত হওয়া সম্পর্কে নতুনত্ব এনে দিতে পারে। তিনি বলেন, 'এটি একটি নতুন সম্পর্কের সূচনা যেখানে উভয়ই আদর্শভাবে সুখী হবেন, একে অপরের প্রতি আরও প্রতিক্রিয়াশীল হবেন, কম আবেগপ্রবণ হবেন, কম খিটখিটে হবেন। তাই আমি মনে করি না যেড়্যদি আপনার একটি আলাদা ঘুমানোর জায়গা থাকে তবে সেখানে আপনার ঘুমাতে দ্বিধা করা উচিত।'

নিউইয়র্কের জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক- জেবিএ এর উদ্যোগ উৎযাপিত হয়েছে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার বিজয় দিবস

জলি আহমেদ: সোমবার,১৮ই ডিসেম্বর ২০২৩. ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার ২০২৩ তারিখে সন্ধ্যা ৭:০০ টায় ষ্টার কাবাব পার্টি হলে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।এই উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের প্রতি জানানো হয় অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ।এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির প্রায় সবাই এবং জ্যামাইকায় বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। বিজয় দিবসের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ,সিনি: সহ

সভাপতি আহসান হাবিব এবং সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ সহ কাযকরী কমিটির প্রায় সবাই ।উপদেষ্টা মন্ডলীর মধ্য ছিলেন আকাশ রহমান, শেখ ইলিয়াস হাবীব,গনী সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানটি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে তারা হলেন - শেখ ইলিয়াস,রাফাত হোসেন,কাজী আজহারুল হক মিলন,মো:আলী,ডিউক খান,রতন মাহমুদ,আহনাফ আহমেদ, মোতালিব শিকদার, আসাদুজ্জামান বাবু, মোতালিব শিকদার, এডভোকেট সামিউল কবির,মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, সোহেল সীমান্ত,এডভোকেট মাহবুর রহমান বকুল, এডভোকেট মতিউর রহমান, সিরাজুল ইসলাম লিপন,মোর্শেদ আলম,লৎফর রহমান,সজীব চৌধুরী,আওয়াল সিদ্দিকী,আনজাম সিদ্দিকী,মরিয়ম মারিয়া,আয়রুন নাহার রুলী,কবি সালেহা ইসলাম,ডা. নাফিজুর রহমান,হায়দার আলী,সুলতান বুখারী,শিবলী নোমানী,শামস চৌধুরী রুশো,নাজিয়া জাহান সহ আরো অনেকে । বিজয় দিবসের আয়োজনে ছিলো গান ,আবৃত্তি ও যুদ্ধের স্মৃতিচারন যা তরুন প্রজন্ম এবং উদীয়মান একটি নতুন সংগঠনের জন্য খুবই উৎসাহ ব্যান্জক । জ্যামাইকাবাসী তথা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশে স্বাধীনতার ইতিহাস,সংস্কৃতি ,ঐতিহ্য তুলে ধারা ই এই ধরনের আয়োজনের লক্ষ বলে জানান সংশ্লিস্টরা । সন্ধ্যার পর থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নতুন কমিটি গঠিত : সভাপতি ডা. সারোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর

পরিচয় ডেস্ক: : বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের অন্যতম বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন (এনবিএফ) ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোজাফফর হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) জামাইকার একটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সভায় ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সভায় কার্যকরী কমিটি ছাড়াও ১৬টি জেলা থেকে ১৬ জন ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর প্রতিনিধিও নির্বাচিত করা হয় হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং বিশেষ মুনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন মুওলানা রফিকুল ইসলাম।

ফাউন্ডেশন সূত্রে জানা গেছে, ইতিপূর্বে গঠিত তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন। কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান। কমিশনের অন্য ২ জন সদস্য

ছিলেন ড. রুহুল কুদ্দুস ও দবিরুল ইসলাম। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর আগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি করেন ডা. আব্দুল লতিফ। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সম্মিলিত প্যানেল নির্বাচন কমিশনের কাছে উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন। সভায় উত্তর বঙ্গের উল্লেখযোগ্য প্রবাসীদের মধ্যে নাসির আলী খান পল, মিসেস নিলুফার খান, জহুরুল ইসলাম টুকু, শমসের আলী, জিয়াউর রহমান, রেজাউল হক, গোলাম রাব্বানী, রাজীব আলী, শরিফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন-এর নতুন কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সিনিয়র সহসভাপতি- এবিএম মিজানুল হাসান, সহ সভাপতি- অধ্যক্ষ আজিজুল হক মুন্না, আবু তাহের, জাহাঙ্গীর আলম, তাসকিন আহমেদ ও ফরহাদ হোসেন রোজেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক-মোস্তফা কামাল মিল্টন, সহ সাধারন সম্পাদক- শাহনারা বেগম রিনা, শফিউল আলম শফিক ও আব্দুল কুদ্দুস মিয়া কানন, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুর রকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক- রোকনুজ্জামান রোকন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- মিজানুর রহমান মিলন, দফতর সম্পাদক- এস এম জিন্নাহ, ক্রীড়া সম্পাদক- গোলাম রাব্বানী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জিয়াউর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মোহর খান, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. নার্গিস রহমান, প্রচার সম্পাদক- রাহিমুল হুদা প্রধান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- আদান ইসলাম। কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন যথাক্রমে হাসানুজ্জামান হাসান, রাকিবুজ্জামান খান তনু, মোতাহার হোসেন, ডা. শাহনাজ আলম, মো: কাউসার আলী,এম শামিম আহমেদ ও মসিতুল্লাহ মাসুম।

সবশেষে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নব নির্বাচিত সভাপতি ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের পক্ষ থেকে নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নিলুফার খান স্বপ্না। খবর ইউএনএ'র।

ইউএসবিসিসিআই এবং অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল এর মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর

পরিচয় ডেস্ক: ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) এবং অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর করা হয়। এই সহযোগিতাটি ইউএসবিসিসিআই-এর সদস্য এবং নিউইয়র্ক সিটিতে বৃহত্তর বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায় উভয়ের জন্য নতুন সুযোগ এবং উন্নত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরী করবে। ইউএসবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও জনাব মোঃ লিটন আহমেদ এবং অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিজ. ইয়াঙ্কি শেরিং স্বাক্ষরিত এই সমঝোতা স্মারকটি ভবিষ্যতের জন্য একটি সহযোগিতার কাঠামো ও রূপরেখা সম্ভলিত একটি চুক্তি। মিজ. শেরিং গুরুং, ব্যবসা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সিনিয়র ম্যানেজার; জেসন কোহল, এসবিএ কমিউনিটি অ্যাডভান্টেজ প্রোগ্রামের পরিচালক; ইউএসবিসিসিআই-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বির্তিজ; শেখ ফরহাদ, পরিচালক; আহাদ আলী, পরিচালক এবং ইউএসবিসিসিআই-এর চেয়ারপারসন উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির রুমা আহমেদ প্রমূখ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সদস্যদের সুবিধাসমূহ: ১. অ্যাকম্পানি ক্যাপিটালের পরিষেবা: ইউএসবিসিসিআই সক্রিয়ভাবে অ্যাকম্পানি ক্যাপিটালের পরিষেবাগুলিকে প্রচার করবে, সদস্যদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী আর্থিক সেবাসমূহ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। ২. ডিজিটাল ক্ষমতা বৃদ্ধি: ইউএসবিসিসিআই একম্পানি ক্যাপিটালর প্রয়োজন ও চাহিধামত ডিজিটাল মার্কেটিং সেবা প্রদান ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন সেবা প্রদান করবে। ৩. সুদৃঢ় অংশীদারিত্ব: সুদৃঢ় অংশীদারিত্বের লক্ষ্য বাংলাদেশী আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, আরও আন্তঃসংযুক্ত এবং সহায়ক ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি: অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল তার ক্লায়েন্টদেরকে ইউএসবিসিসিআই-এ যোগ দিতে উৎসাহিত করবে, যার ফলে চেম্বারের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পাবে। ৪. ইভেন্ট সহযোগিতা এবং কৌশলগত অংশীদারিত্ব: ইউএসবিসিসিআই-এর বিভিন্ন ইভেন্টে একম্পানি ক্যাপিটালের অংশগ্রহণ অনন্য নেটওয়ার্কিং এবং সহযোগিতার প্রদান করবে। ৫. যৌথ কর্মসূচির উদ্যোগ: উভয় সংস্থাই যৌথ কর্মসূচিতে সহযোগিতা করবে, তাদের আর্থিক ও সাংঘঠনিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ভবিষৎ সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন:এই চুক্তিটি আরও সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের দিকে একটি পদক্ষেপ, যা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন এবং ব্যবসায়িক উৎকর্ষের জন্য একটি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। উভয় সংস্থাই এই অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে উৎসাহী এবং একটি ফলপ্রসূ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্কের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করবে। একটি সম্প্রসারিত ব্যবসায়িক ল্যান্ডস্কেপের বিভিন্ন চাহিদা মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইউএসবিসিসিআই এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: টঝইঈঈও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য একটি আলোকবর্তিকা হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে। চেম্বার বাংলাভাষী সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে, বাংলাদেশ ও আমেরিকান এন্টারপ্রাইজগুলির মধ্যে শক্তিশালী ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে এবং এমন একটি উদ্যোক্তা পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। যাতে করে ব্যবসার উন্নতি হয়, ব্যক্তিদের উন্নতি হয় এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এর সুফল ভোগ করে।

একম্পানি ক্যাপিটাল এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: অ্যাকম্পানি ক্যাপিটাল নিউইয়র্ক এলাকার অভিবাসী, উদ্বাস্তু, এবং সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তাদের জন্য সমৃদ্ধির পথ তৈরি করে, সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণ, আর্থিক শিক্ষা, এবং প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ এবং সর্বোত্তম ব্যবসায়িক অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা চালু ও বৃদ্ধি করার জন্য সহযোগিতা করে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ নামে নতুন সংগঠনের আত্মপ্রকাশ: সভাপতি এ্যাডভোকেট বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ নামে নতুন একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সনদ নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ'র একটি পক্ষ নতুন এ সংগঠনটি সৃষ্টি করে। গত ১৮ ডিসেম্বর জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং পার্টি হলে নয়া সংগঠন আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ'র এক বিশেষ সভায় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। কার্যকরি কমিটির সভাপতি পদে এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।নব নির্বাচিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- সহ সভাপতি এডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শিউলি পারভীন, কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট ফিরোজা আক্তার ন্যান্সি, সাংগঠনিক সম্পাদক পর্না ইয়াসমীন, প্রচার সম্পাদক নূর ফাতেমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এডভোকেট শাহনাজ পারভীন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফাহিমা নাজনীন নিশা, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আজহারুল ইসলাম, আইন সহায়তা ও পুনর্বাসন সম্পাদক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, কার্যকরি সদস্য এটিএম শাহ আলম ও আবিদুর রহমান। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন- দস্তগীর জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ এন মজুমদার, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার, মোর্শেদা জামান ও এডভোকেট জাকির মিয়া। সভা সূত্র জানায়, সংগঠনের সাবেক সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুলের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় ১৮ ডিসেম্বরের সভায় ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় নতুন সংগঠনের নাম দেয়া হয় আমেরিকা বাংলাদেশ ল' অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক। উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি কমিটি এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। শিগগিরই নব নির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে সভায় জানান হয়।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী রয়েছে যারা ঐক্যে বিশ্বাসী নয়, ভাঙ্গনে বিশ্বাসী। তাদের কারণেই আমরা আমাদের হাতেগড়া সংগঠনটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। সামান্য সনদ নিয়ে দুই ভাগ হয়ে গেল বাংলাদেশ ল সোসাইটি ইউএসএ। সনদের বিরোধীতা করে সংগঠনের সাধারণ সভা থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে সমঝোতার জন্য চেষ্টা করেও কোন উত্তর না পেয়ে আমরা অন্য পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। কোন ঝামেলায় না জড়িয়ে নতুন একটি সংগঠন সৃষ্টি করি। খবর ইউএসএ নিউজ

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় সিনিয়রদের সেবায় গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ৭ম শাখার উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: বয়স্কদের সেবার ব্রত নিয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্র ৩১ স্ট্রিটের উপর ৩৬-০৭ ৩১ স্ট্রিটে অবস্থিত জালালাবাদ ভবনে গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ৭ম শাখার উদ্বোধন হয়। এ দিন বাদ জুম্মা মিলাদ মাহফিল ও সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর অফিসটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ।

উদ্বোধনী বক্তৃতায় জনাবশাহ নেওয়াজ বলেন, শুধূমাত্র আর্থিক দিক বিবেচনা করে এই শাখাটি আমরা চালু করছি না। এই এলাকায় প্রচুর বাংলাদেশি প্রবাসীরা বসবাস করেন। তাদের ঘরের কাছে আমরা সেবা নিয়ে আসছি। হোম কেয়ার পেশায় দক্ষ একদল কর্মী এখানে কাজ করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ, জেবিবিএ'র সভাপতি হারুন ভূঁইয়া, ফোবানার কর্মকর্তা শরাফত হোসেন বাবু, সাপ্তাহিক আজকালের মার্কেটিং হেড আবু বকর সিদ্দিক, সাংবাদিক বেলাল আহমেদ, মোস্তফা অনিক রাজ, লায়ন আবুল কাশেম, বদরুদ্দোজা সাগর, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের কর্মকর্তা সুলতানা আহমেদ, মামুন বেপারী, শফি উদ্দীন মিয়া, খোকা, মাসুম প্রমুখ।

ফিলাডেলফিয়ায় 'সিরাতুল জান্নাহ সেন্টার' মসজিদ ও মাদ্রাসায় অগ্নিকান্ড

পরিচয় ডেস্ক: পেনসেলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের নর্থ ইষ্ট, ফিলাডেলফিয়া এলাকার ৭৭৩৫ ক্যাস্টর এভিনিউতে অবস্থিত 'সিরাতুল জান্নাহ সেন্টার' মসজিদ ও মাদ্রাসায়গত সোমবার (১৮ ডসিম্বের) দিবাগত রাত ৯টার দিকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগ্নিকান্ডে মাদ্রাসার স্থাপনার বেশ ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। তবে অগ্নিকান্ডের সময় পুরো ভবন ফাঁকা ছিল, ফলে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় ফায়ার বিভাগ ঘটনার তদন্ত করেছে। খবর ইউএনএ'র।

সিরাতুল জান্নাহ সেন্টারে দৈনিক সালাত, ফুলটাইম এবং পার্টটাইম ইসলামিক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সেন্টারের সকল কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষনা দিয়েন। তবে বিশেষ ব্যবস্থায় সেন্টারের ফুল টাইম ক্লাস পাশেই অবস্থিত নর্থ ইষ্ট ফিলাডেলফিয়া ইসলামিক সেন্টার, টাইসন এভিনিউতে এবং পার্ট টাইম ক্লাস ভার্চুয়ালি ২০ ডিসেম্বর বুধবার থেকে শুরু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

শীতার্তদের মাঝে নিউইয়র্ক বাংলাদেশি লায়ন্স ক্লাবের কম্বল বিতরন

পরিচয় ডেস্ক:গত বুধবার ১২ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা জ্যাকসন হাইটসে স্বল্প আয়ের জনসাধারনের মধ্যে কম্বল বিতরন করে। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কম্বল বিতরন কর্মসূচির প্রধান সমন্বয়কারী ও ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ। সভাপতির বক্তব্যে জনাব শাহ নেওয়াজ বলেন, মানব কল্যাণে লায়ন্স ক্লাব এই ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। সহসাই ব্রুকলিনের ওজনপার্ক ও ব্রংকসে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরন করা হবে। তিনি বলেন, কমিউনিটির অনেক মানুষ কম্বলের অভাবে শীতে কষ্ট পাচ্ছেন। তাদের খুঁজে বের করে লায়ন্সরা শীত বস্ত্র পৌঁছে দিয়ে আসবে। তিনি শীতবস্ত্র বিতরন কর্মসূচির পাশাপাশি 'রক্তদান কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন। আগামী ২৩ ডিসেম্বর নবান্ন পার্টি হলে লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে 'রক্তদান' কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সেক্রেটারি লায়ন জেএফএম রাসেল, সাবেক সভাপতি ও লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ভাইস গভর্নর লায়ন আসেফ বারী টুটুল, ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট লায়ন এডভোকেট মতিউর রহমান, ব্লাংকেট ডিস্ট্রিবিউশন কর্মসূচির কনভেনর লায়ন মোহাম্মদ কে. চিশতি সিপিএ, মেম্বার সেক্রেটারি লায়ন মাসুদ রানা তপন ও কো-কর্ডিনেটর এমডি তরিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লায়ন রকি আলিয়ান, সাইফুল ইসলাম, এডভোকেট নাসির উদ্দীন,মশিউর রহমান মজুমদার, কামরুল মজুমদার, রুহুল আমীন,এমডি ওমর ফারুক,এ এস এম উদ্দিন পিন্টু,আনিসুল ইসলাম টনি ও আসাদ চৌধুরী।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব প্রথম পর্বে বুধবার ১৫০টি কম্বল বিতরন করেছে। ক্লাব সদস্যদের স্বেচ্ছা প্রণোদিত অর্থে এই জনসেবামূলক কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মানব কল্যাণে তা অব্যাহত থাকবে বলে কর্মকর্তরা জানিয়েছেন।

প্রানোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিভি)'র বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৭ই ডিসেম্বর, ২০২৩ ছিলো বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিভি)'র বিজয় দিবস উদযাপন এবং নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। বিএডিভির এবারের অনুষ্ঠানের মূল স্লোগান ছিলো বিজয়ের ঐক্যতানে, লাল সবুজের প্রাঙ্গণে। বিদায়ী সভাপতি ডাঃ আশিক আনসার এবং তাঁর কমিটি অনবদ্য এই অনুষ্ঠান আনন্দমুখর করার লক্ষ্যে নানা উপাদান রেখেছিলেন। প্রথমতঃ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য দুই বিরল ব্যক্তিত্ব সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে বিএডিভি'র "এঞ্জেলস অফ বাংলাদেশ" সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ডঃ সুলতানা আলম এবং ড. ডেভিড নালীন। এছাড়া আকতার আহমেদ রাশার একক শিল্প প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন কণ্ঠশিল্পী এস, আই টুটুল, কৃষ্ণা তিথী খান এবং জলি দাস ও তার দল। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নিউ ইর্য়কে বাংলাদেশের ডেপুটি কনস্যুল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে আমেরিকাতে বাঙালিদের যে তিনটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল, বিএডিভি তাদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার এই ৫৩ বছরে বিএডিভি আজও আমেরিকার বুকে বাংলা সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসকে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল ডাঃ আশিক আনসার এর সভাপতিত্বে দুই বিরল ব্যক্তিত্ব সুলতানা আলম এবং ডা. ডেভিড নালীনকে নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা। ডঃ সুলতানা আলম তার স্মৃতির পাতা থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। ফিলাডেলাফিয়া বন্দরে ব্লকেড মুভমেন্ট এ, জাহাজের খালাসীদের সক্রিয় ভূমিকার কথা স্মরণ করেন ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। উল্লেখ্য যে, আমেরিকার জাহাজের খালাসীদের সম্মেলনে গিয়ে সুলতানা আলম এমন সুন্দর বক্তব্য রেখেছিলেন যা খালাসীদের অনেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা পাকিস্তানের জাহাজে আমেরিকান যুদ্ধ রসদ তুলতে অপারগতা প্রকাশ করেন ফলে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। আর উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে সাবলীল বাংলায় কথা বলে উঠেন ডেভিড নালিন। তিনি বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর স্মৃতিকথা বাংলাতে বলেন এবং একটি স্লাইড-শো প্রেসেন্টেশন করেন । উল্লেখ্য যে, ডেভিড নালীন মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বৎসর আগে থেকেই বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। কলেরার উপর গবেষণা করতে গিয়ে কলেরা রোগের জন্য মুখে-খাবার স্যালাইন পদ্ধতি (ডাঃ ক্যশের সাথে মিলে) আবিষ্কার করে বিশ্বে ক্ষ্যাতি লাভ করেন । এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী শিবিরের অনেকের প্রান রক্ষা পায়। ডেভিড নালিনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকাতে তাদের কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যে দিয়ে কিভাবে অসম্ভবকে সম্ভব সাধন করেছিলেন তা তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তিনি এবং ডাঃ গ্রীনো মিলে 'বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার' গড়ে বিভিন্ন মিডিয়া, কংগ্রেসম্যান, সিনেটর সহ বিভিন্ন মানুষের সাথে বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের গনহত্যার কথা তুলে লবিং করেন এবং অন্যান্যদের সাথে সমন্বয় করেন । তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমেরিকা সরকার পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ ও অন্যান্য সহায়তা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। আর এভাবেই আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম বারের মত শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করার মাধ্যমে তাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছিলো।

এই অনুষ্ঠানে বিএডিভি'র ২০২৪-২০২৫ নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষিক্ত সভাপতির বক্তব্য রাখেন ফারহানা আফরোজ পাপিয়া এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের কম্যুনিটির সকলের সাথে পরিচিতি করিয়ে দেন ও বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন কমিটিকে সাথে নিয়ে কমিউনিটির সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদায়ী সভাপতি ডাঃ আশিক আনসার ও অভিষিক্ত নতুন কমিটির সদস্যরা হলেন : সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া এবং সাধারন সম্পাদক মিনহাজ সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি শোয়েব আহমেদ এবং নাইমুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহিদা আফরোজ, সমাজ কল্যান সম্পাদক মুনমুন কোরেশী, কোষাধ্যক্ষ আফরোজা ইউসুফী এবং সদস্য ফারজানা চৌধুরী, রাজিয়া সুলতানা, জোহরা খাতুন কলি এবং মাজরেহা বিনতে জাহের।

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী এস এই টুটুল একের পর এক সংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন । সুসজ্জিত ভেনু ও আকর্ষণীয় মঞ্চ সজ্জা ও বিএডিভির ঐতিহাসিক স্মৃতিগাঁথার বুননে তৈরী ছবির পোস্টারে, ব্যানারে, কিংবা সুস্বাদু মুখরোচক খাবার ও নৈশভোজের সমারোহে আয়োজকদের সার্বিক নিবেদনের কোনো কমতি ছিলোনা । বিএডিভি'র এই অনুষ্ঠানের সফল আহবায়ক ছিলেন মুনমুন কোরেশী, মিনহাজ সিদ্দিকী, ও সারাহ গোরস্কি । সঞ্চালনায় ছিলেন সারাহ গোরস্কি । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গ্রন্থনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন ডাঃ নুরুন বেগম । বিপুল সমাগমে বাংলাদেশী কম্যুনিটির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এককথায়, বিএডিভি'র বিজয় দিবস ২০২৩ অনুষ্ঠানটি ছিল আনন্দমুখর ও প্রাঞ্জল ।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলাওয়্যার ভ্যালী (বিএডিভি)'র নতুন সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া উপস্হিত সকলের উদ্দেশ্যে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সবশেষে বিদায়ী সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কের সারা হোমকেয়ার ও মা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উৎযাপিত হয়েছে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার বিজয় দিবস ও ক্রিসমাস পার্টি

জলি আহমেদ: সোমবার,১৮ই ডিসেম্বর ২০২৩. ১৬ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কুইন্সের আগ্রা প্যালেস পার্টি হলে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।এই উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদদের প্রতি জানানো হয় অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা । অনুষ্ঠানে মা সংগঠনের আরেকটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সারাহ হোমকেয়ারের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষরা উপস্থিত ছিলেন। বিজয় দিবসের পাশাপাশি একই অনুষ্ঠানে উদযাপন করা হয় বড়দিনের উৎসব। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন ডঃ শাহজাদী পারভীন,ডঃ জি সি প্যাটেল,এটর্নি কিম,ডঃ ব্রুস,ডঃ জেসন,এডভোকেট রেদওয়ানা সেতু,ইন্জিনিয়ার আবদুল খালেক,ডাঃ আবদুস সবুর,ডাঃ বর্নালী হাসান,ফার্মার ইন্সুরেন্স এর দেলোয়ার হোসেন সিপন,এডভোকেট আতিকুর রহমান সাবু,সিরাজ গন্জ সমিতির সভাপতি কামরুল ইসলাম,নব নির্বাচিত সভাপতি লেবু,বৃহত্তর দাউদ কান্দি সোসাইটির সভাপতি ইয়ার আহমদ পাটোয়ারী,ব্রক্স এর লিয়াকত আলী,আনোয়ারুল আলম ,উল্লাস, রিপন মিয়া, রেজা, ফয়সল,মিতা, কানিজ ফাতেমা, সাথী, কামরুল,মার্কেটার কাম ওয়ার্কিং পার্টনার তানজির, শিব্বির, রাকিব, শাওন, জাহাঙ্গীর জয়, রিতা ও মিঃ খান। সারাহ হোমকেয়ার প্রেসিডেন্ট ড. শাহাজাদী পারভীন বলেন, "আমরা আমাদের কোম্পানী থেকে প্রতি বছর একটি অনুষ্ঠান করে থাকি। কিন্তু এবার আমরা বিজয় দিবসকে গুরুত্ব দিয়ে এই অনুষ্ঠান করছি।"

সারাহ হোমকেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. জি. সি প্যাট বলেন,"মা ফাউন্ডেশন আত্মামানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। "এ সেবার সাথে সবাইকে যুক্ত হওয়ার আহবান জানান। বিজয় দিবস উপলক্ষে নাচ, গান ও রাফেল ড্র এর মাধ্যমে পুরস্কার বিতরনীর আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যার পর থেকে শেষ পর্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের বিভিন্ন পরীক্ষায় পারফেক্ট স্কোর প্রাপ্ত অত্যন্ত সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করেছে খানস টিউটোরিয়াল

পরিচয় রিপোর্ট: কম্যুনিটিতে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের উতকর্ষতা অর্জনে সহায়তাকারী, সবচেয়ে পুরাতন ও জনপ্রিয় টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠান খানস টিউটোরিয়াল সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের বিভিন্ন পরীক্ষায় পারফেক্ট স্কোর প্রাপ্ত অত্যন্ত সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করেছে। নিউ ইয়র্কে খানস টিউটোরিয়াল এর প্রতিটি শাখায় আয়োজিত আনন্দঘন অনুষ্ঠানে সফল ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাদের বাবামায়েরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি অনুষ্ঠানে সফল ছাত্রছাত্রীরা খানস টিউটোরিয়ালে তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রাপ্ত সহযোগিতার কথা তুলে ধরেন এবং প্রশিক্ষক ও সমন্বয়কারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে সফল ছাত্রছাত্রীদের কয়েকজনের বাবা-মায়েরাও তাদের সন্তানদের সাফল্যের জন্য খানস টিউটোরিয়ালস এর যত্ন ও ভুমিকার প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। একাধিক অনুষ্ঠানে খানস টিউটোরিয়ালস এর প্রধান নির্বাহী ডা: ইভান খান ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান মিসেস নাঈমা খানও বক্তব্য রাখেন। সন্তানদের সাফল্যের জন্য বাবা-মার সাধনা, পরিশ্রম ও অবিরাম মনোযোগ খুবই গুরুত্বপুর্ণ বলে উল্লেখ করেন মিসেস নাঈমা খান।

শোভাযাত্রা ও বিজয় মিছিল করলেন ঢাকা-১৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী জেড আই রাসেল

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ঢাকা- ১৪ আসনে প্রার্থী জেড আই রাসেল তার নির্বাচনি এলাকায় শোভাযাত্রা ও বিজয় মিছিল করেছেন। ১৯ ডিসেম্বর দিনভর তিনি তার নির্বাচনি এলাকায় শতশত নেতাকর্মীদেরকে নিয়ে বিজয় মিছিল করেন। এ সময় ঢাকা-১৪ আসনের সাধারণ জনগণ সহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

পাইকপাড়া, দক্ষিণ পাইকপাড়া, কল্যানপুর, শ্যামলী, গাবতলি সহ বিভিন্ন এলাকায় মিছিল নিয়ে অংশগ্রহন করেন এবং বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার জন্য জনগনকে অনুরোধ জানান। এসময় নেতাকর্মীরা জেড আই রাসেলের পক্ষে স্লোগান দেন ও জনগনের কাছে ভোট প্রার্থণা করেন। 'সাত তারিখ সারাদিন, ঈগল মার্কায় ভোট দিন'; 'আল্লাহর যদি রহম হয়, ঈগল মার্কার হবে জয়'; 'ফড়ছে পাকি দিচ্ছে ডাক, ঈগল মার্কা জিতে যাক'; ইত্যাদি নানা স্লোগানে নেতাকর্মীর ঢাকা-১৪ আসনের রাজপথ মুখরিত করে তোলেন।

বিজয় মিছিল ও শোভাযাত্রার জেড আই রাসেল তার 'ঈগল' নির্বাচনী প্রতীকে ভোট চেয়ে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন। এ সময় জেড আই রাসেল আশা করে বলেন, 'ইনশাল্লাহ জনগণের ভালোবাসায় এ আসন থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হতে পারব।' এ সময় মেট্রো ওয়াশিংটন আওয়ামী লীগ সভাপতি সাদেক এম খান, সিনিয়র সহ সভাপতি শিব্বীর আহমেদ সহ প্রবাসের বহু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী জেড আই রাসেলের নির্বাচনী শোভাযাত্রা ও বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।-শিব্বীর আহমেদ প্রেরিত

টাইম টিভি'র ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মায়ের ইন্তেকাল

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য, বিশিষ্ট ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টাইম টেলিভিশন-এর ব্রডকাস্ট চীফ সামিউল ইসলামের মা মনোয়ারা আহমেদ (৯১) ইন্তেকাল করেছেন। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তিনি ঢাকাস্থ বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ১১ জন পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। মরহুমার পুত্র-কন্যার মধ্যে ৫ জন পুত্র ও ৬ জন কন্যা। তাদের মধ্যে বাংলাদেশে ৩ কন্যা বসবাস করছেন। আর ৪ পুত্র ও ২ কন্যা যুক্তরাষ্ট্রে এবং একপুত্র ও এক কন্যা যুক্তরাজ্যে সপরিবাওে বসবাস করেন।

মরহুমার মরদেহ বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলা চরলক্ষীপুর গ্রামে মঙ্গলবার দাফন করা হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মায়ের ইন্তেকালে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে সম্পাদক ও সিইও আবু তাহের গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

অপরদিকে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, টাইম টিভি'র অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ পৃথক প্রথক শোক বার্তায় ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার সামিউল ইসলামের মায়ের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। - ইউএনএ

যৌন নিপীড়নে সহায়তার অভিযোগে অ্যালাব্যামার মবিল শহরে বাংলাদেশি দম্পতি গ্রেফতার

পরিচয় ডেস্ক: অ্যালাব্যামা অঙ্গরাজ্যের মবিল শহরে যৌন নির্যাতনে সহয়তার অভিযোগে এক বাংলাদেশি দম্পতিকে সম্প্রতি আটক করেছে পুলিশ।গ্রেফতারকৃতরা হলেন, আজিজ আশরাফ ওরুফে কাশ্মীর (৫৫) এবং তার স্ত্রী নাজমুন নাহার ওরুফে সুমি (৫৩)।

সংবাদ সূত্রে জানা জায়, গত বছর ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অ্যালাব্যামায় অধ্যয়নরত এক বাংলাদেশি ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগে অন্য আরেকজন বাংলাদেশি ছাত্রীর স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনার পরে, এই বাংলাদেশি দম্পতি অভিযোগকারি ছাত্রীকে পুলিশের নিকট অভিযোগ করার কারণে এবং মামলা প্রত্যাহার করার জন্য ক্রমাগত ভয়ভীতি এবং চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। এ ব্যাপারে অভিযোগকারী ছাত্রী পুলিশকে অবহিত করলে, মবিল পুলিশ গত এক বছর তদন্তের পর সম্প্রতি আজিজ আশরাফ ওরুফে কাশ্মীর এবং নাজমুন নাহার ওরুফে সুমিকে গ্রেফতার করে।

নিউইয়র্কে আশা চ্যারিটি ও নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন'র বিজয় উৎসব ও কম্বল বিতরণ

নিউইয়র্কে : নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় সিনিয়র বাংলাদেশীদের নিয়ে কম্বল বিতরণ ও বিজয় উৎসব পালন করেছে আশা হোম কেয়ারের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আশা চ্যারিটি ফাউন্ডেশন।

গত মঙ্গলবার ১৯ ডিসেম্বর নিউইয়র্কের জ্যামাইকা হিলসাইডে অনুষ্ঠিত বিজয় উৎসবে প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার পুরুস্কার ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশা চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান।

যুক্তরাষ্ট্র নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরনে উপস্থিত ছিলেন আশা হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট

ঈশা রহমান, নর্থ বেংগল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফেল তালুকদার, প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি আবুল কাশেম, সাবেক সভাপতি আতোয়ারুল আলম, চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি মাকসুদ এইচ চৌধুরী, দ্য এডিটোরিয়াল সম্পাদক কামরুল ইসলাম সনি, নর্থ বেংগল ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম যুগ্ম সম্পাদক মোহাব্বত আকন্দ সদস্য ফরমান হোসেন, ফারুক হোসেন রনি, ফজলুর রহমান, মাহবুবুল আলম,মাইনুল হাসান মহিদ, রুবেল হোসেন, রওশন আলী, এস এম জিন্নাহসহ নিউইয়র্কে বীরমুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশী কমিউনিটির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে আকাশ রহমান বলেন, নর্থ আশা চ্যারিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শীতকালিন কম্বল বিতরণসহ কমিউনিটির বিভিন্ন সেবায় কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির বিজয় দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৭ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের এলমহার্স্টে নিজস্ব কার্যালয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিজয় দিবস উদযাপন করলো প্রবাসী বাংলাদেশীদের সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ রব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আখতার বাবুল ও সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এবারের আয়োজনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অসাধারণ পরিবেশনা। বাংলাদেশ সোসাইটির এই মহতি উদ্যোগটি সমবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, শাহ জাহান সিরাজি, মিসবাহ উদ্দিন ভুঁইয়া, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হাজি মফিজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, আতোয়ারুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হাওলাদার, উদযাপন কমিটির আহবায়ক প্রদীপ ভাট্টাচার্য্য, উদযাপন কমিটির সমন্বয়কারী শাহ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, প্রচার সম্পাদক বিজু মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি, কার্যকরী সদস্য সাদী মিন্টু, সাবেক কর্মকর্তা নূরুল হক, সাবেক কর্মকর্তা আবুল কাশেম চৌধুরী, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শাহাদাত হোসেন, নাজমুল আলম শ্যামল, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছদরুন নূর, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তা তোফায়েল চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট এ জি এম জাহাঙ্গীর হাসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানানো হয় এবং আগত অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের মেডেল এবং সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে ডা. শাহনাজ লিপিসহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ১৬ ডিসেম্বর যথাযথ মর্যাদায় ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে।জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, ৭১-এর সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনদের অপরিসীম আত্মত্যাগের কথা । তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি নতুন প্রজন্মের মাঝে জাতির পিতার আদর্শ ও দর্শন এবং স্বাধীনতার ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা তুলে ধরার জন্য সকলকে আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশে চলমান উন্নয়নের বর্তমান ধারাকে আরো সুসংহত ও বেগবান করতে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী ভাইবোনসহ সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মূল্যবান ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানান কনসাল জেনারেল। উন্মুক্ত আলোচনায় নিউইয়র্ক এ্যাসেম্বলী মেম্বার ক্যাটালিনা, বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বুদ্ধিজীবী এবং শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে কমিউনিটির শিল্পীদের দ্বারা মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BANGLADESH LAW ASSOCIATION USA INC.
বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্ক

বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ, ইন্ক-এর নবগঠিত কমিটির

অভিষেক, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ ভোজ

শনিবার
৬ই জানুয়ারী ২০২৪
সন্ধ্যা ৬টা

নবান্ন পার্টি হল
৩৭-২২ ৭৩ স্ট্রিট,
জ্যাকসন হাইট্স
নিউইয়র্ক ১১৩৭২

সুধী,
আগামী ৬ই জানুয়ারী ২০২৪ শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ ল' এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্ক-এর নবগঠিত কমিটির অভিষেক, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি এবং আপনার পরিবার সাদরে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

আহব্বায়ক ও সভাপতি
এডভোকেট মুহাম্মদ আলী বাবুল
347-476-4028

সদস্য সচিব
পর্ণা ইয়াসমিন
347-242-8808

সাধারণ সম্পাদক
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
917-586-7950

সহযোগিতায়:
সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম, সহ সভাপতি এ্যাডভোকেট হ্যারিস উদ্দিন আহম্মেদ, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট শিউলি পারভিন, কোষাধক্ষ এ্যাডভোকেট ফিরোজা আকতার ন্যান্সি, সাংগঠনিক সম্পাদক পর্ণা ইয়াসমিন, প্রচার সম্পাদক নূর কানিজ ফাতিমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট শাহনাজ পারভীন জোন্না, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ফাহিমা নাজনীন নিশি, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আজাহারুল ইসলাম, আইন সহায়তা ও ত্রাণ পূনর্বাসন সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য এ্যাডভোকেট তাসলিমা খান, এটিএম শাহ্ আলম, আবেদুর রহমান।

সার্বিক সহযোগিতায়:
দস্তগীর জাহাঙ্গীর ৭০৩-৬৭৭-০৬৭৯, এন মজুমদার ৯১৭-৫৯৭-৬৩৪৭, আবুল কালাম আজাদ তালুকদার ৬৪৬-৫৩৩-৮২৩১, এ্যাডভোকেট মিঞা জাকির ৯১৭-৬৫১-৪৮৫১, মোর্শেদা জামান ৯১৭-৫০২-৬৪৪৫।

প্রচারে: নূর কানিজ ফাতিমা

বাংলাদেশ রক্ষায় সবাইকে এক ও অভিন্ন প্লাটফর্মে দাঁড়াতে হবে- নিউইয়র্কে মহান বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাকা আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ আগামীর নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ ও মানবিক বাংলাদেশ রচনার জন্য জাতীয় একতার নতুন ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে প্রশ্নে সব মানুষের মত ও চিন্তা এক সেই দিকটাকে বিবেচনায় রেখেই সবাইকে এক হতে হবে। যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, ভাষার প্রশ্নে সবাই এক। এই একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে হলেও প্রতিটি মানুষকে এক হতে হবে। বাংলাদেশ ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ। জাতীয় একতার জন্যে সকল মুসলমানদের একতা গড়ার উদ্যোগ নেয়া একটি রাজনৈতিক সমাধান। বহি:শত্রু থেকে দেশ রক্ষার জন্য দেশপ্রেমিকদের একতার কোনো বিকল্প নেই। দেশ রক্ষায় অনৈক্য ও বিভেদের মেরুদন্ডে আঘাত হানতে হবে। সবাইকে এক ও অভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড়াতে হবে। এর উদ্যোগ নিতে হবে রাষ্ট্রকে। অংশীদার হতে হবে রাজনৈতিক দলসহ সকল সমাজশক্তিকে। তিনি ব্রঙ্কসে বাংলাদেশি আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন-বাকা'র বিজয় উৎসব ও অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেই লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে জাতীয় সংগীত গেয়ে বিজয় শোভাযাত্রায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিক কর্মী ও সাধারণ নারী পুরুষ। ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্যালেসে প্রথমবারের মতো বৃহদাকার এলইডি মনিটর স্থাপন করে সেখানে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনসহ বিভিন্ন আয়োজন এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। এই আয়োজনগুলো মুগ্ধ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সব দর্শকদের।

দুটি পর্বে বিভক্ত প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি রাজনীতিক ও লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন ও সঞ্চালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাষ্টি আব্দুল হাসিম হাসনু, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা মনসুর আহমদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকি, সিলেট বার এসোসিয়েশন এর প্রাক্তন সভাপতি এডভোকেট এ টি এম ফয়েজ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, প্রাক্তন সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, ফয়েজ চৌধুরী, এজিএম জাহাঙ্গির হোসাইন, আবুল লেইছ চৌধুরী চেয়ারম্যান, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আল্লাহর কসম আমি এখনও যুদ্ধে আছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষার যুদ্ধে। আমার এই সরূপ এখনও দেখানোর সময় হয়নি। যারা সংগঠন করেন তারা আমার ভাই। ভিন্ন ভিন্ন দল, ভিন্ন ভিন্ন মতামতের ভেতরেও ভালোবাসা ও কল্যাণ থাকে। আমাদের দেশে একদল করলে আরেকদলের লোককে হত্যা করা হয়। এটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয় বরং এই ধারা বৈদেশিক শক্তিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ আমরা সমগ্র দেশবাসীর জন্য করেছি। আমরা ব্যক্তিগত জীবনাচারে যদি এক হই, একই হাট-বাজারে যদি বাজার করি, একই, রাস্তায় চলাচল করি, নামাজের জায়গায় যদি এক হই, তাহলে দেশের প্রশ্নে কথা বলতে গিয়ে কেন আমরা একটি অভিন্ন নীতিতে এক থাকতে পারি না।

ড. আবু জাফর মাহমুদ অতীত ও বর্তমান অবস্থার ভেতরে থেকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সমালোচনা করে বলেন, ভবিষ্যৎ ও আগামী নিয়ে আমাদের কোনো অঙ্গীকার ও কার্যক্রম নেই। তিনি বলেন, আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে হবে, প্রতিরক্ষা বাহিনীকে রক্ষা করতে হবে, কারণ তারাই দেশ রক্ষা করবে। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেকটি কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তি দূর করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক তাদেরকে দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে হবে। রাজনৈতিক দলের লেজুড় ও কোনো ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

তিনি ব্রংকস এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের নতুন অফিসে সকল জনকল্যানমুখি কাজের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের কাচারিঘরে প্রত্যেক উন্নয়ন সংগঠনের কর্মীদের আমন্ত্রণ। মায়েরা বোনেরা যারা মূলধারার রাজনীতি করছেন, নিজেদেরকে সামাজিক ও সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে রাখছেন তাদের জন্য কাচারিঘর হবে আপন একটি ক্ষেত্র।

বাকার নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডর স্যার আবু জাফর মাহমুদ। তিনি সংগঠনের এ যাবৎকালের সকল কর্মকর্তা ও বর্তমান কর্মকর্তাদের একসঙ্গে জনকল্যাণমুখি কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সমাজকর্মে সাবেক শব্দের কোনো জায়গা নেই। এই সংগঠনের কেউ সাবেক হবেন না। সবাই এক হয়েই সমাজ পরিবর্তনে অবদান রাখবেন।

সাংস্কৃতিক আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি করেন বাপার শিশু শিল্পীরা। আগামী প্রজন্মের বাংলাদেশী আমেরিকান শিশুদের নৃত্য মুগ্ধ করে অতিথিদের। প্রবাসের বিশিষ্ট শিল্পীদের মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের গান উপভোগ্য করে তোলে শীতের সন্ধ্যা।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া, মোসাফির মুক্তা ও রোজি আজাদ। নৃত্য পরিবেশন করেন মায়া এঞ্জেলিনা, ইশরাক সামিরা, লামিয়া নিহা, সিমরিন মজুমদার, প্রান্তি ভদ্র।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজয় দিবসের সংবর্ধনায় বাংলাদেশের অসাধারণ অগ্রগতির প্রশংসা মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তারের

পরিচয় ডেস্ক: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নতুন শপথ গ্রহণের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর শনিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৫৩তম বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে।

দূতাবাসের দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে ছিল চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বিশেষ মোনাজাত।

সন্ধ্যায় দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিস আফরিন আক্তার এবং এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান।

আফরিন আক্তার তার বক্তব্যে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অসাধারণ অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং উল্লেখ করেন বাংলাদেশের এই অভিযাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী। তিনি বলেন, একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তা সত্যিই অসাধারণ। মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গত ৫২ বছরে বাংলাদেশ লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বের করে এনেছে । তিনি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন সময়ে তার বাংলাদেশ সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রতিটি সফরেই তিনি বাংলাদেশি জনগণের শক্তি, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, যেসব গুণাবলী বাংলাদেশের মুক্তির পথ দেখিয়েছে সেগুলোই বাংলাদেশকে তার কাঙ্খিত অভিযাত্রার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রাষ্ট্রদূত ইমরান তার স্বাগত বক্তব্যে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দেশবাসী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহিদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য তাদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে অর্জিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী বলেও তিনি জানান।

পরে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও তাদের সহধর্মিণী এবং কর্মচারীবৃন্দ প্রথমে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশী শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গানের সাথে দলীয় নৃত্য পরিবেশন করে অতিথিদের মুগ্ধ করেন।অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।-দুতাবাসের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে টেক্সাসে আইন

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সংক্ষিপ্তকরণের দিকে ঠেলে দেবে। অবৈধ অভিবাসন বৃদ্ধি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিষয়টি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এই আইন প্রণয়নের খবর সামনে এলো। টেক্সাসের নতুন এই পদক্ষেপ কিছুটা বিতর্কিত। কারণ এর আগে মার্কিন আদালত এক রায়ে জানিয়েছিলেন, শুধু যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারই অভিবাসন আইন প্রয়োগ করতে পারবে।

অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়া ফেডারেল অপরাধ। তবে এই অপরাধ বর্তমানে অভিবাসন আদালত ব্যবস্থায় দেওয়ানি মামলা হিসেবে পরিচালিত হয়। আগামী বছরের মার্চ থেকে এই আইন কার্যকর হবে। এ বছরের নভেম্বরে টেক্সাসের রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন আইনসভার উভয় হাউসেই এই আইন পাস হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের ৩৯-৫০ শতাংশের জন্য দায়ী জেএন.১ ধরন জানালো সিডিসি

৫৬ পৃষ্ঠার পর

উপধরনে আক্রান্তের হার ক্রমে বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন করোনার যতগুলো ধরনে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন, তার মধ্যে এ ধরন সবচেয়ে বেশি ছড়িয়েছে। সিডিসি মনে করে, যে হারে উপধরনটি ছড়াচ্ছে, তাতে ধারণা করা হচ্ছে, এটি অপেক্ষাকৃত বেশি সংক্রামক নয়তো অন্য ধরনগুলোর তুলনায় এটি রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) ভেদ করতে বেশি পারদর্শী।

সিডিসি বলেছে, জেএন.১-এর কারণে সংক্রমিত হওয়া ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার হার বাড়বে কি না কিংবা কতটা বাড়তে পারে, তা বলার সময় এখনো আসেনি। তবে তারা বলছে, করোনা মোকাবিলায় এখন যেসব টিকা প্রয়োগ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো জেএন.১-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

গত ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জেএন.১ উপধরনকে 'ভেরিয়েন্ট অব ইন্টারেস্ট' ঘোষণা করেছে। তারা আরও বলেছে, এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে বলা যায়, এই উপধরনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কম।- রয়টার্স

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

হোম কেয়ার

HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি

সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

CALL: (718) 775-7852

SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396

Email: info@goldenagehomecare.com

Jackson Hts Office	Bronx Office	Yonkers Office	Jamaica Ave. Office
71-24 35th Avenue	831 Burke Avenue	558 E Kimball Ave	180-15 Jamaica Ave
Jackson Hts, NY 11372	Bronx, NY 10467	Yonkers, NY 10704	Jamaica, NY 11432
Ph: 718-775-7852	Ph: 347-449-5983	Ph: 718-844-4092	Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115	Fax: 347-275-9834	Fax: 917-396-4115	Fax: 917-396-4115

www.goldenagehomecare.com

হাজার হাজার গাঁজাসেবীকে ক্ষমা করলেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: গাঁজা সেবন এবং নিজের কাছে রাখার দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হাজার হাজার মানুষকে নির্বাহী আদেশে ক্ষমা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। মূলত মার্কিন বিচারব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিগত বৈষম্য নিরসেন এই পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। গত শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) মার্কিন হোয়াইট হাউসের বরাতে এসব তথ্য জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আলজাজিরা।

হাজারো গাঁজাসেবীকে ক্ষমা করার পাশাপাশি আরও ১১ ব্যক্তিকে নির্বাহী আদেশে ক্ষমা করেছেন বাইডেন। এই ১১ ব্যক্তিকে অহিংস মাদক অপরাধের দায়ে অযথা দীর্ঘদিনের সাজা দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এক বিবৃতিতে বাইডেন বলেছেন, এসব পদক্ষেপ মার্কিন বিচারব্যবস্থায় সমতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে পরিণত করতে সহায়তা করবে। গাঁজা ব্যবহার

ও রাখার অপরাধমূলক রেকর্ড দেশের কর্মসংস্থান, আবাসন ও শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে অযথা বাধা সৃষ্টি করেছে। গাঁজা নিয়ে আমাদের ব্যর্থ কর্মপদ্ধতির কারণে অনেক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। আমাদের এসব ভুল সংশোধনের সময় এসেছে।

২০২২ সালের মিডটার্ম নির্বাচনের আগে গাঁজাসেবীদের ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন বাইডেন। তবে ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগের বছর তাদের ক্ষমা করে নির্বাহী আদেশ জারি করলেন তিনি। আগামী বছরের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন দুজনই লড়াই করার ঘোষণা দিয়েছেন। এরই মধ্যে দুজনই ব্যাপক হারে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছেন। ফলে এটা প্রায় নিশ্চিত পরবর্তী নির্বাচনে ট্রাম্প-বাইডেন দৈরথ দেখবে বিশ্ব।

নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতে হারিয়ে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: প্রথমবারের মতো একদিনের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতে হারাল বাংলাদেশ দল। তিন ওডিআই সিরিজে টাইগাররা শেষ ম্যাচে জিতলেও *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

বড়দিনে নানা দেশের নানা আয়োজন

পরিচয় ডেস্ক: হরেক রকমের উপহারে, আলোতে, গানে গানে শীতের চাদর মুড়িয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও দরজায় কড়া নেড়েছে বড়দিন। এ বছরও সান্তা ক্লজ আর ক্রিসমাস ট্রির সঙ্গে কেক-মিষ্টির আড়ম্বরে ডিসেম্বর মাসে উদযাপিত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

অবৈধ অভিবাসী গ্রেপ্তারে টেক্সাসে আইন

পরিচয় ডেস্ক: অবৈধ অভিবাসীদের ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী সীমান্ত পারাপারকে অবৈধ ও কারাভোগের মতো অপরাধ। এই আইন আধুনিক যুগে মার্কিন সিনেটে পাস হওয়া সবচেয়ে

কঠোর অভিবাসী আইন। টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বলেছেন, এই আইন 'টেক্সাসে অবৈধভাবে প্রবেশের তরঙ্গ ঠেকাবে।

তবে অভিবাসনের সমর্থকরা বলছেন, এই আইন জাতিগত *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের ৩৯-৫০ শতাংশের জন্য দায়ী জেএন.১ ধরন জানালো সিডিসি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৯ থেকে ৫০ শতাংশই জেএন.১ উপধরনে আক্রান্ত হচ্ছেন। দেশটির রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) সংক্রমণের প্রবণতা বিশ্লেষণ করে এ কথা জানিয়েছে। গত শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) সিডিসির পক্ষ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংক্রমণের সম্ভাব্য এ চিত্রের কথা জানানো হয়েছে।

এর আগে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংক্রমণের প্রবণতার ভিত্তিতে সিডিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ১৫ থেকে ২৯ শতাংশের জন্য দায়ী হবে জেএন.১ উপধরন।

তবে সিডিসি বলেছে, করোনাভাইরাসের জেএন.১ *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

ইগো নিয়ন্ত্রণ করার ৫ উপায়

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান বিশ্বে আপনার ইগো নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হতে পারে। তবে আত্ম-সচেতনতা এবং নম্রতা থাকলে তা অসম্ভব নয়। শিখতে পারেন কিভাবে ইগোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি সহজ অভ্যাস গড়ে তোলার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

সুখী দাম্পত্যে 'আলাদা বিছানার' তত্ত্ব দিলেন হলিউড অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজ

পরিচয় ডেস্ক: ৫১ বছর বয়সী হলিউড অভিনেত্রী ক্যামেরন ডিয়াজ মনে করেন, দীর্ঘ মেয়াদি দাম্পত্যে বা সুখী দাম্পত্য জীবন কাটাতে স্বামী ও স্ত্রীর আলাদা বিছানা, এমনকি আলাদা বাড়ি থাকার বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া উচিত। এ বিষয়ে তিনি কিছু যুক্তিও দিয়েছেন।

সম্প্রতি 'লিপস্টিক অন দ্য রিম' পডকাস্টে আমন্ত্রিত হয়ে দাম্পত্য নিয়ে এমন দার্শনিক মন্তব্য করে বসেন ডিয়াজ। পডকাস্টের হোস্ট মলি সিমস এবং ইমিস গর্মলি যখন তাঁদের স্বামীদের নাক-ডাকা নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখনই ডিয়াজ তাঁর *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভোট কারচুপি মামলায় বিলম্বিত বিচার ট্রাম্পের জন্য শাপেবর হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপি মামলায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার করা যায় কিনা, সে ব্যাপারে দ্রুত রায় না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯